অগ্নিকুক্কুট।

ان الله لا يهدى القوم الظالمين

ফক্কির আব্দুল্লা-বিন্-এস্মাইল

অল্‌কোরেশী অল্ হিন্দী

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৪ নং কড়েয়া গোরস্থান রোড্ হইতে

শাহান্‌শাঃ এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩০৯ সাল; বৈশাখ।

Printed By

Mohammad Rayazuddin Ahmed.

AT THE RAYAZUL ISLAM PRESS.

4, Karrayah Goresthan Road, Calcutta.

আভাষ।

পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোকই সামাজিক ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত-স্বত্ব, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অগ্নিকুক্কুট মোসলমানদিগের সেই অধিকার সংরক্ষণ জন্য সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ইহা উৎপীড়িত মোসলমান সমাজের নিজ পক্ষ ও অধিকার সমর্থন বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম পুস্তক। ইহা আল্লাহ তালা ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হউক; ইহাতে সমুদায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বজাতি হিতাভিলাষী মোসলমান ভ্রাতৃগণের স্নিগ্ধ অনুগ্রহ দৃষ্টি নিপতিত হউক, প্রার্থনা।

এ পুস্তকে আমি প্রকাশ্যে নাম ভিন্ন অন্য কথায় ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করি নাই। তবে যদি কেহ নিজে ইচ্ছা করিয়া এ কলঙ্ক কালিমা নিজ মুখে মাখাইয়া ভূত প্রেত সাজিয়া বসে'ন, তবে আমি লাচার। বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির দিন হইতেই হিন্দুগণ মোসলমানদের প্রতি তীব্র আক্রমণ, অমূলক কলঙ্ককুৎসা উপহার প্রদান করিয়া আসিতেছেন, আজ মোসলমানের মোটামুটি এই দুইটী কথা শুনিয়াই যদি একবারে তে'ড়ে ফুঁ'ড়ে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠেন, তবে আমার নিবেদনের যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহা আর কোন কালে বলিবার সুবিধা হইবে না। ইহাতে আমার সামান্য বিবেচনা অনুসারে যখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা কিছু বলি নাই, তখন বিরক্তির কোন কারণ ও দেখিতে পাই না। তবে হাজার বার গোবধ, গোমাংস ভক্ষণের কথা শুনিয়া যদি কোন হিন্দু কিছু পাপের সম্ভাবনা করেন, তবে একবার ছটাক খানেক খাঁটি সরিষার তেল মাখিয়া গঙ্গা-স্নান করিয়া ফেলিলেই হইবে।

এই পুস্তকে পবিত্র মহাকোরাণ ও হাদিস শরিফ হইতে বহুসংখ্যক প্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নানা প্রকার অসুবিধার জন্য উহা বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইল। আরবি শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গালা অক্ষরে হওয়া অসম্ভব। যত দূর সম্ভব চেষ্টা করিয়াছি। আরবি ع ও ء অক্ষরের উচ্চারণের জন্য (ং) ব্যবহার করা হইয়াছে।

অক্ষরের উচ্চারণে ক দেওয়া হইয়াছে।

যদি এই পুস্তকে মোসলমান সমাজের অণুমাত্র ও আত্মজ্ঞান লাভ ও উপকার সাধিত হয়, তবে পরিশ্রম সফল মনে করিব।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১২৯৬
বং অব্দ

হকির ফকির দীন অকিঞ্চন
আবদুল্লা বিন্ এসমাইল
অলক্কোরেশী অল্ হিন্দী।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণের "অগ্নিকুক্কুট" নিঃশেষিত হওয়াতে, সর্ব্ব-সাধারণের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। সহৃদয় পাঠকগণ নিরপেক্ষ ভাবে, লিখিত বিষয়ের বিচার-মীমাংসা করিলেই কৃতার্থ হইব।

চারাণ।
আশ্বিন, ১৩০৮
বঙ্গাব্দ।

গ্রন্থকার।

অগ্নিকুক্কুট।
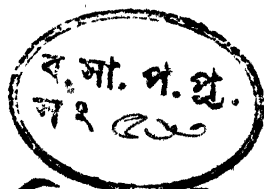
আজ বড় বিষম সঙ্কটের দিন, এমন দায়ে কেহ কখন ঠেকে নাই। একপক্ষে স্বদেশ, অপর পক্ষে স্বজন; একদিকে স্বজাতি, অন্য পক্ষে সমধর্ম্মাবলম্বী; এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ, কোন পক্ষে দাঁড়াই, কোন্ পক্ষে কথা বলি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। দীর্ঘকাল নীরবে বসিয়াছিলাম, মনে ছিল, একবার কোথা-কার একটা বাতাস ঘুরিতে ফিরিতে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উহা চলিয়া গেলেই চারিদিকে আবার শান্তির নিশ্বাস বহিবে, দেশ ঠাণ্ডা হইবে; লেখকের কলম, বক্তার রসনা, সম্পাদকবর্গের মস্তিষ্ক সকলই এ নিষ্কর্ম্মা বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, যাথার্থ বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ? যদিচ ইহা জনসাধারণের একটা সিদ্ধান্ত, কি রাজকীয় আদেশ নহে, এখনও একটা সামান্য প্রশ্ন—প্রশ্নেরও আবার ভ্রূণাবস্থা, কারণ এখনও ইহা আদি পুরুষদিগের মস্তিষ্ক-রূপ গর্ভাবাস পরিত্যাগ করিয়া, জনসমাজে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয় নাই; ইন্দ্রিয়, অবয়ব, অস্থিসংস্থান শরীরবিধান প্রভৃতি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, তথাপি ইহার জন্মের ভবিষ্যৎ বার্ত্তাতেই

ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ত্নর্লক্ষণের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। গান্ধার রাজপুত্র শকুনির জন্মকালেও নাকি এইরূপ কি কি অমঙ্গল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, মহাভারতের সহৃদয় পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, স্মৃতিকাঘরে এই হতভাগ্যের গলাটিপিয়া বধ করিলেই কুরুপাণ্ডব উভয় কুল রক্ষা পাইত, পৃথিবীর বীরকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না, কুরুক্ষেত্রের বোধ হয়, নামও আমরা শুনিতে পাইতাম না; সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা, বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দুরাত্মা যবন সিন্ধু নদী পার হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, আমারও বর্ত্তমান বিষয়ে তাহা ঘটিল না, সুতরাং এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইতে হইল।

এখন কোন্ পক্ষে দাঁড়াই। এক পক্ষে দাঁড়াইতে গেলে স্বধর্ম্মদ্রোহী, ঘরের শত্রু বিভীষণ বলিয়া পরিচয় দিতে হয়; অন্য পক্ষে সাহায্য করিলে স্বদেশবৈরি স্বজাতিদ্রোহী শ্রেণীতে নাম লেখাইতে হয়, বলুন এখন কোন্ পক্ষে যাই?

এক পক্ষে আমার স্বজাতি ভারতবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুগণ পাঁচ কড়ায় গণ্ডা গণিয়া বাইশ গণ্ডার পাকা পণে আপনাদের সামাজিক অধিকার বুঝিয়া লইয়া, এখন ভারতবাসী অন্যান্য খণ্ড জাতি মোসলমানও খৃষ্টান প্রভৃতিকেও নিজ ইচ্ছানুসাতে চালাইতে অভিপ্রায় করিতেছেন; অনেক স্থলে তাহাদের সামাজিক অধিকারও ধর্ম্ম বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন, চারি দিকে উৎপীড়িত মোসলমানের দুঃখের গভীর ধ্বনি ছড়াইয়া পড়িতেছে। সমধর্ম্মাবলম্বীর সহায় হইতে গেলে প্রকৃত পক্ষেই গৃহবিচ্ছেদ, আন্তর্জ্জাতিক শত্রুতা, জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রভৃতি আনয়ন করিতে হয়; আবার—এক দেশবাসী, সুতরাং স্বজা-

তির পক্ষে দাঁড়াইতে গেলে, এ খড়ের আগুণ এমনই ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে যে, আমার দুর্ব্বল সহায়হীন বেচারা ভালমানুষ স্বজনগণ পুড়িয়া জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইবেন; এখন করি কি?

অহো! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, আমার অবতারণার মস্তকেই প্রকাণ্ড ভ্রমের বাসা। আমি হিন্দুদিগকে প্রকৃত জাতি—ভারতবর্ষীয় খণ্ড জাতি সাধারণের এক মহা একতিতে সমবায়ের প্রতিরূপ—ও মোসলমানদিগকে কিরূপ তাহার এক অনাবশ্যকীয় অঙ্গের ন্যায় মনে করিয়া এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। একবাড়ীতে যদি কোন উদাসীন ফকির আসিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখেএকটা মদের বোতল দেখে, মদ খাওয়া পাপও অন্যায় বলিয়া যদি তাহা লইয়া কলহ উপস্থিত করে, তবে আত্মীয় স্বজন পাড়াপড়শী উপস্থিত হইয়া ন্যায় অন্যায় অনুসন্ধান করে না, কেবল বেচারা ফকিরের উপরেই তর্জ্জন গর্জ্জন করে, পরিশেষে তথায় যেন তাহার গমন পর্য্যন্তও দোষের কারণ স্বরূপ হইয়া পড়ে, সে তিরস্কার ভিন্ন কখনও করুণা ও সান্ত্বনার ভাগী হয় না। আমার প্রথম পথে দাঁড়াইয়া দেখিলে আমার নির্দ্দোষ স্বজনগণও এইরূপ কেবল অবিশ্রান্ত তিরস্কারের পাত্র হইয়া পড়েন। সুতরাং প্রস্তাবনার ভ্রম বুঝিয়া আমাদিগকে এ পথ পরিত্যাগ করিয়া, আর এক বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিতে হইল। কোন বাড়ীতে যদি দুই পুত্র, দুই মেয়ে, কি দুই বউ থাকেন, যদি তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদউপস্থিত হয়, তবে গৃহস্বামীই হউন, আত্মীয় স্বজনই হউন, কি পাড়াপড়শিই হউন, কেহই বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া যাহা মুখে আইসে, তাহাই বলিতে পারেন না। এমন স্থলে অনেকেই কথা বলিতে নারাজ, বলিলেও অনেক বিবেচনার সহিত বলিতে হয়। কারণ, ইহারা

উপরি লোক নহেন, ফকির নহেন, অন্য কাহার ও কিছু আশা করিয়া কথা বলেন না। তাঁহার যে স্থানে দাঁড়াইয়া কথা বলেন, সে স্থান হইতে এক পক্ষকে সরিয়া যাইতে কেহই বলিতে পারেন না। সুতরাং এ বিবাদ মীমাংসার জন্য যিনিই যাইবেন, তাঁহাকেই মুখ খরচ করা অপেক্ষা বুদ্ধি চিন্তা অধিক খরচ করিতে হইবে। যখন দেশের উপর উভয়েরই অধিকার সমান, তখন হিন্দু মোসলমানের এই সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসাতেও আমা-দিগকে সেই পথ অবলম্বন করাই উচিত। তাহা হইলে আমরা প্রথমেই ভ্রমের অনুসরণ করিয়া বিপথে যাইয়া পড়িব না।

আমার স্বজাতি শব্দে আমি ভারতবর্ষবাসী সমস্ত লোককেই বুঝি। ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, আর্য্যাবর্ত্তবাসী, দাক্ষি-ণাত্যের নিবাসী, সভ্য ও অসভ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মোসলমান সকলই আমার মহাজাতির অন্তর্গত; ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক লোক আমার চিরস্বাস্থ্য ও সহস্র জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর। আবার আমি মোসলমান, যাঁহারা পবিত্র মহা কোরাণ, উন্নত হাদিসের অনুবর্ত্তী, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কঠিন বিষয়ে খাম খেয়ালি যথেচ্ছাচার না করিয়া, সুবিদ্বান্, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, বহুদর্শীজনের সাহায্য গ্রহণ করেন, তেমন সকলকেই আমি মোসলমান মনে করি। এই বিশ্বব্যাপী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি আমার হৃদয়ের রক্ত বিন্দু অপেক্ষা ও প্রিয়তর। সুতরাং এই উভয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মনোমালিন্য আমার রোগ শোক, দুঃখ দরিদ্রতা অপেক্ষা ও অসুখকর। অতএব ইহাদের কোন পক্ষকে দুঃখ কষ্ট অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে দেখিলে আমার নীরব থাকা অসম্ভব। সুতরাং যখন এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুই কথা বলিতেই হইবে, তখন অন্যায়ের

বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়াই ভাল। সামাজিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা অন্যায় ও তীব্র অত্যাচার আর নাই। সমস্ত বিদ্বান্, বহুদর্শী, সংসারপ্রেমিক, বিশ্বস্বাতন্ত্র্যবাদী লোকই ইহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। সুতরাং মাদৃশ সামান্য ব্যক্তি এইরূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত স্বজনবর্গের পক্ষে দাঁড়াইয়া দুই কথা বলিলে পুরস্কৃত না হইতে পারে, অন্ততঃ হৃদয়শালী মহানুভবগণের নিকট তিরস্কৃত হইবে না বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস পোষণ করি।

এখন কি সামান্য সূত্র ধরিয়া হিন্দুগণ মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সামাজিক বিষয় ও ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া অবিনয় ও অনধিকার চর্চ্চার শেষ সীমায় পৌছিয়াছেন, সে কথা খুলিয়া বলা ভাল। এক রকম ভাবকে নাগরিক ভাব বলে; নগরবাসীদিগের মধ্যে এমন কতক গুলি ভাব আছে, যাহা গেঁয়ে লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই রকম সহুরে ভাবের দুই একটা কথা সর্ব্ব-কালে সর্ব্বদেশেই হৈ চৈ করিয়া বেড়ায়। আজ কালও এদেশে 'গোকুল নির্ম্মূলাশঙ্কা' 'গো-ধন রক্ষার উপায়,' 'গো-বংশের উন্নতি,' 'গরুর চাষ,' 'কাউমেমোরিয়াল ফণ্ড' প্রভৃতি কয়েকটী সহুরে ভাব ইতস্ততঃ মহা গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইতেছে। সহুরে কথা লোকের আমোদ প্রমোদ হাসি ঠাট্টার বিষয়, সুতরাং ইহার মূল্য চিরকালই বড় কম, উহা কখনও দেশের সমস্ত লোকের নিকট আদর পায় না। জমিদারের কাছারি, মোক্তার, পসার-বিহীন উকিল, স্কুলের ছাত্র, কেরাণী বাবু আর অপর দুই চারিজন লোকের মধ্যে কেবল বরাবর ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা ত চিরকালই মৃত, কিন্তু কখন কখন যেন ভুতে পাইয়া বসে, তখন সমাজে

একটা উৎপাত উপস্থিত করে, সুতরাং ইহা সকল সময়ে উপেক্ষণীয় নহে। আগুণ চুলয় থাকিলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, ক্ষতি নাই, কিন্তু সকল সময়ে অসতর্ক থাকা যায় না, যখন সেই চুল্লি হইতে রন্ধনশালার বেড়ার দিকে উহা জিহ্বা বিস্তার করে, ইহার তখন জলের ছিটা না দিলে চলে না। সুতরাং আমরা ইহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিব না।

গোকুলের প্রকৃত পক্ষেই নির্ম্মূলাশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই। যাঁহারা ইহার আদি ও প্রধান পাণ্ডা, তাঁহারাও ইহা প্রমাণের জন্য কোন অকাট্য—অকাট্য কেন, সামান্য রকম প্রমাণ ও প্রদর্শন করেন নাই। অনেকেই একটা অমূলক প্রমাণশূন্য ভুয়া কথা লজ্জার খাতিরে বলিতে না পারিয়া, যেমন তেমন একটা রোগা ঘোগা ভাবকে বর্ণনার জমকাল পোষাক দিয়া প্রমাণের জন্য হাজির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি গোকুলের নির্ম্মূলাশঙ্কা উপস্থিত না হইয়া থাকে, যদি গোবংশ পূর্ব্বের মত ভালও বিস্তৃত অবস্থাতেই থাকিত, তাহা হইলে দুধ, মাখন, ঘৃত, ইত্যাদি দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িতেছে কেন? কিন্তু এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কেবল লজ্জার খাতিরে বলিয়া থাকেন; নতুবা ইহা যে প্রমাণের পক্ষে কিছুই নহে, সত্যের সহিত যে ইহার অণুমাত্রও সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা ইহা না বোঝেন এমন নহে। যথার্থ বিষয় ও পূর্ণ সত্যের পক্ষ হইয়া অধিক কথা বলিতে হয় না, অল্পেতেই বোঝা যায়, আবার অপ্রকৃত মিথ্যা বিষয়ের জন্য হাজার কথা বলিতে হয়, হাজার থাম খুঁটি দিয়া তাহাকে ঠিক করিতে হয়, তবু তাহা সময়ে সময়ে বৃষ্টি নাই, বাতাস নাই, নিজের ভারেই হুড়ুস্ করিয়া পড়িয়া যায়। কারণ ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি

ঘৃত, দুগ্ধ, মাখনাদির মহার্ঘতা দেখিয়াই, অন্য কোন কারণের সম্ভাবনা না করিয়াই কেহ একবারে গোকুলের নির্ম্মূলাশঙ্কায় উন্মত্ত হইয়া উঠেন, তবে ভারতবাসী মাত্রেই চক্ষুর সম্মুখে যে রুইমাছ, বেগুন, পটল, চিনি, গুড়, মধু, ও সোণা দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি কি বলিতে চান? যখন সংসারে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই পরস্পর বিজড়িত, প্রত্যেক বিষয় অপরের সহিত কোন না কোন্ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে—নয়, অলক্ষ্যরূপে বদ্ধ রহিয়াছে, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কূটতর্কের সাহায্যে ও কথা সপ্রমাণ করিতে না পারেন, এমন নহে। অনেক সময়ে সত্য একস্থানে তর্ক অন্য পথে যায়; অনেকে কোন বিষয়ের বিচার করিতে বসিয়া তর্ক যে সত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় তাহা ভুলিয়া যান। আবার সমুদায় সত্যের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ সত্য যে মানুষ, তাঁহাদের মধ্যে অতি প্রধান পণ্ডিতেরা সহস্র চিন্তার পরও যখন 'আছি কি নাই' কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন তর্কের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। স্থূল কথায় আমরা অত তর্কের পক্ষপাতী নহি, সহজ জ্ঞানে যাহা বুঝিতে পারি, সেই হৃদয়গ্রাহী কথা চাই। যাহা শুনিয়া মনে আর মুখে যথার্থ নিরেট সত্য বলিয়া প্রশংসা করি, সেইরূপ কথার অনুসন্ধান করি।

যাহা হউক, গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা নিজেই একটা সন্দেহ; আবার আর একটা সন্দেহের ঘাড়ে যাইয়া চাপিয়া পড়িয়া মহা গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। আশঙ্কাকারিগণ বলেন, অপর্য্যাপ্ত গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণেই গোমাংস প্রায় ধ্বংসের নিকট আসিয়াছে। এখন যদি এই অন্যায় বধ ও অন্যায় ভক্ষণের স্রোত বন্ধ না করা যায়, তবে হয়ত বাকি কয়টা তাহাতে

পড়িয়া অনায়াসে ভাসিয়া যাইবে। একজন বহুদর্শী ব্যক্তি বলেন, যখন ফ্রান্সের জন সংখ্যার উন্নতি নাই বলিয়া, ফরাসিরা স্বদেশ হইতে মৃত্যু দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছে, তখন সেই নজির লইয়া কয়েক বৎসর গরুর মৃত্যু নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নিকট দরখাস্ত করিলে আরও সুফল হইতে পারে। যাক; সন্দেহের উপর কিছু করা ভাল নয়।

হিন্দুই হউন, মোসলমানই হউন, কি নাস্তিকই হউন, যখন কেহই যথার্থ সহৃদয়তার সহিত মনে মুখে এক করিয়া সরল বিশ্বাসে বলিতে পারিতেছেন না, যে আজ প্রকৃতই এদেশে গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে; আর দুই দিন পরেই আমরা বিশাল ভারতক্ষেত্র গোশূন্য দেখিয়া; হে গরু, হে পরমোপকারিন্, হে পিতৃ মাতৃস্থানীয়, হে পঞ্চগব্য প্রদানকারিন্, হে কৃষিক্ষেত্রের দেবতা, হে রসনার তৃপ্তিবিধান কারিন্, আজ মাঠে, ঘাটে, গোষ্ঠে, কদম্বতলায় তোমাকে না দেখিয়া আমরা হতজ্ঞান হইয়া যাইতেছি। হায়! আজ আমরা তোমার অভাবে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি। তখন কেমন করিয়া সেই মিথ্যা কথাকে প্রমাণ্য মনে বুঝিয়া, তাহার ন্যায়-অন্যায় সত্যমিথ্যা প্রমাণ করিতে যাইব?

ইহার উত্তরে বিপক্ষ পক্ষ কি প্রমাণ দান করিবেন, বা কিরূপ প্রমাণিক দলিল পত্র প্রদর্শন করিবেন, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারি না। তবে দুই এক স্থলে প্রমাণ দেখিতে যাইয়া যে কদলি দর্শন করিয়াছি, চারি দিক হইতে মুখ ভেঙচি দেখিয়াছি, সময়ে সময়ে কোঁপ মিশ্রিত উপহাসের উচ্চ শব্দ শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি। কিন্তু আসল খাঁটি প্রমাণ কখনও দেখি নাই। আমার বাল্য বয়সের বন্ধুদের মধ্যে এক জন ভারি

চালাক ছিলেন, আমরা প্রায়ই জোড় বিজোড় খেলিতাম, প্রথমেই তাঁহার চাল, আমরা জোড় কি বিজোড় বলিলেই, তিনি হাসিয়া আকুল হইয়া পড়িতেন, মাথা নাড়িতেন, যেন ভারি জিতিয়া গিয়াছেন, এই ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেন; তাহার পর বেশী কড়ির পণ রাখিতে জেদ করিতেন, পরে কিলের পণ; আমরা দুই এক বার হারিয়া সতর্ক হইয়াছিলাম, সুতরাং তাঁহার সব কথাতেই রাজি হইতাম, তখন অনন্যোপায় হইয়া হাত খুলিলেই, সব চুকিয়া যাইত, আমাদের জিত হইত। এখনও অনেক বিজ্ঞতাভিমানী লোকদের মধ্যে সেই ধরণের লোক দেখি, ইঁহারা গুরু গম্ভীর হইয়া কথা বলেন, মিল বেস্থামের উপরি টোকা দেন, কিন্তু কাজের কথা প্রমাণের কথা পাড়েন পাড়েন করিয়া উপস্থিত করেন না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রকৃত প্রমাণ না দেখিব, ততদিন ইঁহাদের কথায় বাধ্য হইতে সম্মত কিনা, তাহা সমুদয় ত্রিশ কোটি ভারতবাসীরই বিচার্য্য। সুতরাং ইঁহাদিগকে ভূমিকা সর্ব্বস্ব নাম দিয়া, সম্মানের সহিত বিদায় দিলাম। ইঁহারাও কঠিনতার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন, আমরাও অজ্ঞতার হাত হইতে মুক্তি পাইলাম।

ইহার পর শ্রীমানী দল। পাঠকগণ, আমাকে ব্যাকরণ জ্ঞান শূন্য মনে করিয়া ইহা শ্রীমতীর দল মনে করিবেন না। শ্রীমতীদের সহিত সম্পর্ক আমার অতি অল্প। আমি প্রকৃত পক্ষে শ্রীমানী দলের কথাই বলিতেছি। শ্রীমান স্বামী নামক একজন লোক ডোর কপ্নি পরিয়া, নামাবলী গায় দিয়া, জটা জুট বান্ধিয়া, শরীরে ভস্ম মাখিয়া দেশের হিতে নামিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে বলেন, তিনি এক সময়ে কোন হাইকোর্টের,

কি কোন ছোট আদালতের জজ ছিলেন; আর পাওনিয়র নামক ইংরেজী কাগজ বলেন, ওসব মিথ্যা, তিনি জেল খালাস কয়েদি, নাম ভাড়াইয়া শ্রীমান স্বামী হইয়াছেন। এই তাঁহার দুই পক্ষের পরিচয়। সে পরিচয় দিয়া আমাদের কোন আবশ্যক নাই; তিনি যেই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই, বিশেষ যখন তাঁহার মতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, তখন তাঁহার অন্যবিধ প্রাধান্য ত বরং আমাদেরই অনুকূল, সুতরাং আমরা তাঁহার নিজ মুখের পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়াই, তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকে শ্রীমতী উপাধি প্রদান করিলাম। যাহা হউক, গোধন রক্ষার উপায় ও গোবংশের উন্নতি সাধনই এই উদার-দলের ইষ্ট মন্ত্র। ইহারা এই উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া কাশীতে এক গোরক্ষিণী সভা ও আর একটা 'কাউ-মেমোরিয়াল ফণ্ড' নাকি স্থাপন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—ইহারা দেশের লোককে গোহত্যাকারীর নিকট গরু বিক্রয় করিতে না দিয়া, তৎসমস্ত নিজে ক্রয় করিয়া রাখিবেন; তাহারা ইহাদের কোমল করপল্লবের নব নধর মনোহর তৃণদল ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইলে আবার বিক্রয় করিবেন, কৃশ হইলে আবার কিনিবেন, আবার বেচিবেন, এই উপায়ে এত টাকা এই ফণ্ডে জমা হইবে বলিয়া ইঁহাদের বিশ্বাস যে, তদ্দ্বারা অখণ্ড ভারতবর্ষের গোবংশ ক্রমশঃ ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে সমুন্নত হইয়া উঠিবে।

এই বিশ্বপ্রেমিকতা ও উদার মত লইয়া শ্রীমান স্বামী ও তাঁহার সহকারিগণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় দেশের চারি দিকে সভা সমিতি হইয়া, টাকা, পয়সা ও গরু সংগ্রহ হইতেছে। চারিদিকে একটা কি রকম

ভাব ও প্রচারকগণ গোলযোগ করিয়া বেড়াইতেছেন, নূতন প্রস্তুত গো-শালায় প্রতিদিন প্রাতঃ সন্ধ্যা গো মাতা ও গো-পিতৃ গণ হাম্বারব করিয়া দেশবাসী গণকে সৎকাজে জাগাইয়া দিতেছেন।

ইহার পর শ্রীমান স্বামী সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জয় করিয়া, সমুদায় বড় বড় কেল্লায় আপনার বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিয়া, একবারে কি এক মোহকর ভাবে আত্মহারা হইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়েন। শোভাবাজারের রাজগোষ্ঠীর সহায়তায় টাউনহলে এক সভা আহূত হয়। পূর্ব্ব দিন বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সভায় আহ্বান করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সমুদায়ই হিন্দু— প্রত্যেকেরই ভিন্ন গঠন, ভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন রং—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত নানা বিভিন্ন আকার; সর্ব্বোপরি পরিচ্ছদের অনৈক্য, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না; যত লোক তত প্রকার পরিচ্ছদ, বরং যেন তাহা অপেক্ষাও অধিক। তাহাদিগকে দেখিয়া বোধহয়, যেন বিশ্বের সমুদায় অনৈক্য তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। উলঙ্গগাত্র, লম্বোদর, ফোঁটা কাটা, তৈলাক্ত শরীরই বা কত। আর্কফলাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, টিকটিকির লেজ হইতে মামুজির বড় মোরগের লেজ প্রমাণ শিখাধারীর সংখ্যাই বা কত! সর্ব্বোপরি টেক্কা দিয়া শ্রীমান স্বামী কৌপীন পরিয়া, বহির্ব্বাসে তাহা ঢাকিয়া, জটা বাঁধিয়া শরীরে ভস্ম মাখিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেমন সভা, তেমনই বক্তা! বক্তৃতা আরম্ভ হইল, ঘন ঘন করতালির শব্দে আর কাণ পাতা যায় না। বত্রিশ জন মোসলমান, তিনজন ইউরোপীয়ান এক পাশে কাণ্ড কারখানা দেখিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া-

ছিলেন। তখন বিড়ালের গলায় ঘণ্টার কথা তাঁহারা মনে করিতে ছিলেন, কি বিফ্ রোষ্ট, গোমাংসের কাবাব, কোর-মার চিন্তা চিরকালের জন্য পরিত্যাগের কথা মনে হইয়া কান্না পাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অত সূক্ষ্ম খবর বলিতে পারি না। তবে তাহাদের মুখমণ্ডলে নিরানন্দের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। যখন শ্রোতৃবৃন্দ নানা প্রকার শোভন পাড়ওয়ালা ধুতির কাছা কোঁচা পুনঃ পুনঃ দুরস্ত করিতে করিতে এক একবার দুর্দ্দান্ত যবনদিগের দিকে চাহিয়া 'হিয়ার' 'হিয়ার' শব্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিতে ছিলেন, তখন যবনেরা না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। যাহা হউক, ক্রমে সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইল, একজন তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন যে, 'আজ কলিকাতায় উপস্থিত হিন্দু মোসলমানের সর্ব্বসম্মতিক্রমে, কাশীর গোরক্ষিণী সভা ও ফণ্ডের শাখা কলিকাতায়ও একটী সভা ও ফণ্ড স্থাপিত হইল। এবং ভারতবর্ষে আইনের সাহায্যে গোবধ নিবারণ হউক বলিয়া গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হইবে, তাহার জন্য সকলের সম্মতি গৃহীত হওয়া আবশ্যক।' অনুষ্ঠানকারী কুমার বাহাদুর দিগের মধ্যে একজন যাইয়া একজন মোসল-মান যুবককে প্রস্তাবের সমর্থন করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং উপস্থিত মোসলমানদিগের মধ্যে কেহ বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিপক্ষে দণ্ডায়মান না হন, তাহার জন্যও তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তিনি বলিলেন "আমি স্বদেশকে ভাল বাসি বটে, কিন্তু পরের পদ দলিত স্বজনগণ আমার নিকট তদপেক্ষাও প্রিয়তর; ও যাঁহারা আমাকে জানেন, তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন যে, সামাজিক স্বত্বের কণামাত্রও পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কুমার বাহাদুর! যদি

আপনার বন্ধুতার অনুরোধে আমি নিরপেক্ষ ভাবে চুপ করিয়াও থাকি, তথাপি উৎপীড়িত স্বজন বর্গের অভিশাপ এই ঘোর কাল সন্ধ্যায় এখনি আমার মস্তকে সম্পতিত হইবে।" তখন চারিদিকে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল ; এই অবসরে একজন সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মোসলমান দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম অংশ বক্তার প্রশংসা, কিন্তু শেষ ভাগে এই গো-রক্ষা ও গো বধ নিবারণ প্রভৃতি লইয়া যে মোসলমানদের উপর সচরাচর অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ ছিল। তাঁহার আরও আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত এই আন্দোলনে সেই অত্যাচার আরও ঘনীভূত হইবে। ইহার পর আর কে কোথায় যায়! কালসাপ শিশুর ন্যায় কোমল হইয়া অলক্ষ্যে নিদ্রিতা মাতার দুগ্ধ পান করিতে যায়, যদি সহসা হাত পা লাগিয়া একটু সামান্য আঘাত পায়, তবে বিছানার সকলকেই দংশন করে। শ্রীমান স্বামীর বক্তৃতা বড় সুন্দর, তাহার প্রত্যেক শব্দের উপযুক্ত গুরুত্ব সৌন্দর্য্যের নিক্তিতে মাপিয়া বসান হইয়াছিল। মোসলমানেরা 'মুহমে শেখ ফরিদ' শুনিয়াই আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া যান নাই, আবার সৌন্দর্য্যের কৃত্রিম আচ্ছাদনের নীচে 'বগলমে ইট, অতি সতর্ক নজরে দেখা যায়, তাহাই লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া হিন্দুগণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। স্বামীজীর একজন সহচর ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে দাঁড়াইলেন, অপমানসূচক শব্দে, কোপ কম্পিত স্বর, তীব্রভাবে, প্রকাশ্যরূপে মোসলমানদিগকে এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহারকে আক্রমণ করিলেন। একজন মোসলমান ইহার সামান্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; আর একজন দণ্ডায়মান হইলেই, ৪।৫ জন হিন্দু তাঁহাকে কিছু বলিতে নিষেধ করিলেন। অমনি

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দ্বারা উপদেশ পাইয়া জীবানন্দ বিদ্যাসাগর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদায় মোসলমান ক্ষুণ্ণমনে সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তখন জীবানন্দ মনের সুখে, নির্ভয় হৃদয়ে 'নেড়ে' 'ম্লেচ্ছ' 'পাষণ্ড' 'পাতিনেড়ে' বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিয়েন। যে সময়ে জীবানন্দের তীব্রমুখের এইরূপ সুমিষ্ট বক্তৃতায় বক্তৃতা-গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, সে সময়ে বিষণ্ণ মোসলমানেরা ইডেন গার্ডেনে পাদচারণ সুখ অনুভব করিতেছিলেন, নতুবা এই বত্রিশ জন মোসলমানের হাত হইতে তিন হাজার হিন্দু বীরপুরুষ জীবানন্দকে অক্ষত শরীরে গৃহে লইয়া যাইতে পারিতেন কি না, সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত বক্তৃতার তুল্য উত্তর যাঁহারা দিতে পারেন, তাঁহারা অন্য শ্রেণীর।' ইঁহারা সকলে বিখ্যাত বংশের সন্তান; বিদ্যা-সভ্যতায় দেশের গৌরবের স্থল, সচ্চরিত্রতায় মানব সমাজের বিশ্বাসের পাত্র, সুতরাং ইহার প্রতিউত্তর প্রদান তাঁহারা আপ-নাদের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেন নাই। *

---

* এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের পুত্র শুদ্ধবোধ ভট্টাচার্য্য, ক্ষুর দিয়া গলা কাটিয়া স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করে। বালকেরা 'ছেলেটী শুদ্ধবোধ কি অশুদ্ধ বোধ' 'নারী হত্যায় অধিক পাপ কি গো হত্যায় অধিক' প্রভৃতি কঠিন প্রশ্ন দেওয়ালে লিখিয়া রাখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার কি সদুত্তর দিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা। যাহাহউক, বিচারে শুদ্ধবোধ ফাঁসী কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন করিল; জীবানন্দ বাবু ইহার পূর্ব্বেই দুঃখ ও লজ্জায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

পাড়াগাঁয়ে যেমন রাত্রের প্রহরে প্রহরে শৃগালের কোলাহলে ঘুম হইতে চমকাইয়া তুলে; ইহার পর কলিকাতায় সেইরূপ তুমুল গোলযোগে কান ঝালাপালা হইয়া যাইতে লাগিল। সকলেই গো-কুলের সম্ভ অকাল বিলোপের আশঙ্কায় উন্মত্ত, প্রত্যেকেই এক এক গোরক্ষিণী সভার জন্য ব্যস্ত, দান, চাঁদা, ভিক্ষা ডোনেশন বলিয়া কত কি সংগ্রহ হইতে লাগিল। শহরে এক তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া গেল। আবার ভারত-মাতার বুড় ধুড় খোকারা গো-বধ গো-রক্ত দেখিয়া মা মারা গেল বলিয়া চারিদিকে নাকি সুরে বসিয়া মরা কান্না জুড়িয়া দিলেন। লোকে দেখিয়া অবাক্!

কলিকাতার মত হুজুগে স্থান আর নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বল, 'আহা! চিলটী কেমন সুন্দর উড়িতেছে, হাজার হাজার লোক তৎক্ষণাৎ তোমার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া সেইদিকে হা করিয়া দেখিতে থাকিবে। পরদিন অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বটতলার প্রসাদে একজন তোমার 'আশ্চর্য্য চিলের গল্প' পথে পথে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিতেছে। সুতরাং এখানে অনুবর্ত্তীর অভাব নাই। শ্রীমানী দলও এখানে বেশ কল্কে পাইল; এমন কি, সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে ইহাকে মনযোগের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য করিলেন।

আমরা শ্রীমানীদল ও গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কাকারী দিগকে গ্রাহ্য করিনা। কারণ, যে শ্রেণীর লোক সমাজের সর্ব্বস্ব, অস্থিমজ্জা, রক্ত, মাংস সমুদায়ই—স্থূল কথায় বলিতে গেলে যাহারাই প্রকৃত সমাজ, এদলে সে শ্রেণীর লোক বড় অধিক নাই। তবে এই সারবান্ দলের স্বল্প সংখ্যক লোকের মনেও

এই ভাব সংক্রমিত হইতেছে দেখিয়া, আমাকে আরও কতকগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল।

যাঁহারা হিন্দু মোসলমান নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী লোকমাত্রকেই এক জাতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, যাঁহারা এই বিশাল বিস্তারিত ভারতের রুচি-গত, ধর্ম্ম-গত, ন্যায় অন্যায়, কারণ অকারণ ভিন্নতা বিদ্বেষ দূর করিয়া সমুদয় লোককে এক ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ এক পরিবারের ন্যায় মনে করিয়া, এক সাধারণ জাতিতে আনয়ন করিতে চাহেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের ভবিষ্যতেরও বহুদূর চিন্তা করিয়া প্রত্যেক পা ফেলেন, তাঁহাদের মনের মধ্যে যদি এই ভাবের ছায়াও পড়িয়া থাকে, তবে আমরা যথার্থই ভয় পাই; এবং মনে করি, দুই দলই বিষ দাঁত হারাইয়া, মারামারি কাটাকাটি ভুলিয়া, ঈশ্বরের প্রসন্নতায় যে কল্যাণের আলোক দেখিতে পাইতেছি, আবার বা তাঁহার ক্রোধের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা ঘোর অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। সুতরাং বাজে কথায় আর মন না দিয়া, ইহাঁদেরই দুই একটা কথায় টোকা দিয়া বুঝা যাক।

ইহাঁরা বলেন, ভাই! দেখ দয়া উদারতা জীবহিতৈষণা এই সমস্তই ত মানব জীবনের অলঙ্কার। তোমরা অত বড় বড় গরুগুলিকে দশ কুড়ি জনে মাটিতে পাড়িয়া ফেলিয়া যখন গলায় ছুরি চালাও, আর ফিনিক দিয়া রক্তের ফোয়ারা ছোটে, অর্দ্ধছিন্ন কণ্ঠ হইতে ঘড় ঘড় শব্দ উঠে, যন্ত্রণায় ধড় ফড় করে, মাগো ওঃ! তখন কি জীয়ন্ত মানুষ আর সেখানে থাকিতে পারে? এমন নির্দ্দয়ের কাজ আর নাই। ভাই! তোমরা, ঈশ্বরের জীবকে কষ্ট দিয়া কেমন করিয়া হাসি খুসি করিয়া বেড়াও? ক্ষণিক রসনা তৃপ্তির অনুরোধে অত বড় প্রাণীটাকে

বধ করিয়া, বিশ্ব-সংসারের লোকের মনে কষ্ট দিতে ক্ষান্ত থাক। বাস্তবিক অহিংসাই ত ধর্ম্ম।

মোসলমান, রসনা তৃপ্তির জন্য জীবহিংসার কথা শুনিয়া প্রথমে বড় সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। কেমন একটা লজ্জা তাঁহার মনের ভিতর গোলযোগ করিতেছিল; তিনি মুখের স্বেদজল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, দাদা! জীবহিংসা যে অধর্ম্ম, সেকি কেবল আমাদের মোসলমানেরই বেলায়, তোমরাও ত নিত্য জীবহিংসা করিতেছ, তাহা নিবারণের চেষ্টা করিতেছ না কেন? 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' না হয় মুখে মানিলাম, কিন্তু কার্য্যে কি? পৃথিবীর কোন্ জাতি, কোন্ ব্যক্তি, কোন্ প্রাণী জীব হত্যা না করিয়া জীবন ধারণ করে? আমরা একটা গরুর মাংসে শত জন পরিতৃপ্ত হই, আর তোমরা প্রতিজনে দিন দিন শত মৎস্যপুত্রের প্রাণ সংহার করিতেছ। নিজেদের পাঁঠা বধ, মাছ বধ যদি নিবারণ করিতে চেষ্টা না কর, তবে অন্যের গরুটির বেলায় দয়া বৃত্তিকে বুঝ মানাইয়া রাখিলেই হয়। তোমার নীতি ত বড় ভাল। গরুর গলায় ছুরি দিলে চেঁচায়, তাই বুঝি তাহাদের দুঃখ আছে, আর মাছ চেঁচাইতে পারেনা, তাই তাহার দুঃখ নাই। গরুটির গলায় ছুরি দিলে পাঁচ মিনিটেই সব শেষ, আর জীবন্ত কই মাছ, শোল মাছকে যখন লেজে মাথায় ধরিয়া বঁটিতে ফেলিয়া টানিয়া চাঁছিয়া আঁইস ফেল, ছাল খোল, মাছগুলি ধড়ফড় করে, তখন কি সে দৃশ্যটা বড় ভাল! আবার লোকে বলে, কই মাছ যে কাটে তাকে চিনে, যে ধোয় তাকে চিনে, যে রান্ধে তাকে চিনে, কেবল যে খায় তাহাকেই চিনিতে পারে না। বাস্তবিকই কই মাছ বঁটির সঙ্গে সম্পর্ক হইতে অর্দ্ধ

সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্ত থাকে। সুতরাং গরুর কষ্ট হইতে কই মাছের কষ্ট শত গুণের অপেক্ষাও অধিক। দাদা! তবে দয়ার দোহাই দিয়া, জীবের কষ্টের কথা বলিয়া, গরু জবে করা নিবারণ করিবার পুর্ব্বে কি কই মাছ বধ নিবারণ হওয়া উচিত নহে? আর হিন্দুদের মধ্যেও ত, হাঁস, কবুতর, পাঁঠা, মহিষ কত বলি হইতেছে, তাহারা কি আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করে না? না তাহাদের প্রাণ নাই। বিশ্ব-সংসারে কি কেবল একমাত্র গরুরই প্রাণ আছে, আর তাহারাই দুঃখ কষ্ট ভোগ করে? তবে আর দয়া ধর্ম্মের কথা বলিয়া গরুটী রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কেন? যদি পার, সমস্ত পৃথিবীর, জীবহত্যা ও মাংস ভক্ষণ নিবারণ করিয়া আইস. আমরা তখন সন্তুষ্টচিত্তে তোমার আজ্ঞা পালন করিব। তুমি কল্পনায় বল, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম;" আর আমি বিশ্বের সবিশেষ আলোচনা করিয়া—আমবি, মোনাড, ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি সূক্ষ্ম জীবের জীবিকা নির্ব্বাহ কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন কীটাণুদিগের স্বভাব ও জীবনোপায় পর্য্যালোচনা করিয়া, সমস্ত পূর্ণ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবের গঠন প্রণালী, বাহ্যিক আকার, দন্ত, জিহ্বা, পাকস্থলি প্রভৃতির বিষয় পাঠ করিয়া— 'জীবহিংসাই বিশ্ব-সংসারের ধর্ম্ম' এই মহাসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তাহা হইলেই দেখ, আমার নিয়ম বিশ্বব্যাপী, আর তোমার একে ত কষ্টকল্পনা তাহাও আবার এক দেশ-ব্যাপী, সুতরাং কোন্‌টি ভাল? দাদা! আমার বিবেচনায় যখন আমরা একটী পরমাণুও সৃষ্টি করিতে পারি না, আর জীবনোপায়ের জন্য অসংখ্য জীব হিংসা না করিলে হয় না, তখন এই অবশ্য কর্ত্তব্য জীবহিংসা ও জীবসৃষ্টি বিষয়ে নিজ অক্ষমতা স্মরণ করিয়া, ঈশ্বরের নিকট প্রত্যেকের লজ্জিত, বিনীত,

নির্ব্বিঘ্ন মনে অবস্থিতি করাই উৎকৃষ্ট উপায় ও যথার্থ অহিংসা। নতুবা আমি 'অহিংসুক' একথা বলিয়া গলাবাজি করিলে স্বকীয় অন্তঃসার শূন্যতা ও ভুয়া অহঙ্কার প্রকাশ করা হয় মাত্র।

তখন দাদা আমার হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, ভাই তুমি যে সেয়ান, তোমার নিকট কি আর কেবল ও সব কথায় পার পাওয়া যায়? ও কথা কিছু নয়, ভাই মোসলমান! দেখ দেশ কাল পাত্র ভেদে ত ব্যবহার করিতে হয়। তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ভারতীয় জাতির দক্ষিণ হাত, হিন্দুগণ বাম হস্ত, আমরা শরীর, তোমরা হৃদয় এইত প্রকৃত সম্বন্ধ; বিশেষ আজ আমাদের সুখ, দুঃখ, আইন, কানুন, বিচার, দেশ, রাজা সকলই এক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তোমাদের এবং দেশের হিতের জন্য একটা কথা বলি, শুন। দেখ, ভাই! তোমরা এখন ভারতবাসী, গরু গুলিই ভারতবাসীর যথাসর্ব্বস্ব, শিশুকালে দুধ দিয়া ইহারাই তোমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে; বড় হইয়াছ, এখন আবার কঠিন পরিশ্রম করিয়া দিন রাত গরুর মতই খাটিয়া তোমার জীবিকার সংস্থান করিয়া দিতেছে; আবার দুধ, ঘি, মাখন, ছানা, ক্ষীর, পনির প্রদান করিয়া তোমার কান্তি বর্দ্ধন করিতেছে; গোবর জ্বালাও, গোমূত্রে রোগ হইতে মুক্ত হও, গরুর মত উপকারী পশু আর দুইটী নাই। তোমরা ভেড়া খাও, ছাগল খাও, আর যা ইচ্ছা হয় খাও, কোন কথা বলিব না; কিন্তু তোমরা অমনতর উপকারী পশুটীকে বধ করিওনা। গরু ত পশু নয়, বরং উপকারী বন্ধু। তোমরাও ত দেশের উন্নতির জন্য আজ কাল খুব চেষ্টা করিতেছ। সেই ভাল আমার বুঝিয়া দেখ, আমাদের গরুগুলি দিন দিন কৃশ

ক্ষীণকায় হইয়া যাইতেছে, এ দিকে আবার দেশের লোকের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িতেছে, দেশের অনেক স্থান গরুর অভাবে আবাদ না হওয়ায় লোকের কষ্টের সীমা নাই। ভাই! ভাল করিয়া বোঝ, বাঁচিয়া থাকিলে যে তোমাকে দুধ, মাখন, শস্য, ধন সম্পত্তি কত উপার্জ্জন করিয়া দিত; তাহাকে কেবল পেটের জন্য মারিয়া কাটিয়া কুটিয়া হাঁড়ি পাতিলে চড়াইও না, ওটীকে বাঁচাও, দেশ উন্নত হউক, আমাদের কষ্ট যাক। এ সব ভাল করিয়া বুঝিয়া আজই নিবারণ কর। ভাই! তোমাদের স্বদেশ তোমাদের পায় পড়িয়া এই ভিক্ষা প্রার্থনা করে।

মোসলমান বলিলেন, দাদা। আমরা তোমাদের ভাই, স্বজাতির ডান হাত, তোমাদের সমান অবস্থাপন্ন সকলই সত্য কিন্তু মনে হয়, যেন তাহা কেবল তোমার প্রয়োজনের বেলায়, আর তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার সময়। নতুবা তোমরা মোসলমানদিগের সামাজিক অধিকারের প্রতিবন্ধক হইয়া যখন তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিয়া থাক, তখন কি এসব কথা তোমাদের একটুকুও মনে স্থান পায়? তবে যদি ইচ্ছা হয়, জোর জবরদস্তি করিয়া, অত্যাচার করিয়া, আমাদিগকে উহা হইতে নিবারণ কর; তখন যত সওয়াও, ততই সইবে। কিন্তু যদি বিবেচনা করিতে বল, ভাল করিয়া বুঝিতে বল তবেত আর পারি না; তাহা হইলে আমার সুবিবেচনায় ভাল বোঝায়, উহা তোমার বিরুদ্ধ পথে, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের দিকেই লইয়া যায়। আমরা বড় খারাপ জাত, সহজেই লজ্জের জন্য প্রাণ দেই, তবু সত্য, গোপন করি না; তোমার মত উদারচরিত্র বন্ধুর বিরুদ্ধে কথা বলিতে হইল বলিয়া বড় দুঃখিত হইলাম।

কি করিব, এই যে তুমি বলিলে দেশ কাল পাত্র ভেদে আচার ব্যবহার ভেদ করিতে হয়, ইহার একাংশ সত্য বটে, কিন্তু যখন এক দেশে, একই স্থানে, একই কালে বসিয়া, দশ জনে দশ রকম ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহারে চলিতেছেন, অথচ তাহার জন্য প্রকৃতি রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কাহাকেও গ্রাস করেন না, তখন ইহাকে ত আর বিশ্বব্যাপী নিয়ম বলিতে পারি না। বিশেষ দেশভেদে প্রকৃতি, লোকের আচার ব্যবহারের যত টুকু ভেদ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা তিনিই পরিবর্ত্তন করিয়া দেন, তাহার জন্য লোককে স্বয়ং চেষ্টা করিতে হয় না; কিম্বা প্রকৃতি ও ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায বিশেষকে তজ্জন্য প্রচারক নিযুক্ত করিয়া পাঠান না। পাথর বা কোন অখাদ্য বস্তু খাইলে লোকের জীবন রক্ষা হয় না। সুতরাং প্রকৃতি মানুষেব চক্ষু, হাত, মুখ প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া খাদ্য অখাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিতেছেন। সুন্দব আঙ্গুর ফলের মত পাথরের টুকরা দেখিয়া না হয়, তোমার চক্ষু প্রতারিত হইল, হাতে করিয়া মুখে দিবার পূর্ব্বে তোমার স্পর্শশক্তি প্রতারিত হইবে না; হাতও যদি কিছু না বুঝিল, তোমার দাঁত তাহা চর্ব্বণ করিতে অস্বীকার করিবে, রসনা তাহার আস্বাদ না পাইয়া পরিত্যাগ করিবে, অন্ননলী তাহা গিলিতে ইতস্ততঃ করিতে থাকিবে, যদি ইহাদিগকে অপমান করিয়া জোর জবরদস্তিতে তুমি উহা একবারে উদর দেবকে উপহার দিয়া ফেল, তবে প্রকৃতি বিবমিষা, বমন, বেদনা দ্বারা তোমাকে উহা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন। প্রকৃতির কার্য্য এইরূপ, তাহার জন্য অন্য উপদেশক আবশ্যক করে না। আমার আচার, ব্যবহার, খাদ্য, পরিচ্ছদে ত এরূপ কখনও

ঘটে না, তবে কি অন্য কি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে বল? আর তিব্বতের ছাগ, আরবের উষ্ট্র, রুশিয়ার বল্গা হরিণ, আমেরিকার বিশেষতঃ চিলি দেশের লামা এ সকলই ভারত-বর্ষের গরুর ন্যায় সেই সেই দেশের পক্ষে পরম উপকারী, তাই বলিয়া কি তিব্বতি, আরব, রুশিয়ান ও চিলিবাসীরা, ছাগ, উট, হরিণ, লামার মাংস ভক্ষণ করিতে বিরত থাকে? দাদা! তুমি গো জাতির যে উপকারিতা ও অশেষ গুণ বর্ণন করিলে, আমার তাহা অস্বীকার করিবার ইচ্ছাও নাই, ক্ষমতাও নাই; তবে যদি গো-জাতি আমাদের গোমাংস ভক্ষণের কথায় শিং নাড়া না দেন, তবে উপকারের পরিমাণটী সমধিক গুরুতর ভিন্ন লঘুতর হইবে না, ইহাতে কি বল?

ভারতবর্ষের গরুগুলি দিন দিন ক্ষীণ, কৃশ, দুর্ব্বল রোগা-রোগা হইয়া যাইতেছে; দাদা। তাহাতে আমাদের দোষ কি? বরং যাহারা গরু না খায়, ইহাতে তাহাদেরই দোষ ষোল আনা। যে দেশের লোক গরু খায়, সে দেশে অলক্ষ্যে এক প্রকার গো-জাতির নির্ব্বাচন প্রথা চলে, কারণ খারাপ অকেজোগুলিই লোকে সচরাচর খাইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের গরু ভাল, সবল, হৃষ্টপুষ্ট, বৃহৎকায়, দীর্ঘজীবী। ইংলণ্ড গোখাদক, "এক দিন বিফষ্টেক মুখে না উঠিলে, এক পেয়ালা বিফটি না পাইলে, ইংরেজ চক্ষে আঁধার দেখে; তাহার গরুর গৌরবের ইয়ত্তা নাই, এক একটা ষাঁড়ের মূল্য লাখ টাকা। আর আমেরিকার গরু অতি অল্প ছিল, সে দেশের লোকে ইহাকে প্রায় হিন্দুদের মত আদরে রাখিত, কোন নির্ব্বাচন বাছ বিচার ছিল না, এখন তাহাদের গরুর পাল ভাল, করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে বৎসর বৎসর বহু লক্ষ টাকার ষাঁড় গাভী না কিনিলে হয় না।

মিল, বেন্থামের বচন দিয়াই বুঝ, আর নিজের বুদ্ধিতেই বুঝ, যে বস্তু যে কাজের, লোকে সে বস্তু সেই কাজেই লাগায়। চাষারা বেন্থামের হিতবাদ দর্শনের নামও কখন শোনে নাই, অথচ ইহার ব্যতিক্রম বড় একটা করে না। এই ত সেদিন চাঁদ মণ্ডলের ছেলের বিয়ে হইয়া গেল; তাহার প্রায় আড়াই কুড়ি গরু, নয়টী এই উৎসবে জবে করিবে বলিয়া কথা ছিল, আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সেই কাণা উকীল বাবু তাহার বাটীতে গিয়া 'ও সব বড় উপকারী, ওরা প্রায় মানুষের বাপ মা' বলিয়া তাহাকে কত কি বুঝাইল; কিন্তু বৃদ্ধ মণ্ডল অত কথা বুঝিল না। কেবল বলিল, মশয়! ওগুলো কোন কাজের নয়, কোনটা দুই বৎসর যাবত রসে ভুগিতেছে, কাহারও পা খোঁড়া, গত বৎসর দারুণ বসন্তে তিনটি কাণা হইয়া গিয়াছে। ওরা ত চাষ বাসের কোন কাজে আইসে না, কেবল না খাওয়াইয়া মারা ভাল নয়, সেই জন্যই কত কষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু ইহাদের শরীর একেত ভাঙ্গা, বেশী তদারক না করিলে আর টিকে না, সুতরাং এই নয়টী বাঁচাইতে গিয়া আমার আর দুই কুড়ি গরুর হাল কি হইয়াছে, চ'কের সামনে দেখুন। ওরা যে দুই পালা খেড় খাইয়া নষ্ট করিল, তাঁহা যদি আমার এই ভাল গরুর জন্ত খরচ করিতাম, তবে এই কার্ত্তিক মাসের চাষে আমার গোলায় এক শত মণ সরিষা উঠিত। সে ত দূরের কথা, এখন ধানের আবাদ হওয়াই শক্ত। ওদের জবে করিয়া সংকারে লাগাই, এখন এই ভাল। দাদা! দেখ পৃথিবীর সকল লোকই এই চাঁদ মণ্ডলের মত; কেহই কখন নিজের পালের বড় ষাঁড়, বড় বলদ, কি ভাল গাভী জবে করে না, খায় না, বরং কেহ হাসি ঠাট্টায়

বলিলেও তাহাদের গায় থুথু দেয়, বালাই লয়। যাহারা সংসারের কোন কাজে লাগে না, চাষবাসে খাটিতে পারে না, তাহাদিগকে যদি আমরা জবে করি, অন্তিম কালে একটা সৎ কাজে লাগাইয়া দেই, তবে দোষ কি? বরং সে ত ভাল কথাই।

দাদা! তুমি বিজ্ঞান ভিন্ন, প্রমাণ ভিন্ন কথা বল না, ও সম্বন্ধে তোমাদের কাছেই দুই একটা কথা শুনিয়া যা শেখা, আমি অধিক আর কি বলিব। এই সেদিন তুমি জগতের প্রাণীরাজ্যের ক্রমোন্নতির সম্বন্ধে Survival of the fittest যোগ্যতমদিগের উত্তর জীবিতা বলিয়া, চার পেয়ালা হাতে লইয়া যে একটা বড় বক্তৃতা করিয়াছিলে, সেই দিন হইতেই বুঝিয়াছি যে, আমাদের দেশের গরুর আর কল্যাণ নাই। পিতা মাতার উৎকর্ষের তারতম্যে সন্তানের যোগ্যতার তারতম্য হয়, যাহাকে সাধারণতঃ বৈজিক নির্ব্বাচন বলে, আর তাহাদের কোন পক্ষের কোন বিশেষ দোষ গুণ থাকিলে, তাহা সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া আবহমান বংশপরম্পরায় ধারাবাহিক রূপে চলিয়া যায়, যাহাকে Heredity না কি কৌলিক প্রবণতা বল, তাহাতে আমাদের দেশের খারাপ, অকেজো দুর্ব্বল গরুগুলি দেখিয়া এ দেশের গোজাতির ভবিষ্যৎ বংশের দুরবস্থার চিন্তায় আমার যথার্থই মাথা ঘুরিয়া যায়। মোসলমানেরা এদেশে আসিয়া যদি তোমাদের ঐ সকল গরুর গলায় ছুরি না বসাইতেন, তবে গরুর অক্ষমতার জন্ত তোমাদিগকে এতদিন চাষ বন্ধ করিতে হইত। বেশ, ধান বলিলে ধানক্ষেত হইতে কাটিয়া আনিয়া সংগ্রহ করিয়া, যাহা গোলায় উঠান হইয়াছে, সে সকলই ত বুঝায়! এক চাষাকে জিজ্ঞাসা কর,

যদি ধানের ভাল মন্দ, ক্ষীণ পুষ্ট বাছ বিচার না করিয়া কতকটা 'বীজ ধান' রাখা যায়, তবে তাহাতে ফসল ভাল কি মন্দ ফলিবে ? চাষা বলিবে মশয় তাহা হইলে কি আর দুই বৎসর পরে কাস্তে ক্ষেতে যাইবে। আমেরিকাতেও এক সময়ে এই রূপ হইয়াছিল। গমের চাষ দিন দিন উৎসন্নে যাইতে বসিয়া ছিল, একটা শিষে ৩৭টা গমের দানার অধিক প্রায় দেখা যাইত না, দেশের লোক ইউরোপের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ হইলে যদি গম আমদানী না হইতে পারে, তাহা হইলে অনাহারে হঠাৎ মারা যাইবার একটা আশঙ্কা করিতেছিল। এমন সময়ে এক জন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গমের সতেজ হৃষ্টপুষ্ট শিষগুলি বাছিয়া লইয়া বীজ করিতে লাগিলেন, প্রথম বৎসরেই তাহাতে সুফল দেখা দিল ; তাহার দশ বৎসর মধ্যেই আমেরিকা বহুলক্ষ মণ গম ইউরোপ আফ্রিকায় রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই না সেদিন 'ডিম্ব' 'পোলো' গুটিপোকার বাছ বিচার ছিল না বলিয়া, আমাদের দেশের রেশমের কারবার মাটি হইয়া যাইতেছিল। সমস্ত ডিম পীড়াগ্রস্ত, সুতরাং শিকি ফোটে না, আবার যাহা ফোটে, তাহাও সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ; সুতরাং কতক মরিয়া যায়, যাহাও বাঁচে, তাহারাও পর্য্যাপ্ত রেশম প্রস্তুত করিতে পারে না। এইভাবে কাজ চলিলে দশ বৎসরে না হউক, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে আর ভারতবর্ষে রেশম উৎপন্ন হইত না, তাহা স্থির নিশ্চিত। এখন বণিকদিগের চেষ্টায়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে গুটিপোকার অবস্থা দেখিয়া তাহাদের বীজ নির্ব্বাচন প্রণালী অবগত হইয়া, এদেশেও যন্ত্রের সাহায্যে নির্দ্দোষ বীজ নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পরীক্ষাস্থলে

একটু সুফলও দেখা যাইতেছে। যদি এই দুই স্থলে ঈদৃশ সুন্দর উপায় অবলম্বন না করিয়া, যত গম, যত গুটির ডিম সকলই বীজ করিয়া লওয়া হইত, তবে অবনতি ও ধ্বংস শীঘ্র শীঘ্রই নিজের কাজ গুছাইয়া লইতে পারিতেন। আমাদের দেশের গরুর অবস্থাও অবিকল এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ভাল গরু বাছিয়া লইয়া গো-বংশের উন্নতির জন্য নিয়োজিত কর, রোগা যোগা যাহা আছে, তাহার একটা সদ্ব্যবহার তোমরাই পার কি মোসলমানদের দিয়াই করাও, যেরূপে হয় কর, দেখিবে বাঙ্গালার এই ক্ষীণকায় গরুর বংশেই কেমন পর্ব্বতের নিরেট শিলাখণ্ডের ন্যায় ষণ্ড জন্মগ্রহণ করে। আজ যাহাদের ক্ষীণকণ্ঠের আওবা রবে তোমাদের করুণার উদ্রেক করিয়াছে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহাদেরই মেঘ গর্জ্জনানুকারী বলিবর্দ্দের ঘোর হাম্বারবে তোমাকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিবে। দাদা! আরবী ঘোড়া পৃথিবীর মধ্যে অতি বিখ্যাত, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও বনায়ুজ বলিয়া ইহাদিগের প্রাধান্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই অশ্বজাতি প্রায় মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন; তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, সৎকার্য্যে প্রাধান্যের ইচ্ছা আছে, আর্ত্ত পথিকের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে, এরূপও শোনা যায়। তুমি কি মনে কর ইহারা তোমাদের গরুর মত ঘাটে মাঠে চরে, অলক্ষ্যে গর্ভ গ্রহণ করে, তাহার পর সহসা এক দিন এক অতুল আরবী অশ্বের শাবক প্রসব করে? তাহা নহে। সেরূপ হইলে আরবী অশ্ব আজ কাল বাজারের গর্দ্দভাকার "কাবুলেই" টাট্টুর দলে মিশিয়া যাইত। তোমাদের ঘটক ঠাকুরদের ন্যায় আরবদের অনেক অশ্ব কুলাচার্য্য আছে, কোন্ অশ্বের কত পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত, তাহা-

দের কে কত বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, তাহাদের বল, সাহস, উচ্চতা এই সকল পরীক্ষা করিয়া শাবকের জন্ত নির্কা-চিত হয়। তাহারই সাক্ষাৎ ফল সংসার-সাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন আরবী অশ্ব। ইউরোপের খৃষ্টীয়ান পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা ত তোমার আগাগোড়া একরূপ জিহ্বাগ্রে। তোমাদের দেশের তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ বৃদ্ধ মনু বলেন :—

মহন্ত্যাপি সমৃদ্ধানি গোজাবিধন ধান্যতঃ
স্ত্রী-সম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দরোমশার্শসম্
ক্ষয্যাময়া ব্যপস্মারি শ্বিত্রি কুষ্ঠি কুলানিচ।

মনুসংহিতা ৩য়। ৬।৭

অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি শূন্য বা যশোরহিত, কেবল কন্যা-উৎপাদক, বেদাধ্যয়ন বিরহিত, বহুদীর্ঘ রোমযুক্ত, অর্শ রোগা-ক্রান্ত, উদররোগ সংকুল, শ্বেতকুষ্ঠ সংযুক্ত, গলিত, কুষ্ঠাক্রান্ত এই দশ কুল, গো ইত্যাদি দ্বারা ও ধনধান্যে মহাসমৃদ্ধ হইলেও তদ্বংশের কন্যা বিবাহ কার্য্যে গ্রহণ করিবে না।' গোজাতি সম্বন্ধেও একথাগুলি খাটে কি না, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। আমরা ত নেড়ের আস্মায় বুঝি ও কথাগুলি. বড় খাঁটি, কিন্তু তোমাদের আর্য্য হৃদয়ে কি বুঝ, বলিতে পারি না। এ ত কাগজ কলমের কথা, আবার তোমাদের পুস্তকেই দৃষ্টান্তও আছে। দেখ সত্যবতী ও পরাশর, এক জন ধীবর-কন্যা নদী কার্য্যে নিরত, সুতরাং সহজেই পূর্ণকায়; আর এক জন তপঃক্লিষ্ট দৃঢ়কায়, স্বাস্থ্যসম্পন্ন সেই জন্যই উঁহারা ব্যাসের ন্যায় পুত্রের উপযুক্ত জনক জননী; যে ব্যাস কার্য্য-ক্ষমতায় মহাভারতের ন্যায় লক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ প্রভৃতি বেদের

জন্মদাতা, আয়ুতে চিরজীবী, গৌরবে ভারতের প্রখর সূর্য্য। অপরপক্ষে সত্যবতী শান্তনুর সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন, সত্যবতী সেই সত্যবতীই, কিন্তু রাজা বৃদ্ধ রোগা। তাঁহাদের তিন পুত্র, ভাবিয়া দেখ, ব্যাসের সহিত তাঁহাদের কাহার তুলনা হয়? ইঁহারা তিন জনেই যৌবনের প্রারম্ভেই পরলোক গমন করেন। সুতরাং বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রকে নিজ ক্ষমতায় পুত্র উৎপাদন করিয়া শান্তনুর বংশ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। যখন তোমরা চিরকাল পিণ্ড না পাইলে পরলোকে বসিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর থাক, মহাপুণ্যবান্ হইলেও একবারে নরকে গিয়া বেগে পতিত হও, তখনই তোমাদিগকে দীর্ঘজীবী পুত্রের জন্য চেষ্টা করিতে হয়, সেই জন্যই তোমাদের বংশ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করিবার জন্য মনু একেবারে, সুস্থ বংশের অরোগী কন্যা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এমন কি, যে কন্যার নাম পর্য্যন্ত বিকট বিশ্রী দোষাবহ তাহাকে বিবাহেরও দারুণ নিষেধ। *

যখন তোমাদের ভাল সন্তানের জন্য এত বুঝিয়া সুঝিয়া চলিতে হয়, যখন অন্যান্য পশু পক্ষীদের ভাল মন্দ বিচার না করিলে ভাল শাবক পাওয়া যায় না, তখন বাছ বিচার না করিয়া যে কোন ভাল মন্দ, রোগা ধোগা গরুর বংশের দ্বারা তোমার আশা কেমন করিয়া পূর্ণ হইতে পারে? গরুর

---

* নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীম্।
নালোমিকাং নাতিলোম্নাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥
নর্ক্ষ বৃক্ষ নদী নাম্নীং নান্ত্য পর্ব্বত নামিকাম্।
ন পক্ষ্যহি প্রেষ্য নাম্নীং নচ ভীষণ নামিকাম্।

মনুসংহিতা। ৩য় ৮।৯।

অভাবে চাষ বন্ধ সে কথা ত কেহ কখন বলে না, তবু যদি কোথায়ও বন্ধ থাকে, তবে দাদা! আমার কথামত কার্য্য কর, রোগাদোগাগুলির একটা সদ্ব্যবস্থা কর, ভাল ষাঁড় ও গাভী—শাবকের জন্য নিয়োজিত কর, দেখিবে কেমন সুফল ফলে। একবার ছেলে বেলায় জাফরগঞ্জে আমি এক খেজুরের বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম, অনেক লোক ভাঁড়ে ভাঁড়ে খেজুরের রস আনিয়া জালায় রাখিতেছে, এক জন 'গাছি' পিপাসার্ত্ত হইয়া জালা হইতে এক ঘটি রস তুলিয়া পান করিল, কর্ত্তা তাহার সহিত মহা ঝগড়া আরম্ভ করিলেন; বেচারা লজ্জা, ক্রোধ, বিরক্তিতে অধীর হইয়া বলিল, আজ্ঞা মশাই করুন, এক ঘটি রস খাইলে কমে না, কমে কেবল আপনার পাকের দোষে, আর বুদ্ধির দোষে; বলা বাহুল্য কর্ত্তাটী ইতিপূর্ব্বে খামখেয়ালিতে চলিয়া, কয়েক জালা রস সোট—অর্থাৎ সিটা গুড়—করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সংসারের প্রত্যেক বস্তুই এই প্রকার সদ্ব্যবহারে ক্ষয় পায় না, ক্ষয় পায় কেবল অবিবেচনায়। দাদা ভাল করিয়া বুঝ, যদি তোমার কথা অপেক্ষা আমার কথা দশ গুণ ভারী না হয়, তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করিও।

তখন দাদা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আবার আর এক নূতন কথার অবতারণা করিয়া বলেন,—ভাই দেখ, ও জিনিসটা বড় গরম, বিশেষ খারাপও। তোমরা অন্য দেশে যাহা করিয়াছ, তাহা সেই দেশের উপযুক্তই ছিল; এখন কিন্তু এদেশে তাহা শোভা পায় না। সুতরাং দেশবাসীর পক্ষে উপযোগী নহে বলিয়া, উহা ছাড়িয়া দিলে হিন্দু মোসলমান উভয় দলেরই মঙ্গল। সাক্ষাতে দেখ, গোমাংস বুদ্ধির বড়

অনিষ্টকর, গোমাংস খাইলে যেন বুদ্ধিটী কুঁকড়ে থাকে, ভাল করিয়া খুলিতে পায় না। স্কুল কলেজে হিন্দুর ছেলেও পড়ে, মোসলমানের ছেলেও পড়ে কিন্তু হিন্দুর ছেলে যেমন ফল পায়, মোসলমানের ছেলে তেমন ফল পায় না। ইহার কেবল একটী কারণ হিন্দুরা গরু খায় না, তাহারা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মোসলমান প্রতিনিয়ত গরু খাইয়া স্থূলবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আবার কুষ্ঠ রোগ ত যেন মোসলমানের একচেটে হইয়া রহিয়াছে: উন্নতি ও চিন্তাশীলতা তোমাদের মধ্যে অণুমাত্রও নাই। তোমরা দেশের একটা প্রধান বল, এইরূপে দিন দিন ধ্বংসের দিকে যাইতেছ, সেই জন্যই বড় দুঃখ হয়, এত কথা বলি। ওটী না ছাড়িলে তোমাদের আর কল্যাণ নাই।

মোসলমান বলিলেন, দাদা! এবার যে কথাগুলি বলিলে, ইহাতে কি বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেছ। আমার বোধ হয়, প্রমাণ শূন্য ভূয়া কথা বলিয়া নিজের মনে নিজেই লজ্জায় মরিয়া যাইতেছ। আচ্ছা যদি মনে মুখে এক করিয়াই বলিয়া থাক, তবে বল দেখি, এক মাংস অপেক্ষা আর এক মাংস অধিক গরম ইহার অর্থ কি? তুমি বলিবে গোমাংসে অধিক ফস্ফরাস আছে, তাড়িত আছে, কি আর কোন একটা কাণ্ড কারখানা আছে, সুতরাং ও মাংসের নামও মুখে আনিও না। তোমাদের নিত্য খাদ্য লোণা জলের চিংড়ি মাছের মাথায় খুব ফস্ফরাস আছে, তাহা অন্ধকারে রাখিলে বেশ দীপ্তি পায়; এক প্রকার বাইন মৎস্য আছে, তাহাতে এত তাড়িত থাকে যে, স্পর্শমাত্র ছাগ, মেষ, কুকুর প্রভৃতি সামান্য জন্তু তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে; কিন্তু তাহাও ত মানুষের খাদ্য, ইহা মরিয়া গেলে আর সে গুণ থাকে না। এ সমস্ত কথায় বিশ্বাস না হয়,

তুমি এক জন ভাল রসায়ন-তত্ত্ববিদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, 'ও একটা ভুয়া কথা; মাংসের গরম ঠাণ্ডা একটা প্রায়ই কিছু নয়, কেবল সামান্য লোকেরা ইহা লইয়া কোলাহল করিয়া বেড়ায়। যদি তুমি গোমাংসের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে উহা যে দুর্ব্বল, ভগ্নশরীর, অকাল-জীর্ণ লোকের পক্ষে মহোপকারক ও স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা না বলিয়া আমার উপায় নাই, তবে তোমার অনুরোধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উহা স্বাস্থ্যসম্পন্ন সবলকায় পূর্ণ ইন্দ্রিয় লোকের পক্ষে আবশ্যক না হইলেও হইতে পারে।' দাদো আর একটা অনুরোধ, তুমি সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের নিকট এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, তোমাদের বিলাতফেরত দুই একটা মিষ্টার ঘোষ, বোস, চাটুর্জি. বানর্জি এস্কোয়ারের বাড়ীতে সদর দরজা হইতে উকি দিয়া দেখিয়া আসিও! তাহা হইলে তাঁহার কথাটা ঠিক কি না বুঝিতে পারিবে।

ভাল—যদি তুমি বল, যখন জনসমাজের মধ্যে মাংসের ঠাণ্ডা গরম বলিয়া একটা সিদ্ধান্তই রহিয়াছে, তখন তাহা লইয়া আবার বিজ্ঞানের পাতা হাতড়াইতে যাইব কেন? সুতরাং এই সম্বন্ধে যদি লোকের সংস্কার অর্থাৎ প্রচলিত দৃঢ় বিশ্বাসই তুমি পর্য্যাপ্ত মনে কর, তবে হাঁস কবুতর প্রভৃতির মাংসই ত তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা গরম বলিয়া ব্যাখ্যা করে। তাহা হইলে মোসল-মানের গোমাংস ভক্ষণ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই তোমাদের অখণ্ড দেশের হাঁস কবুতর ভক্ষণ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

দাদা! আর যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, সব মোসলমানই আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছেন, তবে দেখ মোসলমান ত সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কালেই গোমাংসভোজী।

পারস্য শীতলতর দেশ, পারসিক মোসলমান ভারতবর্ষে আসিলে তাহার পক্ষে যদি গোমাংস ভক্ষণ অনুচিত মনে করে, তবে আরব ও আফ্রিকার অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় দেশ হইতে যাঁহারা শীতলতর ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে গোমাংস অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করাই যুক্তিসঙ্গত; তোমার তর্কেই ত একথা বলিতেছে। তবুও কি বলিবে মোসলমানের গোমাংস ভক্ষণ উচিত নহে?

আবার ঐ যে হিন্দু মোসলমানের উন্নতি লইয়া আর একটা কথা বলিয়াছ, তাহাও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। কোন জাতি যদি আপনার জাতীয়তা হারাইয়া অন্য জাতিতে যাইয়া সম্পূর্ণ ডুবিয়া পড়ে, তবে তাহাদের উন্নতির গতি খুব দ্রুত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু উহা প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি কি না, তাহা একটা কথায় মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে। রোমানেরা ইংলণ্ড অধিকার করিলেন, অধিবাসীদিগের কতকগুলি অধীনতা স্বীকার করিয়া রোমকদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিল, তাহারা রোমান ধরণের কাপড় পরিত, রোমকদের ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিত, রোমকদের ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম মনে করিয়া লইল; সুতরাং তাহারা যখন অপরের উন্নতি শিখরের চূড়ায় যাইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহাদের উন্নতি খুব অধিক বলিয়াই দেখা গেল। তাহারা দুই দিনের মধ্যেই হঠাৎ তৎকালের এক খুব সভ্য জাতি হইয়া উঠিল। আর এক দল পরের অধীনতা স্বীকার করিল না, নিজের আচার, ব্যবহার, ভাষা, পরিচ্ছদ স্বাতন্ত্র্য লইয়া পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি দুরবর্ত্তী দুরাক্রম্য স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। উন্নতির একটা বিশ্বব্যাপী ভাব আছে, সেই ভাবের বশীভূত হইয়া এই পাহাড়

পর্ব্বতের স্কট পিক্টেরাও রোমানদের দৃষ্টান্তে অথচ আপনাদের জাতীয়তা বজায় রাখিয়া কিছু কিছু উন্নতি করিতে লাগিল। সে উন্নতি কিছুই নয়; ফল কথায় ইহারা অসভ্যই রহিল। তারপর এক দিন দুপুর রাতে, রোমানেরা কেমন চমকিয়া উঠিয়া, হায় হায় করিতে করিতে, বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে নিজ দেশ রক্ষা করিতে চলিয়া গেল। ইংরেজ তখন নিজে বন্ধ্যা, রোমকদিগের উন্নতি ও সভ্যতাকে পোষ্য লইয়াছিল, তাঁহারা যতদিন আবশ্যক, ততদিন খেয়ে নিয়ে আমোদ আহ্লাদে বাবুগিরিতে ছিল, এখন সময় পাইয়া পিতৃকুলের অনুসরণ করিল। ইংলণ্ডের দুঃখের সীমা রহিল না। ইংরেজেরা রোমকদিগের নিকট হইতে যে পোষাক কিনিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গেল, আর নূতন হইল না, কারণ সে কাপড় ও সে দরজি এখন আর রোমের বাহিরে যায় না। ইংলণ্ডে হাতের লেখা দুই এক খানা লাটিন ভাষার ডিক্‌সনারি ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া গেল, তখন এক একটা শব্দ লইয়া গোল বাধিল, নানা পণ্ডিতে নানা অর্থ করিলেন, অনেকে অনেক রকম বলিলেন, কিন্তু তাহার মানে ঘোড়া কি ভেড়া, শিলাইর সূতা কি পরিবেশনের হাতা, কিছুই স্থির হইল না। দেশের লোকের ভাব গতিক দেখিয়া লাটিন ভাষাটাও এক দিন সকাল বেলায় ইংলণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। এইরূপ মতের ভিন্নতা ও অনৈক্যের কোলাহলে ইংলণ্ড উৎসন্ন যাইতে বসিল। সময় বুঝিয়া স্কট পিক্‌ট হাইলেণ্ডারেরা দলে দলে আসিয়া অসি অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা দেশ ছারখার করিতে লাগিল। ইংরেজেরা ভুয়া সভ্যতা ও অন্তঃসারশূন্য উন্নতিতে বেশ উন্নত হইয়াছিল বটে, সে উন্নতি কিন্তু বড় মানুষের আদরের হৃষ্ট পুষ্ট

পোষ্য পুত্রের ন্যায় কাজে কিছুই নয়। সুতরাং আত্মরক্ষার অক্ষমতায় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। দশ বৎসরও সে ঘটনার উপর দিয়া অতীত হয় নাই, ইংলণ্ডের লোকেরা তখনও বসিয়া রোমান গবর্ণর ও রোমান প্রধানবর্গের প্রণয় উক্ত সেকিংহেও প্রভৃতির গল্প করে, কিন্তু ইংলণ্ড আজ মহা-শ্মশান, সভ্যতা ও উন্নতির পদচিহ্ন পর্য্যন্তও তথায় আর দেখা যায় না। শত্রুর তরবারে লোকসংখ্যা দিন দিন ক্ষয় হইতেছে, বিপক্ষের অগ্নিপ্রয়োগে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গ্রাম নগর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, আর উপায় নাই। ইংলণ্ড আপনাকে ভীষণ দস্যুদলপতি হেঞ্জিষ্ট ও হর্সার পদে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, আত্ম-রক্ষা বর প্রার্থনা করিলেন। পরের সভ্যতায় সভ্য হইলে, পরের উন্নতিতে উন্নত হইলে এই দশাই হয়। দাদা! তোমাদের সভ্যতা, তোমাদের উন্নতিও এই প্রকার। প্রত্যক্ষ স্থূল-প্রমাণে দেখ, একটা লাউ গাছ কঞ্চির সঙ্গে বান্ধিয়া দিলে তাহার কেমন বৃদ্ধি দেখা যায়, সে যেন এক দিনেই এক হাত বাড়ে; আর সেইখানে যে ছোট আমের চারাটী আছে, সে যেন মাসের মধ্যে দুই আঙ্গুলও বাড়িতেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু আশ্রয়শূন্য কর, লাউ গাছ লাউ গাছই, নিজ বলে আপন শক্তিতে কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না। ক্ষণকাল মধ্যে দুর্ব্বল ছাগচন্দ্র লম্বা দাড়ী দোলাইয়া আসিয়া সব খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে; না হয় ভূমিতে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পচিয়া গলিয়া মাটি হইয়া যাইবে। আর আম গাছটী প্রবল ঝড়ের মধ্যেও আত্মরক্ষা করিয়া আপনার গৌরবের পরিচয় দিবে। সেইরূপ যাহা কোন জাতিকে সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তাহাই যথার্থ উন্নতি ও প্রকৃত সভ্যতা; অন্যথা তোমরা

সেক্সপিয়রের রসগ্রাহীই হও বা মিল্টনের শোভানুধ্যানকারীই হও, নিজের কোন্ বিষয় লইয়া গৌরব করিতে পার, বল? তোমরা ইউরোপ হইতে একটা উনবিংশ শতাব্দী চুরী করিয়া আনিয়াছ; কৃত্রিম বিদ্বান্, কৃত্রিম রাজনীতিজ্ঞ, কৃত্রিম ধর্ম্মাচার্য্য পয়গম্বর প্রস্তুত করিয়াছ, কোন একটা কথা হইলেই তাঁহারা মিল, বেন্থাম, কমটি, কার্লাইল বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠেন, তাহা ত শুনিতে পাই, কিন্তু তোমাদের নিজের আত্মার ধ্বনি কোথায়? ভাবিয়া দেখ, ইউরোপ বিশেষতঃ ইংরেজের মুলুক হইতে যে কয়েকখান দর্শন বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম বিজ্ঞান আমদানী হইয়াছে, দেশে একটা মহা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যদি তাহা একেবারে ছাই হইয়া যায়, আর উহা এদেশে আমদানী না হয়, তবে পর বৎসর তোমাদের মধ্যে কয় জন প্রকৃত বিদ্বান্ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? যে পুরাতন উনবিংশ শতাব্দীটা তোমাদের বাড়ীর ঝীখানারও যেন নিজের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে, তখন দেখিও উহা তোমাদের সমুদয় বড় বড় লোকের নিকটও আবার প্রথম শতাব্দীর প্রথম বৎসর রূপে দেখা দেয় কি না। সভ্যতা ও উন্নতি বলিতে যদি কেবল কোট পেণ্টলুন পড়া, চুরুট খাওয়া, ইংরেজী বলা আর নিজের জাতীয়তা ভুলা প্রভৃতিই হয়, তবে দাদা! তোমার নিকট হার মানিলাম; আমাদের উন্নতি একেবারেই হয় নাই। আর যদি যথার্থ সভ্যতা ও উন্নতি কেবল মনুষ্যত্ব স্বজাতি প্রিয়তাকেই বুঝায়, তবে ন্যায়ের তুলাদণ্ড যাপিয়া বল, হিন্দু মোসলমান কাহার উন্নতি অধিক?

দাদা! আজ কাল আমাদের দেশে লোকের উন্নতিই সার সর্ব্বস্ব, সুতরাং উন্নতির কথাটাই আরও একটুকু ভাল করিয়া

বুঝিবে কি? হিন্দুর ছেলেও স্কুল কলেজে পড়ে, মোসলমানের ছেলেও পড়ে। হিন্দু মনে করে, ইংরেজী অবশ্য পড়িতে হয়, না পড়িলে যেন—মানুষের কাম্য বস্তু যদি স্বর্গ হয়, তবে স্বর্গের পথ বন্ধ হয়। হিন্দুর ছেলে মনে করে না যে সে কে, আবার কাহারও কোন্ দেশের ভাষা পড়িতেছে, সুতরাং অনুরাগের সহিত পড়ে। আর মোসলমানের ছেলেও পড়ে, কিন্তু সদা মনে করে, সে মোসলমান, আর এ পরের কথা, পরের দেশের ভাষা, তাহাকে দায়ে পড়িয়া শিখিতে হইতেছে। সুতরাং সে হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণার সহিত পড়ে, প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হয়, যদি মৃত্যু সময়ে ইহার এক অক্ষরও মনে উঠে, তবে কিন্তু সে কাফের হইয়া যাইবে, স্বর্গের দ্বার তাহার পক্ষে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহা সত্ত্বেও, উভয়ের এইরূপ বিভিন্ন ভাব হইলেও, সেদিন এক জন মোসলমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম, আর এক জন বি, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হইয়া গেলেন। তাঁহারা যে শ্রেণীতে পরীক্ষা দিলেন, তাহার হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা মোসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা শত গুণেরও অধিক। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এ গৌরব কি পর্য্যাপ্ত,—পর্য্যাপ্ত কেন প্রচুর বলিয়াও বিবেচনা হয় না? আবার কলেজের এম, এ ক্লাস পর্য্যন্ত যাইয়া একটা সামাজিক কি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা কর, সেখানে মিল, বেন্থাম, কম্‌ট্, কার্লাইল, কুজিন, ক্যাণ্ট প্রভৃতির সহস্র মত শুনিতে পাইবে বটে, তাহা তোমরা গৌরবের বিষয় মনে করিতে পার, কিন্তু যাহা লইয়া তোমার পৃথিবীতে সভ্যতাও মৌলিকতার গৌরব—সে বেদ, বেদান্ত, মনু, পরাশর, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির নামও তাঁহারা জানেন না, না হয় অবজ্ঞা

করিয়া উল্লেখ করিবেন না। তুমি একবার তাহাদিগকে মনে করিয়া দিয়া দেখিও, সেই সম্মানিত নামের পূর্ব্বে নথিং, ওল্ড-ফুল, ননসেন্স, পিডেন্ট প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বিশেষণ সংযোজিত হয় কি না। ইহার সত্য মিথ্যার জন্য তোমাকেই সাক্ষী মানিতেছি, তুমিই বল। আর একটা মোসলমান ছাত্র কলে-জেরই হউক বা স্কুলেরই হউক, তাহাকে তাহার ধর্ম্মের একটা কঠিন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা কর, দেখিবে কেমন সুন্দর শাস্ত্রসঙ্গত উত্তর পাও। তুমি কুজিন, কমটি, ক্যাণ্টের দোহাই দিয়া, ইমাম আবু হানিফার মত উড়াইয়া দিতে চাও, দেখ তাহার কোন্ উপযুক্ত প্রতিফল লাভ কর। তোমরা যে একটা জাতি, তাহা তোমাদের মনে নাই, কৃত্রিম আচার ব্যবহারে পরের অনুকরণে, ভিন্ন জাতির সহিত মিশিয়া গেলে যে জাতীয়তা রক্ষা হয় না, তাহা তোমরা বুঝ না। ফলতঃ এই যে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার একটা গোটা উন্নতি করিয়া বসিয়া, সগর্ব্বে বুক ঠুকিয়া আপনা আপনি বাহবা লইতেছ, ইহার কতটুকু স্থায়ী? ইংরেজী বুকনি, ইংরেজী ভাব, কোন কঠিন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে সকল ইংরেজী শব্দ ব্যব-হার করিতেছ, ইহারা যদি তোমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তবে কেবল যে কয়েকটি বাঙ্গালা ক্রিয়া পদ খালি দেশে পড়িয়া কান্দিবে, তাহারা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের আমল হইতে, সেই ভাবে কর্ত্তা কর্ম্ম না পাইয়া খালি বুকে কান্নাকাটি করি-য়াই আসিতেছে; তবে তোমরা বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ উন্নতি টুকু লইয়া গর্ব্ব কর। এই যে ছড়ি, ঘড়ি, বোতাম, জুতা, নিব, পেন্সিল, কল কারখানা লইয়া একটা উন্নত জাতি হইয়া উঠিয়াছ, এ সব কাহাদের? যদি বিদেশীয়েরা তোমাদের দেশে

কোন বস্ত্র না পাঠায়, তবে তোমাদের কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। এখন চুরুট খাওয়া তোমাদের কাম ধর্ম্ম মোক্ষ ইত্যাদি কোন একটার কিছু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে; অতি সহজে হাতের ঠুঙ্গির ভিতর দেশলাই জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইয়া মুখে দিয়া, হৃদয়ে নিদারুণ যবন-বিদ্বেষ লইয়া ভারত উদ্ধারের চিন্তা করিতে করিতে পথে চল; কিন্তু যদি বিদেশীয়েরা তোমাদের নিকট দেশলাই না পাঠায়, তবে তোমাদিগকে ময়রা, কাবাব ওয়ালা প্রভৃতির খোষামোদ করিয়া, তাহাদের চুলার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া উহা জ্বালাইয়া লইতে হয়। আমরাও ইংরেজী পড়ি, কিন্তু আলবোলা ছাড়ি নাই, তোমরা নারিকেলের হুকা ছাড়িয়া চুরুট ধরিয়াছ, ইউরোপের অনুগ্রহ না হইলে কিন্তু তাহা সহজে কাজে লাগে না, ইহাও কি তোমাদের উন্নতি? অসভ্য গারো কুকি সাঁওতাল ধাঙ্গড়ও লতা পাতা দিয়া নিজ শক্তিতে নিজেদের লজ্জা রক্ষা করে, ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ তোমাদের বস্ত্র (লজ্জা স্থানের আবরণ) না পাঠাইলে এক দিনেই তোমাদিগকে বন জঙ্গলে লুকাইতে হয়, এ সকলও কি তোমার উন্নতির পরিচয়? এই যে অন্তঃপুর বাসিনীরা সাবান, পমেটম, পাউডার, করসেটে বিলাসিনী সাজিয়া উঠিয়াছেন, যদি বিদেশীয়ের উপর নির্ভর না কর, তবে এক সপ্তাহেই ইহাদিগকে ভিখারিনী সাজিতে হয় কি না। দাদা! তোমরা ধন্য বেহায়া! আমি দেখিতেছি, যদি তোমরা বিদেশীয়ের পদসেবা পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদিগকে লবণের পরিবর্ত্তে ক্ষারের টৌয়াজল, নিব ছাড়িয়া খাগড়ার কলম, ঘড়ির বদলে চুনের ডিবা গ্রহণ করিতে হয়। স্থূল কথা একবারেই স্বর্গ ছাড়িয়া পাতালে যাইয়া পড়। তখন

বোধ হয়, তোমরা দুঃখ কষ্টের জীবনে একবারে কোল, ভীল, ধাঙ্গড়দের সহিত এক শ্রেণীতে পরিগণিত হও। তবে এইমাত্র যে উন্নতির জাঁক করিলে, দাদা! সে কোন্ উন্নতি? বিশ্ববাসী সকলেই, বিশেষ তোমাদের রাজপুরুষেরা পর্য্যন্ত জানেন যে, মুসলমান একটা জাতি, একটা প্রকৃত সমাজ, আর তোমরা মেকি জাতি, কৃত্রিম সম্প্রদায়, তোমরা ভূয়া, তোমাদের সকলই ভাণ মাত্র। এই সমস্ত ভাল করিয়া বুঝিয়া, বিবেচনা করিয়া বল, তোমাদিগেরই উন্নতি অধিক হইতেছে, কি মোসলমানেরই অধিক! তুমি যদি ক্রোধে নিতান্ত আত্মহারা হইয়া না গিয়া থাক, তবে মোসলমানের উন্নতি যে তোমাদের অপেক্ষা স্থায়ী ও বিশুদ্ধতর, তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং এক দেশে এক কালে এক কলেজের মধ্যেই এক দল গোমাংস খাইয়া জাতীয়তা, আত্মনির্ভরতা ও মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে, আর একদল গোমাংস না খাইয়া নিজের জাতীয়তা, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিতেছে; সমস্ত আত্ম-পরিচয় ভুলিয়া যাইতেছে, তখন বল,—বুকে হাত দিয়া বলিও—গোমাংস খাওয়াই ভাল কি না খাওয়াই ভাল?

দেখ, আবার মোসলমান হইলেই তাহাকে আরব পারস্ত হইতে আসিতে হয়, এমন কিছু বুঝায় না। তোমাদেরও অনেক লোক এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, রাজপুতদিগের বড় বড় দল, গুজরাটের বণিক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের যাঁহারা মোসলমান হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, তোমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকই অধিক সংখ্যায় এস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলেই যাহারা নিজ হাতে বিকট বিশ্রী সাপ বেঙ একটা কিছু গড়িয়া, 'এই আমাদের ঈশ্বর' বলিয়া

পূজা করিয়াছে, যাহারা সৃষ্টির গাছ পাথর লতা পাতা পোকা মাকড়টাকে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই এস্‌লামের পবিত্র উপদেশ ও আলোকে তাহা বুঝিতে পারিয়া, পদাঘাতে তৎসমস্ত দুর করিয়া দিয়া, প্রাতঃসন্ধ্যা পাঁচ বার একমাত্র নির্ব্বিকার, নিরাকার, মহান্ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া মানব জীবন সার্থক করিতেছে; চারি দিকে ঈশ্বরের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শবিহীন পবিত্র নামের জয়ধ্বনি বিস্তার করিতেছে; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই এক পরিবর্ত্তন দেখি। আর তাহারা গোমাংস খায়, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন। এখন একটা হাড়ি, পোঁদ, চাড়াল, দুলে বাগদিও দেখ, একটা মোসলমান চাষাও দেখ; দয়া ধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা, উদারতা, লজ্জাশীলতা, বিনয় নম্রতা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া বিবেচনার তুলাযন্ত্রে ওজন করিয়া মত প্রকাশ করিতে হইলে, হিন্দুটাকে পশু, আর মোসলমান চাষাকে মানুষ না বলিয়া তোমার উপায় নাই। একথা সর্ব্ববাদি সম্মত। ইহার জন্য আর অন্য প্রমাণ প্রদর্শনের আবশ্যক নাই। তবে এক দেশের এক বংশের, জাতভাই হিন্দু নিম্ন শ্রেণী অপেক্ষা মোসলমান চাষাকে কিসে উন্নত করিল? যদি ইহা গোমাংসেরই গুণ বলিয়া স্বীকার কর, তবে এইখানেই আমার মুখ বন্ধ করিলে। আর যদি তাদৃশ উন্নতির মূলে মোসলমানের ধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকার কর, তবে দেখ, সেই পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রই বলেন:—

"তিনি ভারবাহক ও ভূমিশায়ী চতুষ্পদদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা উপজীবিকা রূপে দিয়াছেন,

তাহা ভক্ষণ কর, শয়তানের পদের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। তিনি পরস্পরের যুগ্ম আট যুগল পশু স্বজন করিয়াছেন, দুই জোড়া মেষ, দুই জোড়া ছাগ, মোহাম্মদ! বল, তিনি কি এই পুং পশুকে বা এই দুই স্ত্রী পশুকে কিম্বা এই দুই স্ত্রী পশুর জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে, তাহাকে অবৈধ করিয়াছেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও, জ্ঞানানুসারে আমাকে সংবাদ দান কর। দুই উষ্ট্র, দুই গো সৃষ্টি করিয়াছেন, বল তিনি কি এই পুং পশুদ্বয়কে বা স্ত্রী পশুদ্বয়কে অথবা এই স্ত্রী পশুদ্বয়ের জরায়ু যাহার উপর সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাকে অবৈধ (হারাম) করিয়াছেন। যখন ঈশ্বর এবিষয় তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মনুষ্যদিগকে বিপথগামী করিতে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে? নিঃসন্দেহ ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের (অগ্রণী) পথ প্রদর্শক নহেন।" *

---

* ওয়া মেনাল্ আন্‌হামে হামুলাতান্ ওয়া ফরশান্, কুলুক্লেম্মা রাজাকা-কোমল্লাহো ওয়ালা তাওাবেয়ো খোতোয়াতে শায়তানে, ইন্নাহু লাকোম্ হাতুব্বোম্ মুবিন্। সামানিয়াতা আয্‌ওয়াজিন্ মেনাষ্যাহনে স্নায়নে ওয়ামেনাল মাহবেস্নায়নে, কোল্ হায্যাকারায়নে হার্‌রামা আমেল উনসায়নে আম্মাশ্তামালাত্ আলায়হে আরহামোল উন্সায়ায়্নে, নাবেয়ুনি বেএলমিন ইন কোন্‌তোম্ সাদেক্বিন্। ওয়ামেনাল্ ইবিলিস্নায়নে ও মেনাল্ বক্কারেস্নায়নে, কোল্ আয্যাকারায়্নে হার্‌রামা আমেল ওনসায়নে আম্মাশ্তামালাত্ হালায়হে আরহামোন্ উন্সায়ায়নে, আম্ কোম্‌তোম শোহাদাহাহ এজ্ ওয়া স্বাকোমোল্লাহো বেহাজা, ফামান্ আজলামো মিম্মানে-

তাহার পরও যদি সন্দেহ থাকে তবে পুনশ্চ দেখ, "আর ভারবাহী ও ভূমিশায়ী চতুষ্পদ সকল ঈশ্বর তোমাদের জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের শরীরে তোমাদের শীত নিবারণের উপযোগী উষ্ণ রোম আছে, আর তোমাদের জন্ত তাহাদিগেতে দুগ্ধ প্রাপ্তি, আরোহণ করা, ভাড়া দেওয়া, বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা, কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করা প্রভৃতি—উপকার সকল আছে এবং দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, পনির, মাংস, বসা প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাক, তাহাতে তোমাদিগের জন্ত ইহা অন্যবিধ লাভ।" *

তফশির হোসেনির মতানুযায়ী,
অনুবাদ কোরাণ।

দাদা! তাহা হইলেই দেখ, আমি এক তীরে দুই শিকার করিয়া বসিলাম। যে শাস্ত্র পশুকে মানুষ করে, এইমাত্র তুমি যাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছ, সেই শাস্ত্রেরই এই অলঙ্ঘ্য বিধি। সংসারের ও শয়তানের মায়া মোহের অন্ধকারের মধ্যে পুণ্যের আলোক স্তম্ভের ন্যায় এই সকল মহাবাক্য সর্ব্বতঃ দীপ্তি বিস্তারিত করিতেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা হইতেই পৃথিবী কল্যাণ ও কুশলের মুখ দেখিতে পাইতেছে। সে বিধি যেন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ভাবে মানব সমাজের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া

ফত্তারা হালাল্লাহে কাযেবান্ লে ইযুদেল্লান্নাসা বেগায়্‌রে এল্‌মিন্, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহ্‌দেল্ ক‌ওমা জালেমিন্।"

মহাকোরাণ। ষষ্ঠ অধ্যায়। সুরা আন্‌য়াম্।

* "ওয়াল আন্‌য়ামা খালাকাহা লাকোম্ ফিহা দেফ্‌য়োন্ ওয়ামানফেয়ো, ওয়া মেন্‌হা তাহকুলুন।

মহাকোরান। ষোড়শ অধ্যায়, সুরা নহল।

আদেশ করিতেছেন।* তিনি পূর্ণ জ্ঞান ও মঙ্গলময়, তাঁহার নিকট কোন কিছু প্রচ্ছন্ন নাই; তিনি যদি আদেশ করেন যে, লোহার মোটা শিকল ও সূতার গুটির সদ্ব্যবহার কর, তবে কেহ শিকল সূচির ছিদ্রে দিয়া কাপড় শিলাই করিতে যাইবে না, কেহ গুলির সূতা লইয়া জাহাজের লঙ্গর কি হাতি বান্ধিবার চেষ্টা করিবে না। তিনি মেষ, ছাগ, উষ্ট্র, গো এবং অন্যান্য হালাল জন্তু ভক্ষণের আদেশ করিয়াছেন, তিনি বিশেষরূপে জানেন যে, এক দিন সকাল বেলায় উঠিয়াই বিশ্ব সংসারের লোকেরা পরামর্শ করিয়া সমস্ত ছাগ মেষ উট গরুর গলায় ছুরি বসাইবে না; তিনি মানবের হৃদয়ে দয়া-বৃত্তি ও কোন্ পশুর কি উপকারিতা তাহা বুঝিবার শক্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং নিরীহ হালাল জন্তুর বংশে পর্য্যাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের বিলোপের আশঙ্কা নাই। সাপ, বাঘ হিংস্র জন্তু সদা বিশ্ব সংসারের অনিষ্টে নিরত, আবার তাহাদের বংশবৃদ্ধি ও সন্তান জনন শক্তি হালাল

---

* তখন সমস্ত লোক মেঘ গর্জ্জন বিদ্যুৎ ও তূরীর শব্দ ও ধূমযুক্ত পর্ব্বত দেখিল। তাহার দর্শনে লোকেরা পালাইয়া দূরে দাঁড়াইল। ১৮। এবং মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা কহ আমরা তাহা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না কহুন, পাছে আমরা মরি। ১৯। অপর সদা প্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রাইলের সন্তানগণকে এই কথা কহ, আমি আকাশমণ্ডলে থাকিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিলাম, ইহা আপনারা দেখিলা ২২। আমি যে যে স্থানে আপন নাম প্রকাশ করাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকট আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব ২৪।"

যাত্রা পুস্তক। বিংশতি অধ্যায়।

গ্রাম্যপশু অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহারা ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায় নিজের নিজের শাবক নিজেই ভক্ষণ করিয়া, সংসারকে উদ্বেগ হইতে মুক্ত রাখিতেছে। তাহাদের যে সত্বরেই পৃথিবী হইতে তিরোধান হইবে, তাহার আর সংশয় নাই। এই সমস্তই ঈশ্বরের যথার্থ নিয়ম; এই সমস্ত বুঝিয়া কথা বলিলেই কোন গণ্ডগোল থাকে না।

আর এক কথা দাদা! তুমি যে ভাবে কথা বলিয়া আসিতেছ, তাহাতে বোধ হয় যেন তুমি গো-জাতির উপকারিতা দেখিয়াই তাহার রক্ষার প্রাণপণ করিতেছ, আর মোসলমান তাহার গুণগ্রাম না বুঝিয়া প্রতিদিন কাটিয়া কুটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া উদরে পূরিতেছেন। এসব কিন্তু তোমার গুরুতর ভ্রম। মহাকোরাণে গবাদি পশুর উপকারিতার কথাও দেখিলে, আর গোমাংস ভক্ষণে তাহা হইতে আমরা আর একটী উপকার পাই, তাহাও বোধ হয় তোমার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া আর একটু বুঝিবার কষ্ট স্বীকার কর, তবে দেখ, গোমাংস ভক্ষণে সমস্ত জগতেরই কল্যাণ আছে। একটী গরু জবে করিয়া সৎকাজে লাগাইলে দুইশত জন লোক পরিতৃপ্ত হইতে পারে; আর তাহা না করিয়া যদি অন্য জীব জন্তু দ্বারা সেই কাজ চালাইতে যাও, তবে সেই দুইশত লোকের জন্য ১০টা পাঁঠা বা অসংখ্য মৎস্যের প্রাণবধ না করিলে হয় না। আর চাল ডাইলের কথাটাই বা ছাড়ি কেন? ঈশ্বরের সৃষ্টি এক অনাদি অনন্ত শৃঙ্খল, অচেতন মৃত্তিকা প্রস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া, বৃক্ষ লতার ভিতর দিয়া হস্তী অশ্ব মনুষ্য পর্য্যন্ত বিস্তারিত রহিয়াছে, এক এক-জাতীয় পদার্থ তাঁহার এক একটা কড়া মাত্র। একটু

গূঢ় চিন্তা কর, দেখিবে কাহাতে জীবনের ভাব ও কার্য্য স্পষ্টতর, কাহাতেও ধীর বা প্রচ্ছন্ন। স্থির নিশ্চিত কোন পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া "ইহার জীবন নাই" তুমি এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পার না। তাহা হইলেই দেখ, তুমি গরু বধ না করিয়া একটা প্রাণ বাঁচাইলে, আর ছাগ, মেষ, কাঁকড়া, কাছিম, শাক, সব্‌জি, ডাল চাল প্রভৃতির ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহার শতগুণ সহস্রগুণ, প্রাণ হত্যা করিয়া বসিলে। আবার মনে কর, তোমার মত সকল জাতিই কিছু বসিয়া পরের পদসেবা করিয়া জীবন ধারণ করে না; তোমরা যেমন শ্বেত প্রভুদের দাঁতখিচুনি, মুখভেঙ্‌চি, সবুট পদাঘাত সহ্য করিয়া শান্ত মনে টাকা উপার্জ্জন কর, আবার কাছিমের খোলার কাঁকই, শূকরের লোমের ব্রুশ, খেলনা, মুখে মাখার ফাকি, লাঞ্ছনার লাল জল প্রভৃতি বিলাস বস্তু খরিদ করিয়া সে টাকা বিলাতে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হও, এত সুখে কোন জাতি নাই। তাহাদিগকে আবশ্যক বস্তুর জন্য সমুদ্রের পর্ব্বতাকার ঢেউ অতিক্রম পূর্ব্বক বাণিজ্য করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয়, দুর্গম পথ, মরুভূমি, ভীষণ অরণ্য পার হইয়া কত কষ্টে জীবিকার সংস্থান করিতে হয়, তাহা তুমি চিন্তায়ও আয়ত্ত করিতে পারিবে না। আবার তাহাদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের মত 'ভালমানুষি', সাম্য, স্বাধীনতার যথার্থ মর্ম্ম বোঝে নাই, সুতরাং অন্যেরা তাহাদের দেশে তাহাদের মধ্যে আসিয়া যথেচ্ছাচার করিতে ইচ্ছা করিলেই, একটা মারামারি কাটাকাটি বাধিয়া যায়। ঘর আর আফিস সংসারের মধ্যে বড় জোর এই এক মাইল পথ তোমার কার্য্যক্ষেত্র, ইহার বাহিরে তোমাকে কখনও যাইতে হয় না। সুতরাং গৃহিণী ঠাকুরুণের শ্রীচরণ কমলের অলক্তক রাগের

অনুধ্যান, একটু মৃদু হাস্য, বড় আপত্তিকর ; তবে শ্রীকরকমল লাঞ্ছিত একটী পানের খিলি হইলেই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। পথ বুঝিয়া খরচা ; অর্জ্জুন যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন কিন্তু ও সামান্য সম্বলে কুলায় নাই। (১) যাঁহারা জীবিকার জন্য দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বড় গুরুতর বন্দোবস্ত করিতে হয়। মনে কর, তোমাকে একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বাণিজ্য বা যুদ্ধের জন্য দূরদেশে চারি পাঁচ শত মাইল তফাৎ যাইতে হইবে ; তখন চাল, ডাল, নুন, মরিচ, তেল, বেগুণ, পটল, শাক, সবজী, হাতা, ঘটি, বাটী, দা, বঁটি প্রভৃতি সংসারের অর্দ্ধেক বস্তু গাড়ী বোঝাই করিয়া পোটলা বাঁধিয়া লইয়া যাইতে হয়। আর বাণিজ্য কার্য্যে বা যুদ্ধ কার্য্যে দশ হাজার মোসলমান পাঠাইতে হইলে, তাহাদের সঙ্গে কয়েকটী উট, কতকগুলি গরু দিয়া দিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পার, তাঁহারা সেই পশুদের পৃষ্ঠে অস্ত্র শস্ত্র ও অন্য আবশ্যক বস্তু বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে থাকেন, সময় মত দশ কুড়িটী জবে করিয়া লইলেই কাজ চলিয়া যায়, এ সকল কি আর উপকার নহে ? এইত মানুষের জন্য প্রকৃত উপকার। তোমরা পশুদিগের যে উপকারিতা ও উপযোগিতার কথা বল সে সব

তান্ ভূরিধাম্নশ্চতুরোঽপি দূরং বিহায় যামানিব বাসরস্য।
একৌঘভূতং তদশর্ম্মকৃষ্ণাং বিভাবরীং ধ্বান্তমিব প্রপেদে ॥ ৩৫
তুষার লেখাকুলিতোৎপলাভে পর্য্য-শ্রুণী মঙ্গল ভঙ্গভীরু
অগূঢ়ভাবাঽপি বিলোকনে সা ন লোচনে মীলয়িতং বিষেহে ৩৬
অকৃত্রিম প্রেমরসাভিরামং রামার্পিতং দৃষ্টি বিলোভি দৃষ্টম্।
মনঃ প্রাসাদাঞ্জলিনা নিকামং জগ্রাহ পাথেয় মিবেন্দ্রসূনুঃ ॥ ৩৭
কিরাতার্জ্জুনীয়ম্। তৃতীয় সর্গ।

একঘেয়ে এক চকো ভাবে দেখিয়া থাক। গবাদি পশুর যে প্রকৃত অগণিত উপকারিতা ও উপযোগিতা, তাহা কেবল মোসলমানেরাই বুঝিয়া থাকেন। দাদা! গরুর প্রতি যে সকল কারণ দেখাইয়া গরু জবে করা, গো-মাংস খাওয়া অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সেই সকল কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থে দেখিতে পাও কি না; একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখ। যখন প্রকাণ্ড একটা বাষ্পযন্ত্র চলে, তখন তাহার কোন্ অঙ্গের সহিত কোন্ বস্তুর সম্বন্ধ তাহা বোঝা যায় না। প্রকাণ্ড লোহার নিরেট খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ, চুঙ্গি, তার, স্ক্রু, স্প্রীং, সকলই যে কাজের জিনিস, সহসা তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু বিশ্লেষণ প্রণালীতে উহার একটা স্ক্রু খুলিয়া দেখ, যন্ত্রটী হয় বন্ধ হইয়া যাইবে, নয় প্রবল বেগে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। তখন তাহার সেই ক্ষুদ্র স্ক্রুটীর উপকারিতা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক বস্তুই এইরূপ পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতেছে, একটীর উপযোগিতা অন্যটীর উপযোগিতা অপেক্ষা অণুমাত্রও কম নহে। সুতরাং খাম খেয়ালীতে বুঝিয়া এক জাতির লোকসান অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে ইচ্ছা করা, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

অপর পক্ষে, তোমার স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচার পরিচালনার জন্যই তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মবিধি অস্বীকার করিয়াছ, কিন্তু মোসলমানের উপায় কি? মনে কর, তোমার অনুরোধে তাঁহারা গরু জবে করা ও গোমাংস ভক্ষণ করা ছাড়িয়া দিলেন, দুই পুরুষ পরে যখন তাঁহাদের অধস্তন সন্তান সকল, উহা অভ্যাস জনিত ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, তখন যে তাঁহারা মহাপাপী হইয়া

যাইবেন; তবে আর মোসলমানের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে? আবার আমরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিই, সুতরাং আমাদের শেষ ব্যক্তিও কি তোমার এ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, ধর্ম্মকে অপমানিত করিবেন? এখন সমস্ত পৃথিবীর লোকই ধর্ম্ম বলিয়া একটা কিছু মানিয়া থাকে, কেবল তোমরাই গুটি কত লোক স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতার বশীভূত হইয়া, তোমাদের ঐ শতরঙ্গী সমাজের মধ্যে কোটি রঙ্গী করিবার খুলিয়াছ। একটু চিন্তা করিয়া বল, যদি পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ লোকও তোমাদের মত উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়, তবে এক দিনেই ঈশ্বরের এই সুন্দর লোকস্থিতি বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে কি না? দাদা! তুমি ধর্ম্মের কথা বলিয়া আর মোসলমানকে ঘাটাইও না; তর্কের কথা বল, জ্ঞানের কথা বল, সেই কথারই আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। ওসব কথায় খাতির অখাতিরে হার জিতে কোন মার নাই।

অহো! আর একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছ, মোসলমানদের মধ্যে কুষ্ঠ রোগের প্রাবল্য অধিক। প্রমাণ ভিন্ন কথা বলা বোধ হয় তোমাদের স্বভাব। যখন প্রমাণ পরীক্ষা দ্বারা একথার এখনও স্পষ্টরূপে মীমাংসা হয় নাই, তখন কোন একটাকে স্থির সিদ্ধান্ত মনে করিয়া কিছু বলাই ঘোর অন্যায়। বিশেষ আমি ত দেখিতেছি, তোমাদের হিন্দু নিম্নশ্রেণী ও তাহারা মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের যে শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে সেই শ্রেণী, এই উভয়েতেই গলিত কুষ্ঠ, শ্বেত কুষ্ঠ ও বাত রক্ত প্রভৃতির আধিক্য দেখা যায়। আর হিন্দু উচ্চ শ্রেণীতে যে মোসলমান উচ্চ শ্রেণী

অপেক্ষা কুষ্ঠ রোগী অধিক, তাহার জন্য আমি হলপ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি। কুষ্ঠ রোগ যখন সংক্রামক, তখন তোমাদের দল হইতে মোসলমান এক আধ জনকে আক্রমণ করে নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃত কথা কি তাহা তোমারও জানা নাই, আর আমারও অজ্ঞাত; দুই দিন পরে প্রকৃত তথ্য বাহির হইলেই সব জানিতে পারিবে। কিন্তু দাদা! ও সমস্ত অন্তঃসার শূন্য ভুয়া কথা শুনিয়া বড় কষ্ট হয়। তর্ক যে কেবল সত্য নির্ণয়ের উপায়, এ কথা কখনও ভুলিও না। আচ্ছা, একটা ফাঁকি দিয়া যেন তেন রূপে জিতিবার চেষ্টা পাইতেছ, দাদা! ইহারই বা কারণ কি? ইহাতে যেন তোমার একটা অভিসন্ধি আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না কি?

এই কথা শুনিবামাত্র দাদা আমার প্রকৃত রূপ ধারণ করিলেন। শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত তাঁহার চক্ষুতে আনিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, স্বর সপ্তমেরও উপর চড়াইয়া মুখ ভেঙ্চাইয়া বলিলেন—কি! তোমরা গরু খাওয়া ছাড়িবে না? পার নিজের দেশে গিয়ে খাও, এ পরের দেশ, পবিত্র হিন্দু ভূমি, আর্য্য স্থান, এখানে গো-রক্ত পড়িতে পাইবে না, একথা মনে রেখ। তোমরা সমস্ত জগতের কলঙ্ক, যেখানে গিয়াছ, সেই স্থানেরই সর্ব্বনাশ, সৌভাগ্য বিনাশ, বিদ্যা সভ্যতার ধ্বংস করিয়াছ; এখন হিন্দুর দেশেও তাহাই আরম্ভ করিয়াছ। গো-হত্যা, নর-হত্যা, অত্যাচার এ সকল তোমাদের চরিত্রের নিত্য গুণ। এই জন্যই ত হিন্দু লেখকেরা তোমাদের চরিত্র বর্ণনায় ভূত, প্রেত, পিশাচ, সম্মুখে রাখিয়া তাহা চিত্র করিয়াছেন। সাবধান! তোমাদের একটা কথা শুনিলে প্রত্যেক হিন্দুর এক সহস্র বৎসরের অত্যাচার

হয়, প্রতিহিংসা সন্ধুক্ষিত করিয়া দেয়। এদেশে আর গো-হত্যা হইবে না; পার সহ্য কর, না পার চলিয়া যাও। কিন্তু ও কুৎসিত অশ্রাব্য গোহত্যার কথা তুলিয়া দেশের মধ্যে একটা মারামারি কাটাকাটি আনিয়া উপস্থিত করিও না। গোহত্যা সর্ব্বথা হিন্দুর ঘৃণিত ও অদর্শনীয়। যদি হিন্দুর সাহায্য চাও, অনুগ্রহ চাও, হিন্দুর সহিত মিল মিশ না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না জান, তবে এই দণ্ডেই গোবধ গো মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হও। নতুবা তোমাদের কল্যাণ নাই।

তখন মোসলমানের তেজস্বী চক্ষু বিস্তারিত হইয়া, কৃত-কার্য্যতার হর্ষের আলোক ব্যক্ত করিল। তিনি উচ্চ হাস্য করিলেন, হাসির বিরাম কালে তাঁহার মুখ-মণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, দাদা! আমি প্রথম হইতেই মনে করিয়াছিলাম, যেন তোমার মনের ভিতর কি একটা লুক্কায়িত অভিসন্ধি আছে। তোমার এত সাবধান হইয়া কথা বলায়, এত পরহিতৈষিতা, এত বিশ্ব-প্রেমিকতা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করায়, সেটা বড় বেশী লুক্কায়িত ছিল না, তবে তোমার মুখ দিয়া একবার কথাটা বাহির করিয়া লওয়া, আমার বড় ইচ্ছা ছিল। একটা গল্প আছে, এক জন বলিলেন, কাকা! তোমার জাল গাছটা একবার দিবে? কাকা বলিলেন, বাবা! কি জান, তোমার নামে না ত আর নাই, তবে তাতে সরিষা বেন্ধে রেখেছি। ভাইপো বলিলেন, হ্যাঁগা জালেও কি সরিষা বেন্ধে রাখে? কাকা বলিলেন, তবে কি একবারে দিব না বলিলেই ভাল হয়? না কাকা কিছু মনে করো না, তবে তোমার মুখে শুনার একটু ইচ্ছা ছিল, লোকটা চেনা থাকা ভাল; এই বলিয়া ভাইপো চলিয়া গেলেন। আমারও তাই, তবে এখন

আর তোমাকে চেনা আমার বাকী নাই; তোমার সমস্ত কথার উত্তর দিতে গেলে 'ধান ভানতে শিবের গীতের' গোচ হইয়া পড়ে, সুতরাং যাহা আবশ্যক, তাহারই কিছু উত্তর দিই; যদি আক্কেল থাকে তবে এক দিন বুঝিতে পারিবে।

আমরা গোমাংস খাই এবং চিরকালই খাইব; তাহাতে তোমার লোকসান কি? আমরা ত আর কখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতে যাই না যে, তোমার রুচি অরুচি, ঘৃণা, অনুরাগ বিবেচনা করিব? আমার গৃহ-জীবনের সহিত তোমার সম্পর্ক নাই, তখন তুমি হিন্দু, আমি মোসলমান। আমার সামাজিক জীবনের সহিতই বা তোমার সম্পর্ক কি? যখন কোন বিবাহের সম্বন্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আমন্ত্রণ লইয়া, আমি তোমার বাটীতে উপস্থিত হইতেছি না, তখন আমি কি পরি, কি খাই, কোথায় শুই, সে সব কথায় তোমার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নাই। তোমার আবশ্যক আমার রাজনৈতিক জীবন লইয়া, দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে আমার মত কি, অস্ত্র সংক্রান্ত আইন, খাজানার আইন, স্বত্বের আইন, প্রেস এক্ট, রাঙ্গ কর, টেক্স এইরূপ এক একটা গুরুতর বিষয় মীমাংসার সময় কেবল তোমার আমার সম্বন্ধ। তখন তুমি আমি—একত্রে আমরা এক দেশ বাসী, এক জাতি; তোমার বিপদে সম্পদে, দুঃখে সুখে, রাজদ্বারে, শ্মশানের আসন্নতর স্থান বধ্য মঞ্চে, আমাকে স্থির বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বন্ধু রূপে দেখিতে পাইবে। রাজনৈতিক সঙ্কট কালে, তোমার মাথাটী আমার মাথা হইতে হাল্কা হইবে না; তোমার এক বিন্দু রক্ত আমার এক বিন্দু রক্ত অপেক্ষা কম প্রিয় মনে করিব না। যদি আবশ্যক হয়, তবে আমার স্ত্রী পুত্রের প্রাণের বিনিময়ে তোমার স্ত্রী পুত্রের প্রাণ বাঁচাইতে

চেষ্টা করিব। আমার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণকে নিরাপদ করিতে ইতঃস্তত করিব না। তোমার সহিত আমার এতটুকু সম্বন্ধই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত ও আবশ্যক। তোমার ছেলের অন্নপ্রাশনে, মেয়ের বিয়েতে যাইয়া যদি আমি গো মাংসের ব্যঞ্জন, মুরগীর ঝোল পাইবার জন্য জেদ করি, তাহা হইলে তোমার সামাজিক জীবনে আমার সহিত সম্মিলিত হইতে আপত্তি ও বাধা আছে, বরং তাহা অধিকতর সঙ্গত। কিন্তু রাজনৈতিক মীমাংসার সময়ে যখন আমার সাহায্য তোমার এবং তোমার সহানুভূতি আমার ন্যায়ানুসারে যথার্থ প্রাপ্য, তখন তুমি কচুপোড়া, ডাল চচ্চরি দিয়াই খাও, আর আমি গরুর মাংস, মুরগীর ঠ্যাং দিয়াই খাই, তাহাতে কাহার কি আপত্তির কারণ আছে? তথায় প্রকৃত পক্ষে আমার সং বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও যথার্থ দেশ-হিতৈষিতা, তোমার প্রতি স্থির বিশ্বাস পাইলেই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইল। রাজনৈতিক বিষয়ে দেশের কল্যাণের দোহাই দিয়া, আমরা একে অপরকে বাধ্য করিতে পারি, তাহা বোধ হয় অধিক অন্যায় নহে। কারণ ইহা অপেক্ষা অধিকতর উদারতায় জাতি বা রাজনৈতিক সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না। কিন্তু যখন তোমার ধর্ম্মগত সমাজ, অনুরাগ, ধর্ম্ম রুচির অনুরোধে আমাকে তোমার ইচ্ছামতে চালাইতে চাও, তখন যথার্থ পক্ষেই ঘোর অন্যায়, অত্যাচার, জাতিধ্বংসকর পাপ অবলম্বন কর। আমি যদি আমার ধর্ম্ম, সমাজ, রুচি, অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়া বাধ্য করিতে চেষ্টা করি, তবে বল দেখি, তুমি আমার ইচ্ছানুসারী হইয়া চলিতে সম্মত আছ কি না?

যদি তুমি বিশেষ প্রণিধান না করিয়াই সহসা বলিয়া ফেল,

কেন, আমি তোমার মতানুসারে চলিতে যাইব কেন? আমি দেশের স্থায়ী অধিবাসী, তুমি আগন্তুক। ন্যায় ধর্ম্মানুসারে উচিত তুমিই আমার মতের অনুসরণ কর। তাহা হইলে আমিও তাহার উত্তর দিতে পারি, যখন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণই 'সর্ব্ব দেবময়োঽতিথিঃ' বলিয়া অতিথির সমাদরের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তখন তোমরা হৃষ্ট পুষ্ট গোবৎস জবে করিয়া সমাংস মধুপর্ক দিয়া আমাদিগকে পরিতুষ্ট কর, এ মহৎ দেবতার অনাদর করিয়া অনর্থক পাপভাগী হইবে কেন? বিশেষ তোমরাও এদেশের স্থায়ী অধিবাসী নহ, তোমরা যে দেশান্তর হইতে এদেশে আসিয়াছ, পার্ব্বত্য অসভ্য অসুরেরাই এদেশের প্রকৃত বাসেন্দা, ইহা ত তোমাদেরই পুস্তকে তোমাদেরই মুখে শুনিতে পাই। আবার এই সমুদয় অসভ্যদের মধ্যে গারো, টুড্ডা, কুকি প্রভৃতি অধিকাংশ অধিবাসীই গো-মাংস ভক্ষণ করে। সুতরাং যে আদিমতার দোহাই দিয়া তোমরা মোসল-মানদিগকে গোমাংস ছাড়াইয়া তোমাদের অনুবর্ত্তী করিতে ইচ্ছা কর, সেই আদিমতার অনুরোধে এবং তোমারই কথার সম্মান রক্ষার জন্য দেখ, এখন তোমাকে গোমাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি এখন নিরুপায় হইয়া না হয় বলিতে পার, আমরা দীর্ঘকাল যাবত এদেশে আছি। মোসলমান বলিবেন, যখন দীর্ঘকালের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই, কোন কার্য্য বা অবস্থার পক্ষে লক্ষ বৎসরও দীর্ঘকাল না হইতে পারে, আর কোন অবস্থার বা কার্য্যের ভাব অনুসারে এক ঘণ্টাও দীর্ঘকাল হইতে পারে, তখন কি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, কোন্ ব্যক্তি বলিতে পারেন যে, এদেশে মোসলমানের অবস্থিতি দীর্ঘ কাল হয় নাই। তুমি বলিবে, তা দীর্ঘকালই হউক, আর স্বল্প

কালই হউক, আমরা মোসলমানের অপেক্ষা অধিক দিন এদেশে আছি। মোসলমান অমনিই বলিতে পারেন, তাহাতে যায় আইসে কি? তোমরাও ত কোল, ভীল, গারো, কুকি অসুর-দিগের অপেক্ষা অল্প কাল এদেশে আছ। দাদা! চোক রাঙানিটা একটু কমাও, এসব কথাতে কি তোমার পক্ষে বড় প্রতুল হইবে বুঝিলে? এ সব কেবল অজ্ঞানতার কথা।

যদি প্রকৃত পক্ষেই তোমার ন্যায়পথ অবলম্বন করিবার বাসনা থাকে, সত্য নির্ণয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে দেখ, কোন মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশের উপর তাহার এতখানি অধিকার থাকে, যাহা দ্বারা সেই ব্যক্তি জন্ম-ভূমিতে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, জীবিকা সংগ্রহ চেষ্টা, নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুসন্ধান, স্বদেশের হিতকর কার্য্য ইত্যাদি সম্পাদন জন্য, ন্যায় পথের অনুসারী হইয়া, স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছার পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। বরং সে পৃথিবীর উপর এই সমস্ত বিষয়ের অধিকার লাভ সম্বন্ধে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াই আসিয়াছে। কি রাজ-শক্তি, কি জনসমাজ, কেহই তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যদি তুমি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে তোমার নিজ অভি-প্রায় মতে চালাইতে যাও, তবেই ঘোর অন্যায় অত্যাচারের পথ অবলম্বন করিলে। সুতরাং আমি সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূল সূত্রের দোহাই দিয়া অবশ্যই তোমাকে বলিতে পারি, গোমাংস ভক্ষণ যখন মোসলমানের ধর্ম্মসঙ্গত, তাহাদের রুচি ও ইচ্ছার অনুগত, তখন কোন্ অধিকার বলে দাদা! তোমরা তাঁহাকে উহা হইতে নিরস্ত করিতে চাও। যদি মোসলমানের আচার, ব্যবহার, ভক্ষ্য, পানীয় লইয়া তোমরা আপত্তি উপ-

স্থিত কর, তাহা হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই অবসরে সরিবা প্রমাণ একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ, তোমরা মোসলমানদের প্রতি ঘোর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ কি না?

এ সব প্রশ্নের সদুত্তর তুমি যে দিতে রাজি নও, তাহা আমি জানি। তুমি এখন নিরূপায় হইয়া বলিতেছ যে, আমরা মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে যাইব কেন? আমরা উন্নতি, উদারতা, বিশ্বব্যাপী স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, সাম্য, সমস্ত জগতের কল্যাণ কামনা লইয়া বসিয়াছি, যাহারা ইহার কোন কিছুর বিরোধী হইতে যায়, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করি মাত্র। আমরা সংসারের মঙ্গল ইচ্ছায়, ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া কার্য্য করি, তাহাতে যদি কেহ নিজকে অত্যাচারগ্রস্ত মনে করেন, তবে তথায় আমার কি দোষ? তুমি যে শেষভাগে এই ফাঁকি দিয়া এড়াইতে চেষ্টা করিবে, তাহা আমি খুব অবগত আছি। তুমি অল্পেতেই চটিয়া গিয়াছ, কারণ তুমি অন্যায় অসত্যের পক্ষে, তোমার সম্বল খুব অল্প। আমি ন্যায় ধর্ম্ম ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের গায় আদরের হাত বুলাইয়া কথা বলিব, আমি ভয় পাইব কেন? তুমি চটই আর যাহাই কর, আমি ধীর ভাবে আমার কথা বলিব, তুমিও ধীর ভাবেই শুনিবে এই প্রার্থনা। আচ্ছা দাদা! ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠনই হউক, বা নাটু মুদির দোকানের মাচা নির্ম্মাণই হউক, প্রত্যেক বিষয়েই তোমরা ত সাম্য, স্বাতন্ত্র্য, বিশ্ব হিতৈষণা প্রভৃতি বড় বড় শব্দের গণ্ডা দশ বার খরচ করিয়া বাহাদুরী করিয়া থাক। কিন্তু আমার মনে হয়, নিজেরা চেষ্টা যত্ন করিয়া কোন একটা

পড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করিলে, তাহার দোষ গুণ, গূঢ় তত্ত্ব তুমি যত বুঝিতে পার, অন্যের একটা বস্তু কিনিয়া ধার কর্জ্জ করিয়া আনিলে, তাহার সম্বন্ধে তত ভালরূপে বুঝিতে পার না। এক একটা সত্যের জন্য একটী সামান্য কথার জন্য, এক এক অখণ্ড দেশের লোক যেন নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ব'সে, কারণ সে সত্যগুলি তাহাদের নিজেদের বস্তু, নিজের যত্ন চেষ্টায় লব্ধ। আর এক দেশের লোকের সেই প্রাণপ্রিয় সত্যটী পাইয়া, অন্য দেশের লোকেরা কেমন নির্ম্মম হইয়া তাহার গলা টিপিয়া বধ করে।' শেলির চিন্তা, গ্যালিলিয়োর আবিষ্কার, তাঁহাদের নিকট এত প্রিয় ছিল, যে তাঁহারা জন্ম-ভূমি, স্বদেশ, স্বজন সকলেরই মায়া মমতা পরিত্যাগ করিলেন, নির্ব্বাসন ও কারাগৃহ তাঁহাদের নিকট বরং প্রিয়তর বোধ হইল, তথাপি তাঁহারা সে চিন্তা ও সে সত্যের গায় আঁচড়ও লাগিতে দিলেন না। আমরাও আজ কাল সেগুলির উত্তরাধিকারী হইয়াছি, কিন্তু তাহাদের রক্ষার জন্য জীবন মরণ ত দূরের কথা, কখনও তাম্বুল চর্ব্বণের সুখটীরও ব্যাঘাত করিয়াছি কি? তাহা ত নয়ই, এমন কি, গৃহদেবতার একটু মৃদু হাস্য, একটুকু পরিতৃপ্তির জন্য সে গুলিকে জবে করিয়া, কাবাব করিয়া উপহার দিতে অনেক সময়েই রাজি হই। ইহার এক মাত্র কারণ সে সব আমাদের পড়িয়া পাওয়া। পথ হইতে ছেলে ধরিয়া আনিয়া বেচ, কিন, মার, ধর, কাটিয়া ফেল, তাহাতে তোমার মনে বড় গোলমাল আগে না, কিন্তু নিজের ছেলেটার বেলায় সেরূপ মনে করিতে পার না। এ সমস্ত কথাগুলির বেলায়ও তোমাদের সেইরূপ একটা ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে নূতন আবিষ্কৃত বা বিদেশীয় বস্তু যেমন

প্রথমেই উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে পারে না; সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্ব-হিতৈষিতা প্রভৃতি বড় বড় বিদেশীয় কথাগুলি লইয়া তোমাদেরও সেই ভাব হইয়াছে। চিলিকচি ও আবতাবা মোসলমানের বস্তু, উহা না হইলে, যেন মোসলমানমান সভ্যতা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। গল্প আছে, এক জন সৌখিন বাবু একটা চিলিকচি ও আবতাবা কিনিয়াছিলেন, তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে নিমন্ত্রণ করিয়া, জামাইকে চিলিকচিতে আমে দুধে খাওয়াইয়া, আবতাবাতে গুড়গুড়ি সাজিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর দেশের এক জন জমিদার সাহেবি-আনা বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার একটা কমোট (পায়খানার সিন্ধুক) ছিল, কমোটের ব্যবহার লোকেরা কখন দেখিতে পায় নাই, বিশেষ উহা দেখিবার বিষয়ও নহে; তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পরিবারের লোকেরা উহাতে চিনি গুড় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিদেশীয় জিনিস লইয়া অনেক সময়েই এরূপ নাকাল হইতে হয়। দাদা! সাম্য, স্বাতন্ত্র্য, অখণ্ড পৃথিবীর হিত কামনা, এ সকল বড় বড় কথা, তোমাদের নিজের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হয় নাই, অন্য দেশের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তোমাদিগকে শিখিতে হইয়াছে। আবার মুখে ভাল করিয়া শিখিলেই কোন বিষয় কাজে লাগাইতে পারা যায় না। কোন বিষয় শিখিবার সময় গুরুর উপদেশ শুনিয়াই বোধ হয় যে, খুব ভাল রূপে তাহা আয়ত্ত হইয়া গেল; কিন্তু কাজে লাগাইতে যাও, কত বার থত মত খাইবে, এক এক বার কি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিবে, তাহা দেখিয়া তোমার নিজেরই হাসি সম্বরণ করিয়া রাখা দায় হইয়া পড়িবে। তোমরা সাম্য মানিবে আপত্তি নাই, ধনী দরিদ্র, সুন্দর, কুৎসিত, প্রভৃতি এক

করিয়া ফেলিবে, তাহা ত ভালই, কিন্তু প্রকৃতি যে জন সমাজের মধ্যে বৈষম্য স্থাপন করিয়াছেন, তোমার সাম্য কি তাহা নিবারণ করিতে পারিতেছে? শ্রীমতীরা বাহিরের আলোতে আসিয়া পুরুষের মুখে দিব্য দাড়ী—আবার তাহা চুরুটের ধুঁয়ায় কোয়াসাবৃত জঙ্গলের ন্যায় শোভা সম্পন্ন দেখিয়া, খেদে আত্মহত্যা ইচ্ছা করিতেছেন, সেখানে তোমার সাম্য কি বলেন? যদি তোমরা প্রকৃত সাম্যবাদীই হও, তবে এক বৎসর গৃহিণী সন্তান প্রসব করুন, এক বৎসর তুমি সন্তান প্রসব কর; যদি দাড়ীর লোভ তুমি একান্তই ছাড়িতে না পার, তবে তাও দেওয়া শিঙ্গে গোঁপ জোড়া ঠাকরুণকে না দিলে তোমার সাম্য রক্ষা পায় কেমন করিয়া? তোমরা গৃহ-লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরের রুদ্ধ বায়ু হইতে মুক্ত করিয়া বাহিরের স্বাস্থ্যপ্রদ বায়ুপূর্ণ ড্রইংরুমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, পুরাতন শাড়ী কাচুলিকে পেন্‌শন দিয়া, তাহাদের স্থানে গাউন, সেমিজ, কামিজ, বডি, করসেট নিয়োজিত করিয়াছ, কর, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? যাহাকে তাহার স্বেচ্ছানুসারে সুখ সচ্ছন্দে শুদ্ধান্তে বাস করিতে দিলে, প্রকৃতপক্ষে গৃহলক্ষ্মীর ন্যায়ই শোভনীয় হইতেন, তাহাকে টানিয়া খেঁচিয়া, হিচড়িয়া তাহার কোমলতা ও শালিনতা নষ্ট করিয়া দিয়া, জন সমাজের মধ্যে যে একটা সংক্রামক রোগ স্বরূপ করিয়া তুলিলে, ইহাতে অন্যের বলিবার বিষয় অতি অল্পই আছে। কারণ তোমার পারিবারিক পবিত্রতা ও দাম্পত্য-সুখ তোমাদেরই যথার্থ প্রাপ্য ও তোমাদের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু তোমরা স্বাধীনতা, সাম্য, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কড়-মড়ে শব্দগুলি ওঙ্কার মন্তরের ন্যায় বকিতে বকিতে যখন একটা নিরীহ স্ত্রীলোককে তাহার বিষাদ, অশ্রুজল, মৃত্যু কামনার মধ্য

দিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আইস, তখন বুঝিয়া বল দেখি, সেটী কি সাম্য, স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার ব্যবহার? ইহার পর যখন লোকের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিবার উদ্যোগে বক্তৃতা কর, প্রতিবেশীর প্রাচীরে শাবলের আঘাত কর, তখন স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য কি ঘরের কোণে সিকায় তুলিয়া রাখিয়া আইস? আর যখন অজ্ঞানতার বর্ম্ম পরিধান করিয়া, সাম্য, স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতারূপ অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া অপর সমাজের ব্যূহ ভেদ করিতে যাও, তখন কি ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলে তুমিই বুঝিতে পারিবে। তোমার মুখে ধর্ম্মের কথা, কাজে শয়তানের ব্যবহার; এদিকে সাম্য স্বাধীনতার জয়ধ্বনি কর, কার্য্যে দুরাকাঙ্ক্ষা ও যথেচ্ছাচারের অনুষ্ঠানকর্ত্তা। লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা নীচতা ও ঘৃণিত কি হইতে পারে? ও সমস্ত বড় বড় শব্দ শুনিলেই যেন আমার বুকের ভিতর একটা ভয় বিস্ময়ের কোলাহল পড়িয়া যায়; ইহার এক একটা শব্দ যে এক এক সময়ে বড় বড় দেশ যোড়া রোলারের মত মানব সমাজের উপর দিয়া, লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নিষ্পেষিত করিয়া, তাহাদের রক্ত মাংস মস্তিষ্ক শরীরে লেপিয়া লইয়া বেড়াইত, তাহা মনে হইলে আমি আর আমাতে থাকি না। ওসব বড় ভীষণ কথা, একটু বুঝিয়া সুঝিয়া ও সকলের ব্যবহার করিতে হয়, না হইলে উহারা এক দিন তোমাদেরই অকল্যাণ করিয়া বসিবে। একটুখানি স্থির হইয়া, ভাল করিয়া বুঝ, বুঝিয়া বল যে, আমরা সাম্য স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা ও বিশ্বহিতৈষীতার দোহাই দিয়াই বলিলাম, গো-মাংস ভক্ষণ মোসলমানের অন্যায়।

দাদা! তুমি গো মাংসের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ নাক

শিট্‌কাইতেছ কেন? আমি যতবারই গো-মাংসের কথা বলিতেছি, ততবারই যেন তুমি কেমন হইয়া যাইতেছ, পুনঃ পুনঃ থু থু ফেলিতেছ। আচ্ছা তুমি ত জাতিভেদ কিম্বা ধর্ম্মের কোন বাধা বন্ধ মান না, হিন্দু, মোসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ তোমার নিকট সবাই সমান, তবে তোমার ও ভাব কেন? তুমি কাছিমটী, কাঁকড়াটী, মাছটীর বেলায় নাক সিকায় তোল না, থু থু ফেল না, যত ঘৃণা কি কেবল গো মাংসের গায়ই লাগিয়া রহিয়াছে? তবে যে এতক্ষণ কেবল গরু বড় উপকারী, ওরা মানুষের বাপ মা, গরু খাইলে উন্নতি হয় না," এ সব কথা বলিয়াছ, তোমার এত ঘৃণার ভাব দেখিয়া ত তাহা আর তোমার আত্মার কথা বলিয়া মনে করিতে পারি না। এতক্ষণে সহজেই মনে হইতেছে যেন তুমি কি একটা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া, মোসলমানের গো-মাংস ভক্ষণের প্রতিবন্ধক হইতেছ।

যাহা হউক, তোমরা দেশের গণ্য মান্য বড় বড় লোক। যুক্তি প্রমাণ ভিন্ন শাস্ত্রসম্মত খাদ্যাখাদ্যের বৈধাবৈধ শুদ্ধাশুদ্ধ বড় একটা বিবেচনা কর না। জলচর নৌকা ও খেচর ঘুড়ি ভিন্ন আর কিছুই তোমার হাত এড়াইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বভক্ষ্য বলিলে তোমাদের প্রতি যেমন খাটে, অন্য কিছুর প্রতি তেমন নহে। তুমি কি খাও, ঘরের খবর রাখি না, বাহিরের ত শাক-পাতা থেকো—ভেজিটেরিয়ান বলিয়াই শুনিতে পাই। তুমিই বলে থাক, "ঠাকরুণ আবার ত্রিসন্ধ্যা মাছ না হইলে চোকে আঁধার দেখেন, বড় ভাইটী দুই বেলা শাল পাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কালী-কসাইখানা হইতে পাঁঠার মাংস আনেন, ছেলেটী মোসলমান কাবাব ওয়ালার দোকান হইতে প্রতিদিন কিনিয়া কাবাব না আনিলে ভাতের থালের কাছে বসেন না।

তোমাদের ঐটুকু শতরঙ্গী সমাজের মধ্যে কোটিরঙ্গী কারবার। আচার ব্যবহার খাদ্য রুচি প্রভৃতিতে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। তুমি সহায় করিয়া নাম ধরিয়া বল দেখি, তোমার উদার দলের শতকরা কয় জন লোক গোমাংসভোজী নহেন? কোন বিষয়ের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, নিজকে তাহার নাম গন্ধ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। না হইলে তোমার কথা লোকে বিশ্বাস করিবে কেন। কোন বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র ছিল, মিষ্টান্নের প্রতি তাহার বড় লোভ। মাতা আর মিঠাইর পয়সা জোগাইতে না পারিয়া ধর্ম্মাচার্য্য মহাত্মা মালেককে যাইয়া নিবেদন করিল। মালেক বলিলেন, মা! আজ যাও, সাত দিন পরে তোমার পুত্রকে লইয়া আসিও। বৃদ্ধা নিয়মিত সময়ে পুত্রকে লইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি মাতার দরিদ্রতা ও তাহার অন্যায় ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া উপদেশ স্বরূপ কিছু বলিলেন, তাহাতেই ফল দর্শিল, যুবক অনুতাপ করিয়া মিঠাই খাওয়া ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধা বলিল, কত বৎসর ধরিয়া ইহাকে বুঝাইতেছি, কিছুই বুঝিল না; আর আজ আপনকার এক সামান্য কথাতেই মিঠাই ছাড়িয়া দিল, আর এ সামান্য কথাটী সেই দিন বলিয়া দিলেই ত আমাকে আর এক সপ্তাহ কষ্ট ও উদ্বেগ স্বীকার করিতে হইত না। মালেক বলিলেন, মা! তুমি কি মিঠাই খাইতে না? বৃদ্ধা বলিল হাঁ, কিন্তু মিঠাই আমি কখনই খাইতে পাই নাই, তবে ইহার মিষ্টান্নের পাতা হইতে কিছু কুড়াইয়া আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। মালেক বলিলেন, যথার্থ বলিয়াছ, আমিও মনে করিয়াছিলাম তোমার মধ্যে ঐরূপ কোন দোষ আছে, সেই জন্য তোমার পুত্র তোমার কথা গ্রাহ্য করে না। কারণ নিবারণের উপদেশ অপেক্ষা

ভক্ষণের দৃষ্টান্ত তাহার নিকট সমধিক আদরণীয় হইত। আমিও কিছু মিষ্টান্ন ভালবাসিতাম, তোমার পুত্রকে উপদেশ দিতে হইবে বলিয়া সপ্তাহ যাবত ছাড়িয়া দিয়াছি, পরে উপদেশ দিলাম—সাক্ষাতে তাহার ফল দেখিতে পাইতেছ। অন্যকে উপদেশ দিবার পক্ষে নিজকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানই প্রকৃত উপদেশ, নতুবা 'মান্ না কার্দ্দাম, শোমা হাজার বেকোনেদ'—আমি করিলাম না, তুমি করিও—এ প্রকার উপদেশ কিছুই নহে। আগে নিজে ছাড়, পরে আমাদিগকে বল। তোমরা বড় জোর এক পুরুষ ও কাজ আরম্ভ করিয়াছ, তোমরা ছাড়িতে পার না, আর আমাদের শত পুরুষ, সহস্র পুরুষ ঐ গোমাংস খাইয়াই আসিতেছেন, আমরা এত দীর্ঘ কালের অভ্যাস কেমন করিয়া ভুলিব, বল?

তোমরা অক্রবাণ ছেলেগুলিকে ধরিয়া ধর্ম্মের খাতায় নাম লেখাইবার সময়, যে "স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্যের দোহাই দিয়া থাক, আবার বৃদ্ধ পিতা মাতা যদি সেই পথভ্রষ্ট ছেলেকে পাইয়া তিরস্কার করেন, আর খরচের টাকা বন্ধ করেন, তখন যে Religion of humanity মানব ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তার স্বরে চেঁচাও, তোমাদের স্বার্থের বেলায় যেমন আমাদের পরার্থের বেলায়ও তেমনই একটা কথা মনে করিয়া ক্ষান্ত থাক না। তাহা হইলেই ত এ সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ অন্যায় অত্যাচারের কোলাহলে কান ঝালাপালা হইতে বাঁচিয়া যায়।

এরূপ বাদ প্রতিবাদ, কথা বার্ত্তা সচরাচর হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেই আমরা কৃতার্থ হই। কারণ ইহারা খাওয়া, শোওয়া, গোওয়া, প্রতিবাসীর অন্তঃপুরের

প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সমভূমি করা, যোগাড় যন্ত্রে লোকের বিধবা কন্যা বাহির করিয়া আনিয়া গান বাদ্য শিখাইয়া বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি সব কাজেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন। গোমাংস ত বড় কথা! প্রত্যাদেশ না পাইলে ইহারা ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন কেন? সুতরাং ও তর্ক বিতর্ক ন্যায় অন্যায়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। বিশেষ ইহারা কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বাধ্য নহেন, বিচারের সময় কখন ধর্ম্মশাস্ত্র, কখন তর্ক, কখন যুক্তি কখনও বা প্রমাণ অবলম্বন করেন; আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণের প্রচণ্ডতা দেখিলে একেবারেই নাস্তিক হইয়া পড়েন। আমি গোপনে মোসলমানদিগকে একটা পরামর্শ দিই, যদি ইঁহাদের মুখ বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে মোসলমান কসাইদিগকে পরামর্শ দিয়া, সপ্তাহ কালের জন্য গোমাংসের দোকান বন্ধ করাইয়া দেও, ইহাদের দর্প চূর্ণ হইবে। কিম্বা যদি কসাইগণ মিছামিছি তওবা করিয়া তছবি লইয়া মুখ ভার করিয়া বক ধার্ম্মিকের ন্যায় বসিয়া যায়, তাহা হইলেই কে পায় পড়িয়া গোমাংসের দোকান করিতে বলে, তাহা দুই দিনেই দেখিতে পাওয়া যায়।

গরু জবে করা ও গোমাংস ভক্ষণের সর্ব্ব প্রধান ও ভয়ঙ্কর শত্রু হিন্দু জাতি। ইহার মূল কারণ কি? কি মনে করিয়া, হিন্দুগণ গরুর জবে ও গোমাংস ভক্ষণ রহিত করিবার জন্য এত ঘোরতর উদ্যম করিতেছে, তাহার কোন যথার্থ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে কত চিন্তা, কত চেষ্টা ব্যয় করিয়াছি, কিন্তু আমার গরু-খেকো মোটা বুদ্ধিতে তাহার কিছুই আবিষ্কার করিতে পারি নাই। সুতরাং আমাকে দায়ে পড়িয়া, হিন্দুদিগের এই যত্ন চেষ্টার

মূলে একটা অকারণ বিদ্বেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। স্বীকার করিয়া লইব বলিয়াই যে, যেমন তেমন একটা অপ্রা-মাণ্য কথা স্বীকার করিয়া বসিব, তাহা নহে, কোন্ কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, তাহা স্বীকারের দিকে গো-মাংসের পেয়ালার প্রতি মোসলমানের জিহ্বার ন্যায় আমার অভিলাষ নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা এক একটী করিয়া প্রকটন করিলাম, বিশ্ববাসী দেখিবেন, আমি যথার্থ পথেই গিয়াছি, কি বিপথে যাইয়াই পড়িয়াছি।

হিন্দু ভায়া! তুমিও রাগ করিও না, এ সব আমোদ প্রমো-দের কথা বই ত নয়। দেখ, ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিও, ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শিতা ও প্রভুর সাক্ষাতে সর্ব্বক্ষণ ভৃত্যের ন্যায় বিচরণ করিতেছি, এই বিবেচনায় মোসলমান পায়ের পাতা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া কাপড় পড়িয়া থাকেন; তোমরা তাহাতে কাছা দিয়া আবার অর্দ্ধ উলঙ্গ হও! কেন? মোসলমান ঈশ্বরের নিকট বিনয় প্রকাশের জন্য মস্তক আচ্ছা-দিত করেন, তোমরা খোলা মাথায় টেরি কাটিয়া থাক। মোসলমান স্ত্রীলোকেরা পুরু কাপড় কোর্ত্তায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করেন, তোমরা উহা যাবনিক দস্তুর বলিয়া বিলাসিনীদিগকে (প্রায়) আবরণ হীন করিয়াছ! উদ্দেশ্য কি? মোসলমান আবশ্যক হইলে পাতায় খাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা পাতার মসৃণ নীচের পিঠ ব্যবহার করেন, তোমরাও পাতে খাও, কিন্তু যে পৃষ্ঠে পক্ষীর বিষ্ঠার লেপ, কাকের শ্রীচরণ কমলের সহিত আসিয়া পুরীষ চটা বাঁধিয়া বসিয়াছেন, সেই পৃষ্ঠে, তাহাতে লাভ কি? কামিস, পিরহান এ সব মোসলমানদেরই কাপড়, তোমাদের সেরূপ কিছু ছিল না, সমস্ত পৃথিবী উহা

এখন ব্যবহার করিতেছে, কাজেই তোমরাও ব্যবহার কর; কিন্তু মোসলমান যে দিকে বন্ধ বুতাম দেন, তোমরা দেও তাহার বিপরীত দিকে। তাতে সুবিধা আছে কি? তোমার সভার পোষাক নাই, আবার ধুতি পরিয়া আফিসে গেলে সাহেব Half nacked আধ নেঙটা বলিয়া ঘুসি উচাঁইয়া আইসে, সুতরাং মোসলমানের পায়জামা চাপকান না হইলে হয় না। শেষে দুই মস্কিলে পড়িয়া বন্ধ বালবার উল্টা দিকে লাগাইয়া পর, তাহাতে সাহেবের ঘুষি লাথি হইতেও বাঁচ, আর যবনের প্রতি বিদ্বেষের ক্ষোভটাও মিটাইয়া লও। আর ত কোন উদ্দেশ্য নাই দেখ; এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া স্বতঃই আমার মনে ধারণা হইয়া উঠে, মোসলমানের প্রত্যেক কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা সাধনই তোমারি একমাত্র ধর্ম্ম ও একমাত্র মুক্তিলাভ চেষ্টার সোপান; বিশেষ তোমাদের বাঙ্গালি জাতির। তোমার সাহস নাই, ধূর্ত্ততা আছে, রক্তিভর বিষ নাই, ওদিকে আবার কুলাপানা ফণা। যেরূপ হাতীকে বেগে ধাক্কা দিলে লোকে নিজেই গিয়া সরিয়া পড়ে, সেইরূপ তোমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও ত মোসলমানকে পথহারা করিতে পারিলে না—নিজেই গিয়া বিপথে পড়িলে। আমাদের দেশে একটা লোক ছিল, এক জন বড় লোকের উপর তাহার কোন কারণে বিদ্বেষ সঞ্চার হয়, সে প্রতিহিংসা করিতে কোন উপায় না পাইয়া অবশেষে পাগল হইয়া গেল। তাহার এমন একটা বিষাদ মাখা ভাব ছিল যে, দেখিলেই তাহার উপর লোকের করুণার উদ্রেক হইত। তোমরাও সেইরূপ বিদ্বেষ হিংসার কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া এমন 'পাগলের ন্যায় ঘোরা ফিরা করিতেছ, ছোট খাট কথা লইয়া এমনি বিদ্বেষ প্রকাশ

করিতেছ যে, তাহা দেখিয়া সহৃদয় লোকের নেহায়েত দয়ার উদ্রেক হয়। আহা! তোমরা যে একবারে মারা গেলে দেখিতেছি।

হিন্দু ভায়া! তুমি কি এক নম্বরের বিদ্বেষের কথা শুনিয়াই বড় রাগ করিলে? রাগ করিও না। দেখ দুই নম্বরের মোসলমানের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা করিতে হইবে বলিয়াই, তুমি স্থির করিয়া রাখিয়াছ, তাহার কারণ অকারণ দেখিবে না, এই তোমার দৃঢ় ধারণা, তাহারই গোটা দুই নমুনা দেখ। তোমরা মাথায় শিখা রাখ, তাহা কি বড় শোভার বস্তু? যাহা হউক, মোসলমান রাখেন না, তাঁহাদিগকে 'নেড়ে' বলিয়া ঘৃণা কর। কই তোমাদের শিক্ষিত লোকেরাও ত শিখাকে অসভ্যতার চিহ্ন, আর্ক-ফলা, ইন্দুরের লেজ, মোরগের লেজ, কত কি বলিয়া মর্ম্মান্তিক ঘৃণা প্রকাশ করেন, শিখা রাখার কথা বলিলেও চটিয়া উঠেন, তজ্জন্য তাঁহারা ঘৃণিত নহেন কেন? তবে মোসলমানদের প্রতি এ বিদ্বেষের কি তোমাদের কোন কারণ আছে? মোসলমান দাড়ী রাখেন, তজ্জন্য দেড়ে' বলিয়া ঘৃণিত! কিন্তু তোমাদের মুনি, ঋষি, শিক্ষিত নব্যদের মুখেও ত দিব্য দাড়ী, তাঁহাদিগকে কি ঘৃণা কর? কখনই নহে। তবে তোমাদের এ ঘৃণা কি অকারণ নহে? চাচা, নানা দাদা, ফুফু, তোমাদের রাজপুতদেরই প্রিয় শব্দ, তজ্জন্য তাহাদিগকে কখনও উপহাস কর না, কিন্তু মোসলমান যখন ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তাহাদিগকে কিরূপ জ্বালাতন কর, তুমিই অবগত আছ তবে বল, ইহাও কি অকারণ বিদ্বেষ নহে? মোসলমান সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মরণ, মনন, ধ্যান চিন্তনে নিরত, চিত্তের একাগ্রতা সাধন ও মনের অনন্য বিষয়

নিয়তি নিবারণ জন্য জপমালা (তসবি) ব্যবহার করেন, তাহা তোমরা উপহাসের বিষয় মনে কর, কিন্তু তোমাদেরও ত থলের ভিতর জপমালা আছে, তাহা লইয়া কি কখন উপহাস করিয়া থাক? তবে ইহাকে অকারণ বিদ্বেষ বলিব কি না? এক জন অতি উচ্চ শিক্ষিত আদর্শ চরিত্র হিন্দু এক দিন কথা প্রসঙ্গে কোন মোসলমানের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'তিনি দেবতুল্য ব্যক্তি, কিন্তু কেবল বদনাটী ছাড়িতে পারেন নাই।' যেন বদনাটাই তাঁহার দেবচরিত্র লাভের পক্ষে মহা অন্তরায়। ব্যবহারের পক্ষে অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার পক্ষে বদনাই ভাল, কি গাড়ু ভাল, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বদনাই ভাল, উত্তর দিলেন। তবে উপহাসের কারণ কি, জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি কেবল একটু উচ্চ হাসি ভিন্ন আর কোন উত্তর দিলেন না। তবে দেখ, এ সব তোমাদের অকারণ বিদ্বেষ কি না? এইরূপ সহস্র সহস্র বিষয়ে যে তোমরা মোসলমানের প্রতি অকারণ বিদ্বেষ করিয়া থাক, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। তোমাদের এ ঈর্ষা বিদ্বেষ নিবারণের কোন উপায় নাই; কারণ দুর্ব্বল জাতির হিংসা বড় ভয়ানক। বলবানের মুষ্ট্যাঘাতের পরিশোধে তরবার প্রহার করেন, কিন্তু শত্রুর দুরবস্থা দর্শনে পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের প্রতিহিংসা দয়াতে পরিণত হয়। বরং অনেক সময়ে শত্রুতার চূড়ান্ত মুহূর্ত্তই তাঁহাদের বন্ধুত্বের প্রথম ক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হিন্দু! তোমার ন্যায় দুর্ব্বল জাত জগতে আর দুইটা নাই, তোমার হিংসা তুষের আগুন, উহার সহিত তুলনা করিবারও আর কিছু নাই।

হিন্দু! দেখ পবিত্র চরিত্রে [illegible] কলঙ্ক কালিমা অর্পণ করা

তোমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। রাগে অন্ধ হইও না, একবার রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে বর্ণিত দেব চরিত্রের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখ। (১) যখন তোমাদের দেবতাদিগের চরিত্রেই আহ্লাদ করিয়া এই সুন্দর রং ঢালিয়াছ, তখন চিরশত্রু মোসলমানদিগের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কের ছাপ দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আচ্ছা দিল্লির সম্রাট অন্তঃপুরে 'নওরোজের' বাজার বসাইয়া মহিলাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজ-মহিষীর উপর নিকৃষ্ট কামুকের ন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এক জন মহৎ লোকের জীবনে এই মিথ্যা দুর্নাম রটনা করিয়া, তোমরা কি কোন পুণ্যের আশা কর? অমিত-তেজা ভুবন বিখ্যাত সম্রাট জালাল অল দিন আকবর তোমাদের স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্ম কলঙ্কিত করেন, ইহা যদি তোমাদের এমনই মনোরম, আমোদ, আহ্লাদ, গৌরবের বিষয় হয়, তবে তাহা কবিতা, উপন্যাস গল্পে নিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিতেছ, কর। তোমরা মোসলমান সম্রাটের এই ব্যবহারে যদি স্বজাতিকে কৃত কৃতার্থ, সম্মানিত, পুরস্কৃত মনে করিয়া থাক, তবে আমি যে মিথ্যা মিথ্যা বলিয়া চীৎকার করিতেছি, স্বার্থের অনুরোধে তুমি তাহা কাণে তুলিবে না! কিন্তু যখন ও কথাটা আমাদের ধর্ম্মের

---

(১) হিন্দুদিগের ব্রহ্মার কন্যা হরণ, ইন্দ্র ও চন্দ্রের গুরু-পত্নী গমন, গঙ্গা দেবীর দুই পতি গ্রহণ—সামান্য কথায় ব্যভিচার, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি দেবতার ভ্রষ্টাচার, পরস্ত্রী গমন পুরাণে ও কাব্যে প্রসিদ্ধই আছে। বিষ্ণু ও শিবেরও লাম্পট্যে বিশেষ খ্যাতি। কোন মোসলমান এ বীভৎস কাহিনী পাঠ না করেন; প্রার্থনা যদি হঠাৎ চক্ষে পড়ে, 'নাউজ বিল্লা মেনহা' পাঠ করিবেন।

কাছে নিতান্ত অন্যায়, তখন আমরা ত আর আকবরের পক্ষ হইয়া জয় ধ্বনি করিতে পারি না। বিশেষ দেব দেবীর চরিত্র দেখিয়া তোমরা লাম্পট্যকে মানব চরিত্রের একটা গুণ বলিয়া মনে কর; আমাদের নিকট কিন্তু উহা একটা মহা পাপ, অসাধারণ দোষ। তবেই দেখ, ও বিষয়টা তোমাদের প্রতি গৌরবের হইলেও আমাদের নিকট ঘৃণিত, তাহাতে আবার মিথ্যা, সুতরাং ইহাকে অকারণ বিদ্বেষ না বলিয়া কেমন করিয়া বিরত হইব? বল।

দেখ, তোমরা দাস, ঘোষ, বটব্যাল, চট্টোপাধ্যায়, গুহ প্রভৃতি বলিয়া নিজেদের নাম-করণ করিতে। মোসলমান সম্রাট অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমাদের বিটকেল বিদঘুটে নামগুলির উপর সুন্দর উপাধির ঢাকনা দিয়া দিলেন। ছিলে দাস—ব্রাহ্মণের ভৃত্য বা নীচ কিম্বা দস্যু অথবা একটা উপাধ্যায়—ওঝা, সম্রাট বলিলেন, তোমরা খাসনবিস—সুলেখক, কানুনগু—বিধিবক্তা, মজুমদার বা মজমুয়াদার—সম্পত্তিশালী, মলিক—অধিপতি, এ সব ভুলিয়া গেলে, ক্ষতি নাই। পরাজিত ও পদানত হইয়াও জেতার উদারতা, মহত্ত্ব, অনুগ্রহে, পুরুষের পক্ষে হীরা মুক্তার অলঙ্কার অপেক্ষা শতগুণে উজ্জ্বলতর ও সৌন্দর্য্য সাধক অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত ও কটিদেশে তরবার বন্ধন করিয়া তাঁহাদের সহিত পদ-গৌরব ধন মানে একাসনে বসিতে পাইয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হইলে ক্ষতি নাই। অধীন রূপে ভৃত্য ভাবে সাধনা করিয়া, মোসলমান প্রভুদিগের নিকট হইতে হিমাচল অপেক্ষাও শতগুণে গুরুতর যে উপকার রাশি পাইয়াছ, তাহা মনে না রাখ, ক্ষতি নাই। কিন্তু উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার কর কেমন করিয়া; গুণানুবাদ ও কৃতজ্ঞতার

পরিশোধে যদি মিথ্যা অমানুষিক নিন্দাবাদ ও কৃতঘ্নতা প্রদান কর, তবে তাহাও কি অকারণ বিদ্বেষ জনিত নহে? হিন্দু দেখ, তোমাদের এই কাপুরুষোচিত বিদ্বেষের সীমা কতদূর যাইয়া গড়াইয়াছে। অন্য উদাহরণ দিব না, তোমরা মোসলমানদের সম্বন্ধে যাহা বল, যাহা লেখ, তাহাতেই অনুসন্ধান করিও। কেবল একটা কথা দেখ, গত ১২৯৫ সনের বর্ষা কালে, কলিকাতা আলবার্ট হলে এক সভা আহূত হয়। সেই শ্রীমান্ স্বামীর সহচর এক কৌপিনধারী সন্ন্যাসী বক্তা। তিনি ভারতবর্ষের ইন্দ্রপ্রস্থ—দিল্লির রাজাবলীর বর্ণনা করিতে ভিভিন্ন সংখ্যক হিন্দু রাজাদিগের উল্লেখ করিয়া, তাহার পর বলিলেন, ইহার পর দিল্লির সিংহাসনে ৫৩ জন গর্দ্দভী বংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। তখন সকলেই গর্দ্দভী বংশের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইতেছিলেন। বক্তা বলিলেন, গর্দ্দভী বংশকে লোকে যবন বা মোসলমান বংশও বলে। সহৃদয় লোকেরা শুনিলেন, সকলই বুঝিলেন, তাঁহার পর মর্ম্মাহত হইয়া গেলেন; স্বয়ং বঙ্গবাসীর সম্পাদক তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিই সাক্ষী। আচ্ছা, এখন যে কোন মোসলমান ত অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বক্তা পূর্ব্বে যাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা কি বরাহ বংশীয়? কিন্তু ঈদৃশ অকারণ বিদ্বেষ, নির্ল্লজ্জোচিত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ মোসলমানের ধর্ম্ম নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন গালি দেয়, তাহার সহিতই আমার প্রথম সম্বন্ধ। যে হতভাগ্য তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের "দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই ধ্বনি বিলীন হইবার পূর্ব্বেই দিল্লির মোসলমান সম্রাটকে গর্দ্দভী বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিল, সে স্থির নিশ্চিত কুকুর বংশীয় বা বিড়ালের বিষ্ঠা হইতে জাত।

তাহার কথা বার্ত্তা স্বভাব চরিত্র হইতেই সে দুর্গন্ধ নির্গত হই-তেছে। হিন্দু! বল দেখি এ সব তোমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ, না সামাজিক কর্ত্তব্য? তবে বল এ সবকেও অকারণ বিদ্বেষ বলিতে পারি কি না? দেখ, যখন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক কোন রকম কারণই ইহাদের মূলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এ সকলকে কেবলই স্থিরনিশ্চিত অন্ধ-বিদ্বেষ বলিতে হইবে। এইরূপ গরু জবে করা ও গরুর মাংস খাওয়া লইয়াও তোমাদের অকারণ বিদ্বেষ। ইহারও কোন মূল নাই, কি জন্য বিদ্বেষ কর, তাহা তোমরাই জান; যদি কোন কারণ থাকে, তাহা বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ কর, সকলে দেখুন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ!

যদি দেশের মঙ্গলের জন্য প্রকৃতই তোমার আত্মা কান্দিয়া থাকে, ন্যায় অনুসারে, সত্যের বলে এ গোলযোগ মিটাইবার জন্য তোমার অভিলাষ থাকে, যদি এ বিষয়ে তোমার একটা অন্ধ বিশ্বাস নাই থাকে, তবে এক সহজ কাজ করিলেই ত সব মিটিয়া যাইতে পারে। চল আমরা পৃথিবীর জাতি সাধারণের মধ্য হইতে শত জন বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্, বিদ্বান্, তত্ত্বজ্ঞ, বহুদর্শী ব্যক্তিকে বাছিয়া লইয়া, এক সালিস-সভা বসাই। এমন লোকদের উপর লোকে জীবন মরণের ভার দিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। সুতরাং ইঁহাদের মতানুসারে এ সামান্য কথা-টার মীমাংসা করিয়া লইতে, কোন পক্ষেরই কোন ওজর আপত্তির কারণ দেখি না। মনে কর, এইরূপ সভা বসিল, আমাদের উভয় পক্ষের সমস্ত বক্তব্য কথা উপস্থিত করা গেল, অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, তাঁহারা গভীর বিবেচনা করিলেন, তাহার পর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কি হইবে? তুমি কি মনে কর,

যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে পাঁঠা, কাঁকড়া, কাছিম, মাছ ও শশকাদি পঞ্চনখী বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ জনসমাজে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও গরু জবে ও গোমাংস ভক্ষণ করা, অন্যায় বলিয়া খ্যাপন করিতে পারিবেন? কখনই নহে। পৃথিবীতে সৃষ্টির ভিতর তেমন নির্লজ্জ নাই!

তুমি গোঁড়া হিন্দু, প্রতিদিন তিনবার সন্ধ্যা আহ্নিক কর, সর্ব্বাঙ্গে কলি, মৃগ, বাঘ থাবা, শিব দুর্গা হরি, রাম নামের ছাপ, তুমি হয়ত থ'লের ভিতর মালা জপ করিতে করিতে বলিতেছ, কি গো-বধ? ছিঃ, গো-বধ! গো-বধ যে মহা-পাতক, গো-বধ ব্রাহ্মণ বধ যে তুল্য, ওঁ রাম, রাম, রাম, বিষ্ণু, থুঃ। কিন্তু গো বধে পাতক কোথায়? আমরা শাস্ত্র মানি, শাস্ত্রের আদেশও মানি, সংসারের জীবের স্বভাব চরিত্র দেখিয়া বুঝি, খাদ্য বস্তু খাইলে পাপ নাই। লোকে যাহা পরিপাক করিতে পারে, তাহা খাইলে পাপ হয় না। তবে দুই একটার সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিষেধ, আমরা তাহা অখাদ্যের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। আর তুমি এক জাত, আমি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, আমার পাপ আমার, তোমার পাপ তোমারই, এইত বুঝি। তবে আমার গরু আমি জবে করিব, রুচি অনুসারে সিদ্ধ, পোড়া, ঝাল, সুরুয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রস্তুত করিয়া খাইব, তাহাতে তোমার পাপ হইবে কেন? আমি চুরি করিলে যদি তোমার পাপ না হয়, আমি খুন করিলে যদি তুমি ফাঁসী কাঠে না চড়, তবে বিশ্ববাসীকে জিজ্ঞাসা কর, আমার গোমাংস ভক্ষণে যদি পাপ হয়, তাহা তোমার হইবে কি না? যখন তোমার ও আমার সমাজই দুই এবং ভিন্ন, তখন আমার পাপ পুণ্য আচার ব্যবহার লইয়া কথা বলাই তোমার অন্যায় অনধিকার চর্চ্চা।

তুমি ত আর বিশ্ববাসী প্রাণীবর্গের কার্য্যের জামিন হইয়া আইস নাই যে, অন্যের কার্য্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট তোমাকে জবাবদেহী করিতে হইবে।

আচ্ছা, না হয় মানিয়া লইলাম, তুমি পাপের বোঝা ঘাড়ে করিয়াই, পৃথিবীতে আসিয়াছ। গো-মাংস ভক্ষণে পাপ কোথায়, একবার সহৃদয়তার সহিত বল। গরুটাই পাপ? না ছুরিখানাই পাপ? আর মাংসগুলি যখন পঁ্যাজ, রশুন, দই, ঘি মশলার সহিত সুপক্ক হইয়া কালিয়া, কোরমা, কারির আকারে আমার ভোজন পাত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা যদি পাপ বলিতে ইচ্ছা হয়, তবে সাবধানে কথা বলিও। আমি বর্ত্তমান থাকিতে, কার সাধ্য তাহাতে পাপ আছে বলিয়া খ্যাপন করে? আমি এই সামান্য মাংসটুকুর পবিত্রতা রক্ষার জন্য সমস্ত পৃথিবীর লোকের বিপক্ষে তরবার উদ্যত করিতে সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত। তুমি না হয় বিপদে ঠেকিয়া হাসিয়া বলিবে, পাগল থাম, ওসব কিছুই পাপ নয়, প্রাণী মাত্র হিংসাই পাপ। আমি বলি, তবে মাছ বধ, পাঁঠা বধ পাপ নয় কেন? আমরা গরু জবে করি, ঈশ্বরের বস্তু ঈশ্বরের দিকে উৎসর্গ করিয়া থাকি, তাহাতে পাপ কি? তোমার কালী দুর্গা যে একটা পিপীলিকাও সৃষ্টি করিতে পারেন না, তবে ঈশ্বরের বস্তু কালী দুর্গার নিকট বলি দেওয়া, আর প্রতিবেশীর মোরগ চুরি করিয়া আনিয়া গাজি সাহেবের নামে জবে করা, দেখ ত দুইই তুল্য কি না?

গরু জবে করা ও গোমাংস ভক্ষণের বিপক্ষে আর এক আপত্তি এই যে, গরু হিন্দুদের দেবতা। হিন্দু সমাজের মধ্যে গো-ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যা-

দিতে দুই এক স্থলে গরু পূজার উল্লেখও দৃষ্ট হয়। (১) হিন্দু! 'আমাদের দেবতা তোমরা খাইবে কেন' এই বলিয়া যদি একটা আপত্তি উত্থাপন কর, তবে আমরা লাচার। কারণ মোসলমানেরা তোমাদের প্রতি তেমন কোন দোষের আরোপ করিতে পারেন না। আমাদের এই অনাদি, অনন্ত, অমেয়, অপ্রকল্য, অপ্রতর্ক্য ঈশ্বর তাঁহাকে তোমরা কখনও বলি দিয়া, ছিঁড়িয়া, কুড়ালে কাটিয়া খাইতে পার না। আর আমরা যে তাহা সত্ত্বেও তোমাদিগের দেবতাদিগকে ধরি, জবে করি, প্যাজ রশুনের সহিত রান্ধিয়া দস্তরখানায় আনিয়া ভোজন করিয়া থাকি, ইহাতে তোমরা আমাদিগকে অত্যাচারী বলিয়া খ্যাপন করিতে পার। কিন্তু তোমাদের যেমন অগণ্য দেবতা, তাহাতে তাহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা মানুষের ক্ষমতার একবারেই অতীত। দেখ, বায়ু তোমাদের দেবতা, অগ্নি দেবতা, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, শাক, পাতা, পোকা, মাকড় সকলই দেবতা। বল, এখন উপায় কি? মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি কত কি, সকলই দেবতা। বেদ দেখ, আবাব ধান্যও দেবতা। কোন্ বস্তু তোমাদের উপাস্য নয়? বল এখন করি কি? তোমাদের তুষ্টির জন্য এক বরাহ দেবকে ছাড়িয়া দিলাম; যাও, আর আপত্তি করিও না। আপত্তি করিলে যে অনাহারে ঈশ্বরের সৃষ্টি ধ্বংস হয়, দেখিতেছ না?

---

(১) বন্যবৃত্তিরিমাং শশ্বৎ আত্মানুগমনেন গাম্।
বিদ্যামভ্যসনেনেব প্রসাদয়িতু মর্হসি॥ ১।৮৮।
বধূর্ভক্তিমতী চৈনাম্ অর্চ্চিতামাতপোবনাৎ।
প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্ ব্রজেদপি॥ ১।৯০।
রঘুবংশম্।

ভাল, তোমরাও ত বহু দেবতাকে উদরে পূরিতে কুণ্ঠিত হও না। মৎস্য, কূর্ম্ম তোমাদের দেবতা, তাহা তোমাদের প্রিয় খাদ্য; বরাহ দেবতা, বরাহ ক্ষত্রিয়দের প্রিয় শিকার। এতদ্ভিন্ন জল বায়ু ধান্য ইত্যাদি দেবগণ ত তোমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। তবে তোমরা বলিতে পার, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতির মধ্যে যাঁহারা আমাদের দেবতা, তাঁহাদিগকে আমরা ভক্ষণ করি না! তাহা হইলে কামধেনু, সুরভি, নন্দিনী প্রভৃতি যে সকল গো মাতৃগণ তোমাদের দেবতা, কোন মোসলমান ত তাহাদিগের গলায় ছুরি দেন না। তাহা লইয়া এত গোলযোগ কেন? আর 'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ' 'নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্' প্রভৃতি বুঝিয়া দেখিলে আমরাই কি তোমাদের পর হইয়া পড়ি। আমরা আগন্তুক, আমরাও ত দেবতা, না হয় আর একটা দেবতার খাড় মটকাইলাম, দেবতার কাজ দেবতারাই বুঝেন, তাহাতে কথা বলিবার তোমরা কে?

হিন্দু! দেখ, তুমি সব কথা শুনিলে, কিন্তু কেবল নাক সিকায় তোলা, থু থু ফেলা, আর অন্ধ-বিদ্বেষ ভিন্ন, গরু জবে করা ও গোমাংস ভক্ষণের বিপক্ষে অন্য কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিলে না। দেখাইবে কি? একটু চেষ্টা করিলে ত তোমাদের শাস্ত্রের ভিতর হইতেই গণ্ডা গণ্ডায় গরু খাওয়ার ব্যবস্থা বাহির হইয়া যায়। দেখ, আমি এক একটা করিয়া বলিয়া যাই, তুমি ভাল করিয়া গণিয়া দেখিও। মনু বলেন—

'প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্তই পশুর সৃষ্টি করিয়াছেন; যজ্ঞ এই সমুদায় সংসারের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, অতএব তজ্জন্য যজ্ঞে পশু বধ, বধ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। মধুপর্ক, যজ্ঞ,

শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে পশু বধ করিবে, অন্যত্র পশু বধ মনুর নিষিদ্ধ। বেদ তত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণ এই সমুদায় স্থলে পশু বধ করিয়া আপনাকে ও পশুকে উত্তম গতি প্রাপ্ত করান। (১)

তবে দেখ, মোসলমানের গরু কোরবাণী করা ও অতিথির জন্য গরু জবে করা এবং বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গো-মাংস সংগ্রহ করার পক্ষে মনুর একথাগুলি স্মরণ করিলে, তোমাদের উদারতা একটু কমে কি? তুমি যদি আপত্তি করিয়া বল গরুর কথাটা স্পষ্ট ত নাই, তবে দেখ—

তৈল ব্যাপাদিশস্তাতু তক্র পিন্যাক সাধিতা
গব্যমাংসরসৈঃ সাম্লা বিষম জ্বর-নাশিনী।

চরক, সূত্রস্থান. ২য় অধ্যায়।

এ স্থানে স্পষ্ট গো-মাংস ব্যবহারের বিধি দেখাইলাম। তুমি কি বলিতে চাও, ঔষধ ত আর খাদ্য নয়, আমরা গো মাংস খাই না, ছিঃ, থুঃ। তবে দেখঃ—মনুসংহিতার 'মাংসাদি বিশেষণ পিতৃণাং তৃপ্তি কালাঃ' বর্গে।

দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহ মহিষামিষৈঃ।
শশ কূর্ম্ময়োস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু॥ ২৭০

---

(১) যজ্ঞার্থম্পশবঃ সৃষ্টা স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা
যজ্ঞোস্যভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ। ৫।৩৯।
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবত কর্ম্মনি
অত্রৈবোহিংস্যানান্যত্রেত্যে ব্রবীন্মনুঃ। ৫।৪১।
এষ্বর্থেষু পশুন্ হিংসন্ বেদ তত্ত্বার্থবিদ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্। ৫।৪২।

সংবৎসরন্তু গব্যেন, পয়সা, পায়সেন চ
ব্রাধ্রীনসস্ত মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশ বার্ষিকী। ২৭।
মনু, তৃতীয় অধ্যায়।

অর্থাৎ বরাহ, মহিষ মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দশ মাস, শশক, কচ্ছপের মাংসে এগার মাস, গরুর মাংস দুগ্ধ ও পায়স দ্বারা সংবৎসর কাল, বাধ্রীনসের মাংসে দ্বাদশ বৎসর পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে।'

তুমি এস্থলে যদি গোমাংস স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ কর, তবে দেখ বেদে গোভিল ঋষি —

'তৈষ্টা উর্দ্ধং অষ্টম্যাং গৌঃ'

এই সূত্রে গো-মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং এই বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়াই মনু বলিয়াছেন,

যা বেদ বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ। ৪৪।
মনু, পঞ্চম অধ্যায়।

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে বেদ বিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলিয়া জানিবে, কারণ বেদ হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে। এখন কি বল? তবু যদি সংশয় থাকে, তবে একটা উদাহরণ দেখ:—উত্তর রাম চরিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের উপস্থিতিমাত্রই তাঁহার ভক্ষণ জন্য গাভী বধ হইলে, দুই জনে কথোপকথনে কি বলেন, তাহাতে মনোযোগ কর।

সৌধাতকি। আঁ বশিষ্ঠ?

ভাণ্ডায়ন। হাঁ।

সৌ। তাই হউক বাবা, আমি মনে ক'রেছিলাম, বুঝি একটা বাঘ বা বৃক এসেছে।

ভা। আঃ, কি পাগলের মত বকৃচিস।

সৌ। কেন ভাই, দেখ্‌লে না, ঐ ব্যাটা, আসিবামাত্রই, ঐ বেচারা গাভীটীর ঘাড় মটকান হইল।

ভা। 'সমাংস মধুপর্ক' করিবে গৃহস্থেরা এই বেদ বাক্যটী বহু স্থান করিয়া শ্রোত্রিয় অতিথিকে বাছুর মহাবৃষ কিম্বা মহামেষ বধ করিয়া প্রদান করে, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। (১)

এখন বুঝিয়া দেখ, তোমার নাক শিট্‌কান, থু থু করা ত দূরের কথা, না-টী, উঁহুঁ করিবার যোটী রহিল না। 'আরও যদি চাও, তবে মহাভারতে দেখ, মদ্র রাজ দশ হাজার গো-বধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছেন। শুক্ল যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সপ্তদশ গো বলি দানের ব্যবস্থা সুস্পষ্ট, আবার 'গো-মেধ যজ্ঞ', তোমার মহা 'পুণ্য লাভের উপায়। কোনও হিন্দু কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, তাহাতে গো-বধ হইত না? মধুপর্কে ত গো মাংসের সুস্পষ্ট বিধিই দেখিলে।

---

(১) সৌ। হুং বশিট্ঠো।

ভা। অথ কিম্।

সৌ। মা এ উণ জানিদং বগ্ঘো বা বিও এসোত্তি।

ভা। আঃ কিমুক্তং ভবতি?

সৌ। তেণ্ পরাবড়িদেণ জ্জেব সা বরাইয়া কল্যাণী আ মড়মড়াইদা।

ভা। সমাংস মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানা শ্রোত্রিয়া অভ্যাগতায়, বৎসতরীং, মহোক্ষম্বা মহাজম্বা নির্ব্বা-পন্তি গৃহমেধিনঃ তং হি ধর্ম্ম সূত্রকারাঃ সমামনন্তি।

আরও যদি আবশ্যক থাকে, তবে দেখ, শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখায় নর, অশ্ব, গো, অজা, মেষ এই পঞ্চ জন্তুর মুণ্ড দ্বারা যজ্ঞ করিবার বিধি আছে। গো বলি ও গো মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা বেদ শাস্ত্রে অন্যূন এক সহস্র বার দেখিতে পাওয়া যায়, যাক আজ আর সে কথা বলিব না। যদি আবার আবশ্যক হয়, বলিবার বাসনা রহিল।

হিন্দু! তবে এতক্ষণ যে তুমি থু থু করিয়া ঘর আঁধার করিবার যোগাড় করিয়াছিলে; ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ তোমার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়া, অকাল দুর্দ্দিনের উপমা দেখাইতেছিল, এখন দেখ দেখি সে সকল তোমার অন্যায় এবং অকারণ বিদ্বেষ জনিত কি না? দেখ আমি তোমার গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা বেদ পুরাণ হইতে দেখাইলাম। 'বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ' বেদ হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে, একথা ভুলিয়া যাইও না। এখন বল দেখি, গোমাংস ভক্ষণ তোমাদের শাস্ত্র সম্মত কি না? ভাল করিয়া বল, তোমরা গো-খাদক কি না? আর মাথাটী নাড়িবারও যো নাই। তবেই দেখ, এক দিন তোমাদের আচার ব্যবহার যাগ যজ্ঞ না জানায় সম্ভবতঃ এই যাগ যজ্ঞের অঙ্গীভূত গো-বধ গো-মাংস অগ্রাহ্য করায়, বিশ্ববাসী লোককে ম্লেচ্ছ, যবন, পাষণ্ড বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, আবার আজ সেই গো বধ গোমাংসে আস্থা প্রকাশ করার জন্যই এক জাতির উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কেন? তোমাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতিই কি মানুষের সর্ব্বথা গ্রহণীয়? না ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধি?

হিন্দু! মনে করিয়া দেখ, যে দিন আমরা আল্লা ও প্রচণ্ড তরবারের সাহায্যে তোমাদিগকে শুষ্ক পাতার ন্যায় অনায়াসে

সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিয়া, দেশ অধিকার করিয়া লইলাম; তোমাদের হৃষ্ট পুষ্ট গরুগুলি লুঠিয়া লইয়া সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে লাগিলাম, সেই দিন হইতেই তোমাদের বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে। তোমরা বলে না পারিয়া, কৌশলে আমাদিগকে গোমাংস ছাড়াইয়া, তোমাদের ন্যায় কাপুরুষ করিয়া, প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় আছ। আমরা জানি, পথিককে বিপথে নিয়া ফেলিবার জন্য, ভূত আগেই যাইয়া জলায় নামে, তাহার পর পথিক সেখানে গেলে, তাহার ঘাড় ভাঙ্গে। তোমরা যতই বল, আমরা গোমাংস কিছুতেই ছাড়িব না। রোগ হয়, আমাদের হইবে, লোকসান হয় আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইব, কিন্তু তোমার কথা শুনিব না। তোমাদের এক জন প্রধান ব্যক্তি বলেন, 'চাউল অপেক্ষা গোধুম যে সারবান্ খাদ্য তাদ্বিষয়ে সংশয় নাই; মাংস আরও পুষ্টিকর, কোন্ মাংস, হিন্দুয়ানী রক্ষার্থে আমরা তাহার নাম করিব না।' তবে দেখ, কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলে কি আর তোমরা আমাদিগকে এমন বস্তু ছাড়িতে বল।

হিন্দু। এখন আর তোমাদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে না; দশরথ, রাম লক্ষ্মণ ভরতাদির ন্যায় মহানুভব জন্মগ্রহণ করে না; ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ধীরগণ জন্মে না; ভবভূতি, কালিদাস, শ্রীহর্ষ, মাঘ, পাণিনি, সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি বুধগণের সহিত তুলনা করিবার জন্যই বা কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের কৃতকার্য্যতা দর্শনে বর্ত্তমান যুগেও প্রচুর ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিত মণ্ডলী পরিপূর্ণ ইউরোপ এক বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন, সেই আর্য্যভট্ট, বরাহ,

মিহির, লীলাবতীর সমকক্ষই কাহাকে দেখিতে পাই! উদাহরণের আর আবশ্যক কি? তোমরাই ত দিন রাত কান্নাকাটি করিয়া কবিতা লিখিয়া বলিতেছ, ভারত সন্তানের মধ্যে তেমনতর খোকাটী এখন আর জন্মিতেছে না। কেন? সেই ভারতমাতা, সেই আর্য্য জাতি, সেই আব হাওয়া সকলই রহিয়াছে, তবে আর তেমন একটা লোকও জন্মে না কেন, তাহার কারণ কি কখন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছ? যে দিন সিন্ধুর পর পারে চিরশত্রু পাঠানগণ, তোমাদের জাতভাই পারসিকগণ, মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গরুর গলায় ছুরি বসাইলেন, আর তোমরা তাহাদের উপর বিদ্বেষ করিয়া গরু খাওয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই দিন হইতেই নিজের পায় নিজে কুড়াল মারিয়াছ, সেই দিন হইতেই তোমাদের নামের পূর্ব্বে 'কাপুরুষ' বলিয়া একটা বিশেষণ বসিয়াছে; ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, ঠিক সেই দিনই তোমরা স্বাধীনতাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ। তোমরা কি মনে কর, প্রত্যেক জাতির লোভনীয় ভারতবর্ষের ন্যায় বিঘ্নসঙ্কুল একটী দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, বেদ, রামায়ণ মহাভারত, সাংখ্য পাতঞ্জলাদির ন্যায় গ্রন্থ লেখা বা কুরুক্ষেত্রের ন্যায় যুদ্ধ ঘটনার অনুষ্ঠান করা, এ সব কি ডাঁটা চচ্চরিখেকোদের কর্ম্ম। বড় বড় গরুর মাথা কড়মড় করিয়া চিবাইয়া যাঁহারা আস্বাদ গ্রহণ করিতেন, এক একটা আস্ত গরুর ঠ্যাং একটুকু আগুণে ঝলসাইয়া যাঁহারা হজম করিতেন, এ সব তাঁহাদের কাজ, তাঁহাদেরই পক্ষে উপযুক্ত ছিল, তোমরা এখন তৎসমস্ত "লোকাতীত" "অমানুষিক" বলিয়া হাআ করিয়া আছ। তোমরা ডালটুকু, চচ্চড়ি টুকু, ক্ষুদ্র মাছের মাথাটা বড় জোর চুরি ছাপি করিয়া কোন দ্বিপদের ক্ষুদ্র ঠ্যাংটী খাই-

য়াই পর্য্যাপ্ত মনে কর, তোমাদের কাজের পরিমাণ ও তেমনই; তোমাদের গরু-খেকো পূর্ব্ব পুরুষদের তেজ রক্তের জোরে তোমরা এখনও পৃথিবীতে আছ, নতুবা এতদিন কবে তোমরা লোপ পাইয়া যাইতে। এখন যদি আবার পূর্ব্বপুরুষদের নাম গৌরব উদ্ধার করিতে চাও, এ ভারতকে আবার জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার সূতিকা ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতবর্ষ করিতে ইচ্ছা থাকে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন, নহুষ, মান্ধাতার ন্যায় গৌরবোজ্জ্বল পুরুষ জন্মগ্রহণ করুক, এ বাসনা হয়, তবে আবার পূর্ব্বপুরুষদিগের পথের অনুসরণ কর, সেই বড় কাজ আরম্ভ কর, আমি আবদুল্লা-বিন-এসমাইল, গোমাংস-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, গোমাংসেরই শপথ করিয়া, কালিয়া কোপ্তা কাবাব কোপ্তা প্রভৃতি কফারাদি ক্রমে গোমাংসের সহস্র নামের মাহাত্ম্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে দশ বৎসরও বিফলে যাইবে না, এক এক দিন হুস্ করিয়া এক একটা ভীম বা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জন্মিতে থাকিবে। এ কথায় কি বল? তোমার আর পলাইবার একটী পথও খোলা নাই, তুমি যে কাঁদ কাঁদ মুখ হইয়া পড়িলে দেখিতেছি।

হিন্দু! দেখ, আমার গৌরবান্বিত পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রচণ্ড বর্শা, তীব্র তরবার যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের বর্ম্ম চর্ম্ম লৌহমুকুট সকল যেমন অনায়াসে কলার খোলের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিত, আজ আমার তীক্ষ্ণ লেখনীর অগ্রভাগে তোমার গোমাংস ভক্ষণের বিরোধী যুক্তি প্রমাণ সমূহও সেই রূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, তুমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও একটীকে অক্ষত রাখিতে পারিতেছ না। তুমি একে পূর্ণ অজ্ঞান, তাহাতে আবার দুর্ব্বল, সর্ব্বোপরি তোমার বিকট

প্রতিহিংসা তোমাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে। তোমার কাঁদ কাঁদ নিরুপায় মুখখানি দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হয়। তোমার অবস্থা আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। পুরাণ একটা বস্তু ছাড়িতে লোকের কেমন এক প্রকার মমতা হয়, দীর্ঘ কালের অভ্যাসটী পরিত্যাগ করিতে যেন লোকে অনেক কষ্ট অনুভব করে। তোমাদের কত পুরুষ মোসলমানের উপর ঐরূপ হিংসা বিদ্বেষ করিয়াই আসিতেছ কি না, সুতরাং তোমরা আজ কালও সে চিরকালের প্রতিপালিত বিদ্বেষটী পরিত্যাগ করিতে কেমন কষ্ট বিবেচনা করিতেছ। তা কর, এই যে হাজার খানি বৎসর বিদ্বেষ করিয়া আসিলে, ইহাতেই আমাদের কি ক্ষতি করিতে পারিয়াছ? না হয় আরও দুই চারি হাজার বৎসর চেষ্টা করিয়া দেখ, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তুমি কাপুরুষ বলিয়া, আমার মহত্ত্ব উদারতা আমি পরিত্যাগ করিব কেন? তোমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্র, তোমাদেরই পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি দ্বারা দেখাইলাম, গোমাংস ভক্ষণ তোমাদের শাস্ত্র সম্মত, তোমাদের আচার ব্যবহার সঙ্গত; তবে যদি সেই অকারণ বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া রুচি অনুরাগের দোহাই দিয়া স্বীকার করিতে না চাও, তবে কি হইলে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহারই আলোচনা করা যাক্।

হিন্দু! এখন এস, দেখি তোমার ইচ্ছাই কেমন, আর তোমার সন্তুষ্টিরই সীমা কতদূর! তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের বেদ প্রভৃতি খুলিয়া লইয়া বসিলে অমনিই মনে হয়, এই যে এক একটা বড় বড় মুনি ঋষি, ইঁহারা সমস্ত দিনই গরুর ঠ্যাং কচর মচর করিয়া চিবাইতে চিবাইতে গরুর অনন্ত গুণ গান

কারতেছেন। বস্তুর সদ্ব্যবহার করাই তাহার পূজা। গরুর পূজা বলিলে, তাহাকে তেল সিন্দুর দিয়া, মা বাপ বলিয়া অষ্ট অঙ্গ লুটাইয়া তোমাদের ন্যায় প্রণাম করা বুঝায় না। বরং তাহার সদ্ব্যবহার কর, তাহা দ্বারা পিতৃ পুরুষের শ্রাদ্ধ কর, অতিথির সমাংস মধুপর্ক দেও, বড় বড় ষাঁড় গাভী বধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, এই তাহার পূজা। শাস্ত্রকারদিগেরও এই মত। না মান আমার ক্ষতি নাই; কিন্তু গো-বধ ও গো-মাংস ভক্ষণে কোনক্রমেই তোমরা "পাপ বলিয়া মনে করিতে পার না। তুমি যদি নেহায়েত কান্দাকাটি ওজর আপত্তি করিয়া ধর, তবে তোমার দুর্ব্বল চিত্তের সন্তুষ্টির জন্যই হউক, কি তোমার অজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই হউক. বা তোমার বহু কালের অনভ্যাস, বিদ্বেষ প্রভৃতি মনে করিয়াই হউক, গোবধ ও গোমাংস ভক্ষণ তোমার ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে, আমি ইহা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাও তোমার পক্ষে—যখন তোমার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইবে, তোমার রন্ধনের পর আসিয়া, ভাতের পাতের কাছে নানা প্রকার জ্যোতির্ম্ময় রূপ পরিগ্রহ করিয়া সার বাঁধিয়া বসিবে, সেই সময়ে। নতুবা আমার গরু, আমার বাড়ীতে আমি জবে করিব, নিজের হাঁড়ি পাতিলে রান্ধিয়া নিজের পাতের ভাতে মাখিয়া, সুখ সচ্ছন্দে খাইব, তাহাতে তুমি ঘৃণা করিবে কেন? যদি আমার বেলায় এইরূপ কর, তবে তুমি পাঁঠা বলি দেও, দেখ আমি সাত পুরু কাপড়ে নাক মুখ ঢাকিতে পারি কি না; তুমি ভাতের উপর কাছিম কাঁকড়া লইয়া বস, দেখ আমি শতবার থু থু করিয়া, ওয়াক ওয়াক করিয়া, পাড়ার লোক এক স্থানে আনিয়া জড় করিতে পারি কি না? তবু যদি আমার আচার ব্যবহার অন্ন

পানীয় লইয়া তোমার কষ্ট হয়, ঘৃণা বিবেচনা হয়, তবে না হয় উপায়ান্তর অনুসন্ধান করা যাক।

হিন্দু! দেখ, এখন তুমি আমি এক দেশবাসী; নগরে গ্রামে, পাড়ায় পল্লিতে আজ কাল আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া পড়িয়াছি। তোমার কোন ঘৃণিত বিষয় আমার আচার ব্যবহারের মধ্যে থাকিলে, যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমার পক্ষে সেটী পরিত্যাগ করা উচিত মনে কর, তবে তোমার আচার ব্যবহারের মধ্যে যদি তেমন কিছু থাকে—যাহা আমার মর্ম্মান্তিক ঘৃণনীয়, তাহা তোমার পরিত্যাগ করা উচিত কি না? অবশ্য। কারণ লোকের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা, আগে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হয়। তাহা হইলে আইস, আমরা একটা আপসের প্রস্তাব করি। দেখ, গরু জবে করা ও গোমাংস ভক্ষণ করা, তোমরা ঘৃণা কর। তোমার গৃহের সম্মুখে আমার দরজা; তোমার বৈঠকখানা ও আমার বাবুর্চিখানা একই স্থানে, সুতরাং আমার ঘরের গোমাংসের গন্ধে নিত্য তোমাকে ঝালাপালা করে, তাহা সহ্য করিতে পার না, আমি বুঝিলাম। কিন্তু গোমাংস ভক্ষণ পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির নিকট ঘৃণিত নহে, বরং তাহাদের নিকট বিশেষ প্রিয় ও আবশ্যক। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিরাই গোমাংস ভক্ষণ করে। তবু না হয় তোমার মনঃকষ্ট, তোমার অকারণ আবদার নিবারণ জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর গরু জবে করিব না, আর গোমাংস ভক্ষণ করিব না। দেখ, গোমাংসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এ অবশ্য প্রতিপাল্য অধমের প্রতি অপ্রসন্ন হইতেছেন, তাহাও গ্রাহ্য করিলাম না। এখন তুমি বেশ সন্তুষ্ট হইলে? এখন

আবার একবার আমার খুসিটীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তোমার কোন ব্যবহারে আমার মনে আঘাত লাগে, তবে তাহার সম্বন্ধে একটু উপায় কর। তোমরা প্রতিমা পূজা কর, নিজ হাতে সৃষ্টি ছাড়া একটা কিছু গড়িয়া, তাহার নিকট প্রণিপাত কর, আমরা ত ইহা অপেক্ষা ঘৃণিত আর কিছুই দেখিতে পাই না। দেখ, পুতুল পূজা প্রভৃতি নিতান্ত ঘৃণা করাই মোসলমান ধর্ম্মের মূল। তাহাতে উপেক্ষা নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিলে, কি উদাসীন থাকিলেও মোসলমানের ধর্ম্ম আহত হয়। বিশেষ পৃথিবীর সমস্ত সভ্য, অর্দ্ধ সভ্য জাতি, জ্ঞানী ও বিদ্বান্ লোক সকল, পৌত্তলিকতাকে নিতান্ত ঘৃণিত, হেয়, নিকৃষ্ট, বিদ্বেষের যোগ্য বলিয়াই অবগত আছেন। সর্ব্বোপরি তোমার কালীর জিহ্বাটী আমার বড় বিদ্বেষের বস্তু। সুতরাং আমাদিগকে গোবধ গোমাংস হইতে নিবারণ করিবার পূর্ব্বে, তোমরা পৌত্তলিকতা হইতে বিরত হও। আগে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে আহ্বান কর, দেখ আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর উদারতা প্রদর্শন করিতে পারি কি না? চুপ করিয়া রাহিলে যে, এ কথার কি বল? তুমি যে এ সব কথায় সম্মত হইবে না, তাহা আমি অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি। নিজের বেলায় পান হইতে চুণ টুকু খসিলেই একটা হট্টগোল আরম্ভ কর, আর আমাদের অন্ন জল লইয়া টানাটানি করিতেছ, আমরা চুপ করিয়া থাকিব, এই কি তোমার বুদ্ধিতে বলে? পরের বেলায় 'শির দেনা তো রোণা কেয়া' এই বীর ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে খড়্গা উঁচাইয়া আইস, নিজের বেলায় ত মাথার সাদা কেশ গাছি দিতেও ঘটি ঘটি অশ্রুজলে বুক না ভাসাইয়া থাকিতে পার না। বীরত্ব, উদারতা ও মহত্ত্ব

এ সব জাতিগত গুণ, নিজের স্বভাব জাত হৃদয়ে জন্মে, পিতা মাতা, ভাই, ভগিনীর নিকট শিক্ষা পাইয়া বৃদ্ধি হয়, পরের ভাষায় পরের পুস্তকে পড়িবামাত্রই শিক্ষা হয় না। রাজপুত বালক ঘূর্ণিত তরবার হস্তে, শত্রু বাহিনীর সমুদায় সিংহ-বিক্রান্ত বীরগণকে নির্ভীক হৃদয়ে আক্রমণ করিয়া ব'সে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার হস্তমুষ্টি তরবার পরিত্যাগ করে না। কারণ তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট সে এইরূপই শিক্ষা পায়। সে তোমাদের ন্যায় পর দেশীয় স্পেলিংবুক পড়িয়া উদারতা মহত্ত্ব বীরত্ব শিক্ষা করে নাই, অথচ পরীক্ষা কালে রঙ্গভূমিতে তৎসমস্তের চূড়ান্ত পরিচয় দেয়। আমরা তাঁহাদের দেশে, তাঁহাদের সঙ্গে শত বৎসরও বাস করিতে পারি নাই, অথচ রাজপুতদিগের মহত্ত্ব উদারতায় সমাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের নানা, দাদা, কুকু প্রভৃতি প্রিয় শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের হিন্দী ভাষাকে আমাদের ভাষা মনে করিয়া লইয়াছি, বন্ধুতার দৃঢ়তার জন্য তাঁহাদের আচার ব্যবহারও বহুল পরিমাণে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। আর তোমাদের বাঙ্গালী জাতির সহিত আজ প্রায় হাজার বৎসর বাস হইতে চলিল, এখনও তোমাদের আচার ব্যবহার, ভাষা, রীতি নীতি প্রভৃতি কোন কিছুকে আমরা নিজস্ব মনে করি না। কেন? আর কোন কারণ নাই, কেবল তোমাদের অমানুষিক ক্ষুদ্রতা, অনুদারতা ও কাপুরুষতাই তাহার প্রধান কারণ। যদি তোমাদের মানসিক বীরত্ব—উদারতার লেশ মাত্রও থাকিত, তাহা হইলে এই যে গোবধ গোমাংস লইয়া একটা দেশ-ব্যাপী গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই যে মোসলমানেরা—অবশ্যই উন্নত মোসলমানেরা নহেন—তোমাদের জাতভাই নিকৃষ্ট

লোকেরাই মাঝে মাঝে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া, তোমাদের চণ্ডী মণ্ডপে, তোমাদের পাতকুয়ায় গরুর ঠ্যাং, গরুর মাথা লটকাইয়া রাখে, তাহার জন্য দেশে এক একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়, তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে শুনিতে হইত কি না সন্দেহ।

তোমার ক্ষুদ্রতা ও অনুদারতার কথা শুনিয়া ভূত প্রেতও লজ্জা পায়, কিন্তু তোমার কিছুতেই সরম হইবে না। আর তোমার ও সব মহৎ গুণ কীর্ত্তন করিয়া আত্মাকে কলঙ্কিত করিতে পারি না। কিন্তু তুমি যে গরু জবে ও গোমাংস ভক্ষণ লইয়া মোসলমানদের উপর অত্যাচার উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই সম্বন্ধে গোটাচুই কথা না বলিলে, বল কেমন করিয়া নিবৃত্ত হই। দেখ আমি আমার অকাট্য যুক্তিপরম্পরা দ্বারা তোমার অত্যাচার উৎপীড়ন প্রমাণ করিব না। তোমার নিজের মুখের কথা, নিজের হাতের দলিল দস্তাবেজ দ্বারাই সে কথা প্রতিপন্ন করিয়া দিব। তাহা হইলে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিবেন, তুমি সৎ কি অসৎ পথ অবলম্বন করিয়াছ? দেখ, তোমাদের হিন্দু রঞ্জিকা একটা ঘটনা সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

"সহরে গোলযোগ।—গত রবিবার তুই প্রহরের সময় সহরে জনরব উঠিল যে, আখড়ার ঘাটে যে ষ্টীমার থাকে, তাহাতে গো হত্যা হইয়াছে। পরে রটিল, কেহ কেহ ষ্টীমারে গরু বাঁধা আছে দেখিয়া আসিয়াছে এবং তৎপরে কেহ কেহ গিয়া দেখিয়াছে যে, ষ্টীমারে গোমাংস নাড়ীভুঁড়ি গোরুর চামড়া আছে। হিন্দুর মর্ম্মে আঘাত লাগিল, অহিংসা পরায়ণ মাড়োয়ারী সমাজ মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইল, শহরে ভয়ানক গোলযোগ বাঁধিল, সকলেই বলিতে লাগিল কি ভয়ানক! ষ্টীমারে গোহত্যা হই-

য়াছে। হিন্দু আর সেই অপবিত্র ষ্টীমারে কিরূপে যাতায়াত করিবে; হিন্দুগণ গো খাদকগণের প্রকাশ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিবে, এই বিষয়ে শহরে আন্দোলন উপস্থিত হইল। যাহাদের রক্ত গরম হইয়াছিল, তাহারা মার মার বলিতে লাগিল; কেহ বা আইন সঙ্গত উপায় অবলম্বনে পরামর্শ করিতে লাগিল; কেহ বা সামাজিক শাসনের পরামর্শ প্রদান করিল, কোনই মীমাংসা হইল না, অবশেষে দুই এক জন করিয়া লোক ধর্ম্মসভার গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং ধর্ম্ম সভার সম্পাদকগণ উপযুক্ত পরামর্শের জন্য ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ধর্ম্মসভা গৃহে এই বিষয়ের পরামর্শ জন্য হিন্দুদিগের বিরাট সভা বসিতেছে। ধর্ম্মসভা লোকে লোকারণ্য হইল, এমন কি, দাঁড়াইবার স্থানেরও অভাব ঘটিল। নানারূপে উপস্থিত প্রশ্ন মীমাংসার প্রস্তাব হইল। সভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামতনু তর্করত্ন মহাশয় গো-জাতির উপকারিতা ও গো-জাতি সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশের কথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, হিন্দু মাত্রেরই উক্ত ষ্টীমারে যাতায়াত অকর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত গোসাঞী রামরত্ন ভারতী মহাশয় আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। অবশেষে ধার্য্য হইল:—

(১) হিন্দুমাত্রেই রাজসাহীস্থ জাহাজে যাতায়াত বা মালামাল প্রেরণ করিবেন না।

(২) উক্ত রবিবার রাত্রিকালে বালক বৃদ্ধ ও আতুর ব্যতীত সকলেই উপবাসী থাকিবেন।

(৩) ষ্টীমার ঘাটে ৵ গঙ্গা পূজা ও গো-পূজা করিয়া ঘাট পবিত্র করিয়া লওয়া হইবে।

"যাহাদের রক্ত অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছিল," যাহারা গো-হত্যার

কথায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল, আমরা শুনিয়াছি, তাহারা রাত্রিকালে ষ্টীমারের উপর উৎপাত করিতে ত্রুটী করে নাই। সকালে দেখিয়াছি ঘাটস্থ পাথুরিয়া কয়লা সমস্ত ষ্টীমারের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আবার সকালে দেখিলাম যে, সহরের আলোক স্তম্ভে ও প্রাচীরে নানাস্থানে লিখিত বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছে :—

"এতদ্দ্বারা হিন্দুমাত্রকেই অবগত করা যাইতেছে যে, জাহাজে গোহত্যা হওয়ায় ঐ জাহাজে কোন হিন্দু সন্তান গমনাগমন ও মালামাল প্রেরণ বা আনয়ন না করেন, এই বিষয়ে অদ্য বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভার মন্তব্য স্থির হইয়া সমবেত সমস্ত হিন্দুগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। হিন্দুগণেরই মন্তব্য অনুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য ইতি। সন ১২৯৬ সাল। তারিখ ১৭ই অগ্রহায়ণ।"

হিন্দু! দেখ, তুমি দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ যে শত শত ঘটনার অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন আর একটী সংবাদও পাঠ কর।

"২৪ পরগণা—কাশীপুর দাহ ঘাটে গেরুয়া বসন পরা ত্রিশূল হস্তে একটী সন্ন্যাসিনী আসিয়াছে। সে অর্দ্ধ দগ্ধ নরমাংস আহার করিতেছে। আমি ও আমার ২।৩টী বন্ধু ৬ই পৌষ শুক্রবার প্রাতে ৮।৯ ঘটিকার সময় সেই স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে একটী শব দাহন হইতেছিল। সেই স্ত্রীলোকটী 'খেতে দে মা' 'খেতে দে মা' 'খেতে দে মা' এই কয়েকটী কথা উচ্চারণ করিতে করিতে সেই অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অর্দ্ধ দগ্ধ মাংস ত্রিশূল দিয়া বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। যে

সকল লোক শব দাহ করিতে গিয়াছিল, তাহারা বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু সে ত্রিশূল দ্বারা সকলকে মারিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল।" বঙ্গবাসী। ৯।৫

হিন্দু! ইহার মধ্যে কোন্‌টী বীভৎস? গো-মাংস ভক্ষণই নিন্দিত, কি অৰ্দ্ধ দগ্ধ নরমাংস ভক্ষণ? সমস্ত সভ্য অসভ্য বিশ্ব-বাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া শুন নরমাংস ভক্ষণ অপেক্ষা মহাপাপ, ঘোর বীভৎস, দারুণ ঘৃণিত কার্য্য আর নাই। তবে তোমরা ইহা সহ্য করিলে কেমন করিয়া? সত্য বটে এ ঘটনা স্থানবিশেষে ঘটিয়াছে, সুতরাং সমুদায় দেশের লোকের তাহাতে মনোযোগ পতিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কাশীপুর ত আর হিন্দু শূন্য হয় নাই? তাহারা দল বাঁধিয়া, লাঠি হাতে লইয়া যেখানে গাছতলায় সেই ডাকিনী বসিয়া আছে, তথায় গিয়া এক দারুণ আঘাতে তাহার সদ্য ভক্ষিত নর মাংস উদ্গীরণ করায় নাই কেন? হিন্দু! তাহা হইতে পারে না। সে একে হিন্দু, তাতে আবার সন্ন্যাসিনী, সুতরাং তোমাদের এক প্রকার দেবতার মধ্যে গণ্য; সে অৰ্দ্ধ দগ্ধ নর মাংসই খাক্, আর সদ্য জাত শিশুকেই কচর মচর করিয়া চিবাক, তাহার কিছুতেই তোমার আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু যদি একটা মোসলমান কাশীপুরে গোবধ করিত, তবে কি হইত? বল।

হিন্দু! গোমাংস ভক্ষণ একটী অকিঞ্চিৎকর বিষয়, এই সামান্য কথা হইতেই মোসলমান সমাজ যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা এখন আর সামান্য নহে। উহা দেশের সৰ্ব্বত্র পুঞ্জীভূত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সামান্য বিষয় উপলক্ষে যে স্থলে কত লোকের মান সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, যে স্থানে কত শত লোক মিথ্যা মোকদ্দমায় হয়রাণ পেরেশান হইতেছেন,

যে স্থানে কত শত লোক নির্য্যাতন, প্রহার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, যে স্থানে কত মোসলমান অবমানিত হইয়া, জন সমাজে জীবন্মৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, এমন দশ সহস্র স্থানের নাম এখনই উল্লেখ করিতে পারি। ঐ ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্ত্তী দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, ইদ উৎসবের কোরবানির জন্য বাজারের মোসলমান দোকানদারগণ দুইটী গরু সংগ্রহ করিয়াছেন; হিন্দুগণ ইহা দেখিয়া পরামর্শ করিয়া বসিয়াছিল; শুক্রবার দুই প্রহরের সময় সকল মোসলমানই নামাজ পড়িতে মস্‌জিদে গিয়াছেন, তিন জন লোক কেবল ঘরে ছিল, তিন চারি শত হিন্দু লাঠি ঠেঙ্গা লইয়া তাহাদের উপর পড়িয়া খুব মারপিট করে। এই বিবাদের ছল ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি মোসলমানদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মস্‌জেদ প্রস্তুত করিতে নিষেধ করেন এবং সেই ঘোর বর্ষা বৃষ্টি সঙ্কুল দুর্দ্দিনে মস্‌জেদের ইট, কাঠ, মাল মসলাদি স্থানান্তর করিতে অপারগ হওয়ায় মোসলমান দলের কোন প্রধান ব্যক্তির দিন ৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানার আদেশ করেন। আরও কিছু দেখিতে চাও ত ঐ পূর্ব্ব দেশের একটা হিন্দুর জমীদারীতে কি হইয়াছে শুন। এক জন প্রধান প্রজা কোন নৈমিত্তিক কার্য্য উপলক্ষে একটা গরু জবে করিয়াছিল। কাচারির হিন্দু নায়েব তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য ৫০।৬০ জন লাঠিয়াল ঢাল, তলোয়ার, সড়কি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সহিত পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা সে নিরীহ ব্যক্তির বাড়ীর বেড়া কাটিয়া, দরজা ভাঙ্গিয়া, তাহাকে সড়কিতে বিঁধাইয়া লইয়া কাচারিতে নিয়া হাজির করিল। এক জন মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত লোক একটা গরু জবে করিয়াছিলেন,

একটা হিন্দু জমীদার তাহার- উপর এত অত্যাচার করিয়াছিলেন যে, তিনি অবশেষে দশ টাকা জরিমানা দিয়া তাহা হইতে মুক্তি পান। আর কোন হিন্দু জমিদারের এক জন মোসলমান প্রজা, কোন কার্য্য উপলক্ষে গরু জবে করিয়াছিল, জমীদার তাহাকে ধরিয়া নিয়া অনেক পীড়াপীড়ি করেন, অবশেষে ২৫্ টাকা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দেন। এখন যদি সে জমীদারীর মধ্যে কেহ গরু জবে করে, তবে তাহার জন্য ১০০ ঘা জুতা ও ১০০্ টাকা জরিমানা বরাদ্দ হইয়াছে। এই পর্য্যন্তই ভাল, আর দুই চারি শত উদাহরণ দিয়া ফল কি? দেখ, এ সকল কার্য্য যে অত্যাচারের দুরন্ত হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহার প্রত্যেকটী উদাহরণই যে এক একটা ঘোর অত্যাচারের জলন্ত ছবি, তাহা বলিলে কি হইবে? হিন্দু! তুমি একটা গর্ভস্রাব অকাল-প্রসূত জাতি, তোমার প্রত্যেক বিষয়েই অপূর্ণতা, তুমি এ সব কথা বুঝিতে পারিবে না। যদি এ সব কথা ইউরোপের একটা হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্য সম্পন্ন জাতির নিকট বলিতাম, তবে তাঁহারা সব বুঝিতেন, তোমার কিন্তু অণুমাত্রও বুঝিবার শক্তি নাই। বহুশত বৎসরের রক্তারক্তি মারামারি কাটাকাটি জীবন্ত নর দাহ, নরহত্যার পর, এখন বর্ত্তমান পৃথিবীতে জাতি সাধারণের মধ্যে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে। সুবিজ্ঞ, তীক্ষ্নদর্শী, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা Religion of humanity-মানব ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাতি সাধারণের উদারতা প্রভৃতি প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন। সেই সমুদায় দেশে বিদ্যা সভ্যতার ঊনবিংশ শতাব্দী বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, তোমরা সেই সমুদায় কথার পর্য্যাপ্ত চর্চ্চা কর, তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে।

হিঁদু! তোমার অন্যায় অত্যাচারের বর্ণন করিতে কি কেবল এই দুইটী কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব? দেখ আজ কাল দেশের মধ্যে আত্মশাসন না কি বিস্তার হইয়াছে। আত্ম-শাসনের ব্যাকরণ, ধর্ম্মবিজ্ঞান, রাজনৈতিক যে সকল অর্থ আছে, তাহার সবগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি, কোনটীতেই অর্থের সঙ্গতি করিতে পারি নাই। আত্মাকে শাসন—উন্নতির দিকে প্রবর্ত্তনই যদি আত্মশাসন হয়, তবে কে না বলিবে বাবুদের মধ্যে আত্মশাসন নাই। আত্মাকে শাসন, নিয়মন, সংযমনই যদি আত্ম শাসন হয়, তবে কে না বলিবে বাবুরা সম্পূর্ণ আত্মশাসন বিহীন। আজ কালের ভাব অনুসারে আত্মবৎ অন্যকে শাসন করাও বুঝাইতে পারে, তাহারইবা সঙ্গতি কোথায়? আর যাঁহারা ব্যাকরণের সহিত শত্রুতা করিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিবার জন্য আত্মশাসন শব্দে দেশবাসী দ্বারা দেশ শাসন করা বুঝেন, তাঁহাদেরই অর্থ বা কোথায় মিলে? আত্মশাসনের মানে যাঁর যেমন ইচ্ছা বুঝুন, ক্ষতি নাই। গোদের যেমন গেঁজ, আত্মশাসনেরও তেমনি মিউনিসিপ্যালিটী। পেট মাত্র সার, তৈলাক্ত বাবুরা এক এক স্থানে বসিয়া টেক্স টেক্স করিয়া দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতেছেন, ইহাই আত্মশাসন। আত্মশাসন কতদুর হয় জানি না। জানি কেবল তাঁহাদের হাওয়াই অধিকারের মধ্যে কোন মোসলমান গরু জবে করিতে পারিবে না, কারণ কোন রোগা কবিরাজ এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, গোমাংস খাইলে না কি বাত শ্লেষ্মা রোগ হইবার সম্ভব; লোকের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আত্মশাসনের ধর্ম্ম। কামস্কাটকার কোন অপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিত নাকি বলিয়াছেন, কবরস্থ

দেহের পূতিগন্ধ বাহির হইয়া, বিশুদ্ধ বায়ু দূষিত হইতে পারে, সুতরাং জল বায়ুর বিশুদ্ধি রক্ষা যখন আত্মশাসনের কর্ত্তব্য কার্য্য, তখন কোন মোসলমান তথায় মৃতদেহ কবরস্থ করিতে পারিবেন না। হিন্দু বণিক ঘি বলিয়া পচা ইন্দুরের চর্ব্বি, বিড়ালের চর্ব্বি, কুকুরের চর্ব্বি, শূকরের চর্ব্বি বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু কোন মোসলমান গোমাংস বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে না। মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত স্থানে বরং নেড়া নেড়ীর ঢলাঢলির আখড়া, বৈশ্যা পাড়া, আদর-সাহি শয়তান পিশাচের দল সম্মানের সহিত আশ্রয় পাইবে, কিন্তু তথায় মস্‌জিদ প্রস্তুত হইতে পারিবে না। কারণ যার মাথায় সুন্দর ইন্দুরের লেজের ন্যায় আর্ক ফলা নাই, শরীরে রং বিরঙ্গের ছাপা নাই, ডোর কপ্নী পরিয়া দেহখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত করে নাই, এমন একটা মোসলমান সেই মস্‌জিদে দাঁড়াইয়া দিনে ৫ বার লোককে 'আল্লাহ আকবর' বলিয়া পুণ্যের দিকে ডাকিবে, ইহা রুচি সঙ্গত নহে। মিউনিসিপ্যালিটি সকলের আদর্শ রুচি প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আর কত বলিব; হিন্দু! দেখ এই সকল তোমার উদারতার উদাহরণ, এই সকল তোমার চূড়ান্ত মহত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি যে সকল নিকৃষ্টতা নীচতা ও ক্ষুদ্রতা কীর্ত্তন করিলাম, যাহা নিজের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে দেখিলে, অন্য দেশের একটা নিরক্ষর চাষাও লজ্জায় মৃত্যু কামনা করে, এ সকল হিন্দু ভদ্র শিক্ষিত লোকদের দেব-চরিত্রের স্বল্পাংশ মাত্র। ইহা ভিন্ন পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরিচয়ে কিম্বা বংশানুসারী উপাধি দ্বারা যে সকল হিন্দু কুলরত্ন ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েন, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর ও পূর্ণ অজ্ঞান,

যাঁহাদের জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতা ভদ্রতা জনিত কৌলিন্য বহুদিন যাবত তমাদি হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রেণীর হিন্দু জমীদারবর্গের নীচতা ও ক্ষুদ্রতার বিষয় বলিতে হইবে মনে করিলেও আমার হার মানিতে ইচ্ছা হয়। ইহারাই তিতু মিরের বিদ্রোহের পূর্ব্বে, মোসলমানদিগের দাড়ির উপর টেক্স বসাইয়াছিলেন। কাছা দিয়া কাপড় না পড়িলে ইহারাই প্রজাদিগকে উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। ইঁহারাই স্থানবিশেষে মোসলমান প্রজার প্রতি গরু জবে করা ও গোমাংস ভক্ষণ করার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। ইহারাই গরু জবে ও গোমাংস ভক্ষণ করিলে, স্থান বিশেষে মোসলমান প্রজার প্রতি ১০০৲ টাকা জরিমানা, অন্যের অধিকৃত স্থান হইতে গো-মাংস আনিয়া বাড়ীতে খাইলে ৫০৲ টাকা জরিমানা, দূরস্থিত কুটুম্ব বাড়ীতে যাইয়া খাইয়া আসিলে ২০৲ টাকা জরিমানার বরাদ্দ করিয়াছেন। সামাজিক স্বত্ব ও কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা কুৎসিত ও ঘৃণিত কার্য্য আর নাই; অশিক্ষিত অত্যাচারী হিন্দু জমিদার তোমার জীবনে ধিক, তুমি চোর ডাকাত অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও সর্ব্বথা ঘৃণিত। আর কি বলিব? ইহারা মোসলমানদিগের উপর এইরূপ হাজার হাজার অত্যাচার করিয়া থাকেন। যে সকল প্রকৃত অত্যাচার কাহিনী আমি এমন ভাষায়, এমন সুরে বর্ণন করিতে পারিতাম যে, বীর হৃদয় প্রিয় পাঠক! তুমি হিন্দু ভিন্ন যেই হও না কেন, তোমার নিশ্চয়ই ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতে হইত। কিন্তু আজ সে কথা বলা ভাল নহে।

হিন্দু! লোকে যে পুরাণ কাহিনী মনে করিয়া নিরপেক্ষতা ও উদারতা শিক্ষা করিতে পারে, তাহা অনেক দিন হইল

তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। আজ আবার একটু স্মরণ কর, যে দিল্লির সম্রাটকে একদিন তুমি জগদীশ্বর বলিয়া পূজা করিয়াছ, যাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনায় এক দিন তোমাদের চন্দ্র সূর্য্য অনল বংশীয় রাজগণও নিজ নিজ ভগ্নী ও কন্যাগণ উপহার দিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন; যদি তোমাদের সেই জগদীশ্বরেরা তোমাদিগকে গরু জবে করিতে আদেশ করিতেন, তবে বল তোমরা তৎক্ষণাৎ ছুরি হাতে লইয়া, হাঁটু গাড়িয়া গরুর গলার কাছে বসিয়া যাইতে কি না? সেই আদেশটা যদি আর একটু চড়াইয়াই করিতেন, তবে বল আজ ভারতের গৃহে গৃহে গোমাংসের সুগন্ধ পাওয়া যাইত কি না? যদি অস্বীকারের মতলব করিতেছ, তবে দেখ ঐ যে পঞ্চাশ লক্ষ শত যুদ্ধ বিজয়ী, লৌহ-মুকুটধারী দাড়িওয়ালা বীর পুরুষ তরবার নিষ্কোষিত করিয়া, বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহারা এখনই তোমার উপর যাইয়া পড়ে, সাবধান! অস্বীকার করিও না। এখন দেখ, তাঁহারা যদি তোমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রতা প্রদর্শন করিতেন, তবে তোমাদিগকে কি মহা বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তাঁহারা সে চিন্তাও কখন করেন নাই। কারণ অধীনস্থ দাসদিগের শোচনীয় জীবনের স্বাধীন ইচ্ছা টুকুর উপর হস্তক্ষেপ করা অন্যায় ও পাপ বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। যে মোসলমান এক সময়ে তোমার ঘৃণিত পৌত্তলিক জীবনের প্রতিও এইরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আজ তুমি নিজের শক্তি ও অধিকারের পরিমাণ ভুলিয়া তাঁহারই উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাঁহারই সামাজিক কার্য্যের উপর হাত বাড়াইয়াছ, তাঁহাদেরই ধর্ম্ম সঙ্গত অধিকার পদদলিত করিবার চেষ্টায় আছ। তুমি কে? তুমি হিন্দু শিক্ষিত লোক, বাণিজ্য

ব্যবসায়ী বা অন্য কিছু; তুমি দেশের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে এক জন মাত্র, তোমার শক্তি ও অধিকার প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক মোসলমান অপেক্ষা তিল প্রমাণও অধিক নহে; তুমি হিন্দু জমিদার, তুমি ইংরেজ রাজার অধীনে এক জন কর সংগ্রাহক মাত্র; দিন দিন গবর্ণমেণ্ট ভূমির উপর জমিদার অপেক্ষা প্রজাদেরই স্বত্ব স্বীকারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আর তোমার পূর্ব্ব পুরুষও কিছু নিজের রক্তের, নিজ মস্তকের বিনিময়ে এ জমিদারী লাভ করেন নাই, তবে বল তুমি মোসল-মানের উপর কোন্ অধিকারে এই অন্যায় অত্যাচার করিতেছ। আর হিন্দু! তোমার কি আর লজ্জার লেশমাত্রও নাই? তুমি কোন্ লজ্জায় বল, এ হিন্দুর দেশ; এদেশে আর গোহত্যা হইতে পারিবে না। এদেশ কি হিন্দুর? যে দেশ বাহুবলে রক্ষা করিতে পার নাই, রণক্ষেত্রে শত্রুর ভীষণতা দেখিয়া, যাহাকে অরক্ষিত ভাবে পরিত্যাগ করিয়া, পৈতৃক প্রাণটীর আশায়, আঁচলের নীচে লুকাইয়াছিলে, সহস্র বৎসর যে দেশ অন্যে ভোগ দখল করিল, নিজের ইচ্ছা মত ভাগ বণ্টন দান করিয়া নিজ শক্তির সামর্থ দেখাইল, এতকাল পরে আবার তাহা নিজের দেশ বলিয়া আবদার করিতেছ? ধন্য লজ্জা-হীনতা! ধন্য অজ্ঞানতা!! ধন্য তোমার স্বদেশ প্রেমিকতা!!!

বলিবার ত অনেক কথা ছিল, কিন্তু বলিব কাহাকে? ইচ্ছা ছিল, ধীরভাবে এই গুরুতর গোলযোগের মীমাংসা হয়, কিন্তু সে কথা শোনে কে? যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিতেছি, যাহাদিগকে উদারতার প্রথম পাঠ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহাদিগের নীতিজ্ঞান আবার অনেক দিন হইল, মরিয়া গিয়াছে। শত তুষারের তেজোবল লইয়া যে

মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দেখ তোমাদের ঘোর অজ্ঞানতার নিকট তাঁহারা কিরূপ অবমানিত হইতেছেন। তাঁহাদের বজ্র বিদ্যুতের প্রতাপ সম্পন্ন লেখনী তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিতে পারে নাই, আমার দুর্ব্বল লেখনী কেমন করিয়া তোমাদিগকে তাহা বুঝাইবে? তোমরা কৌলিন্য প্রথার বশীভূত হইয়া শত সংখ্যক অবলার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহাদিগকে চির দুঃখিনী করিতে পার, সে দিকে তোমাদের দয়া ভূতানুকম্পা ঘেসে না। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের হাতে তিন বৎসরের শিশু কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গৌরী দানের পুণ্য সঞ্চয় কর, সেখানে তোমাদের সদ্বিবেচনা প্রবেশ করিতে পারে না। আবার তাহার এক বৎসর পরে যখন সেই দুগ্ধপোষ্য কন্যা বিধবা হয়, তখন তাহাকে চির ব্রহ্মচর্য্যের আদেশ করিয়া, পরলোকে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত কর, তখন তোমার চিন্তাশীলতা থাকে না। আবার যখন বয়োদোষে সেই হতভাগিনীর অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে গোপনে ভ্রূণ-হত্যার অনুমতি দিয়া, সমাজে লোক লজ্জার উপর পাথর চাপা দাও, তখন তোমার নীতিজ্ঞান, দয়া বৃত্তি, বিবেক জ্ঞান কোথায় থাকে? এ সমস্তের বিষম ফল তোমরা অহরহ ভোগ করিতেছ, অথচ যখন তোমাদের জ্ঞান বিবেকের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না, সদ্বিবেচনা উন্নিদ্র হইতেছে না, বড় বড় ধাক্কা পাইয়াও সাড়া শব্দ করিতেছে না, একটা পাশও ফিরিতেছে না, তখন তাহারা অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছি। নতুবা বুঝিয়া দেখ, এই নারী হত্যা, ভ্রূণ হত্যা, বংশের ব্যভিচার জাত কলঙ্কই অধিকতর ঘৃণিত, নিরতিশয় অপবিত্র, না আমাদের গরু জবে, গোমাংস

ভক্ষণই তোমার নিকট অধিকতর ঘৃণিত, অপবিত্র বিদ্বেষের আস্পদ?

হিন্দু! তোমার মাথায় কাল চুল, তুমি সব কথা বিবেচনা করিতে পারিবে না। বিশেষ নিকৃষ্টতা তোমার প্রাকৃতিক স্বভাব, ক্ষুদ্রতা তোমার হৃদয়ের রক্ত; বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন কালেই তুমি ইহা পরিত্যাগ করিতে পার না। তোমার গৃহ জীবন, তোমার রাজনৈতিক জীবন এই নিকৃষ্টতাতেই গঠিত। দেখ বাল্য বয়সে স্কুল কলেজে যাইয়া মোসলমান ছেলেদের টুপি লইয়া টানাটানি করা, যৌবনে যবন বিদ্বেষ, পাষণ্ড দুর্দ্দান্ত যবনকে ছড়া কাটাইয়া কবিতা লিখিয়া গাল দেওয়া, ভারত মাতার অধীনতা দেখিয়া যবনের মুণ্ডপাত লেখা ও দাঁত কড়মড়ি দেওয়া তোমার ধর্ম্ম। বৃদ্ধ কালে সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া, মালা ঘুরাইতে ফিরাইতে মোসলমানের সামাজিক কার্য্য লইয়া তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা তোমার একমাত্র উপাসনা। তুমি কি সাহস করিয়া বলিতে পার, কোন মোসলমান কোন বিষয়ে তোমার নিকট স্বল্পমাত্রও ভদ্রতার প্রত্যাশা করিতে পারেন? হিন্দু! তুমি তাহা বলিতে পারিবে না! তোমার সে কথা বলিবার অধিকার নাই। পক্ষান্তরে কোন মোসলমানের নিকট হইতে তুমি নিকৃষ্ট ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছ, এমন কথাও বলিতে পার না।

হিন্দু! আর কিছু বলিব না। অত্যাচারীকে ন্যায় ধর্ম্ম সঙ্গত উপদেশ দিয়া, তাহার কার্য্যের অবৈধতা প্রমাণ করা অপেক্ষা গণ্ডস্থলে দারুণ চপেটাঘাতে তাহাকে ভূপাতিত করা অধিকতর সঙ্গত। কারণ তাহা হইলে লোককে মুখ খরচ

করিতে হয় না, অথচ অলক্ষ্যে আর একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তর্কের সাহায্যে বকিয়া বকিয়া মাথা ধরাইয়া তুমি তাহাকে যাহা বুঝাইতে পারিতে না, সে নিজেই তখন তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজের দোষ ও চরিত্র সংশোধন করে। কিন্তু হিন্দু! ফকির আবদুল্লা-বিন্ এসমাইল মোসলমানদিগকে সে ভৈষজ্য চপেটাঘাত শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, আর একটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ভাল, তোমরা কি প্রকৃত পক্ষেই মোসলমানদিগের প্রতি এইরূপ অত্যাচার ও শত্রুতা সাধন করিতে নিজকে উপযুক্ত মনে কর। মোসলমানদিগকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া কি তাঁহাদিগকে সে অত্যাচারের প্রতিশোধে অক্ষম মনে কর? তোমাদের সেরূপ মনে করা অসম্ভব নহে, তোমরা মানুষের মধ্যে টুনটুনী জাতীয় (১)। কিন্তু তোমরা সে সব বুদ্ধি দূর কর, এতকাল মোসলমানেরা তোমাদের ওসব অন্যায় অত্যাচার অবহেলায় হাসি ঠাট্টার বিষয় মনে করিয়া, 'মৃগীর প্রহারে যথা মৃগেন্দ্রের মন' এই ন্যায়ে সহ্য করিতেন। মানব জীবনের যে অবস্থায় কোন সময়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর ভালবাসা, সুকুমার সন্তানের আদরও লোকের বিষতুল্য

---

(১) একটা টুন টুনী বীর আসিয়া আহ্লাদে বলিল,
মা টুন টুন টুন।
আমি যে গাছে বসি সেই ভারে ন'ড়ে চ'ড়ে
কেঁপে হয় খুন
মা এ সব আমার মহা বলের গুণ॥ মা বলিল—
বাবা লতায় ডগায় নূতন পাতায়
ব'স টুন টুন।
যাও শালের ডালে অশথ গাছে বুঝ গিয়া গুণ
আমার সোনার টুন টুন॥

মনে হয়; আজ মোসলমানও সেই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তোমাদের এ অন্যায় অত্যাচার যথেচ্ছাচারের বিপক্ষে সাবধান ধ্বনি উচ্চারণ করিলেন।

হিন্দু! তুমি গোবধ নিবারণের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে যে প্রমত্ততা দেখাইতেছ, মোসলমানদিগের সামাজিক কার্য্য আয়ত্তাধীন করিবার জন্য যে অধ্যবসায় দেখাইতেছ, যখন তোমার প্রতিপক্ষ আবার কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন তোমাদের তৎসমুদায় হতপ্রভ হইয়া যাইবে। তুমি আর কার্য্যে প্রমত্ততা, অধ্যবসায় কি শিখিয়াছ? মোসলমান কি বর্ষব্যাপী যুদ্ধ, কি বৈর নির্য্যাতন, কি আত্মপক্ষ সমর্থন প্রত্যেক বিষয়েই তোমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। তুমি গরু কোরবানি নিষেধ করিয়াছ, মোসলমান তোমার প্রতিমা পূজা, পাঁঠা বলি প্রতিষেধ করিবেন; তুমি গোমাংস ভক্ষণ নিবারণের চেষ্টা করিতেছ, মোসলমান তোমার হাঁস কবুতর ছিঁড়িতে প্রতিবন্ধক হইবেন, তুমি দাঁড়ির উপর টেক্স বসাইয়াছ, মোসলমান টিকির উপর কর বসাইবেন। বল তাহা হইলে কোন্ পক্ষ অধিক উৎপীড়িত হইবে? দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ না হয় মোসলমান, তোমরা চারি জন কান্দিবে, আমরা এক জন; সুতরাং তোমার দুঃখের পরিমাণ মোসলমানের চারি গুণ হইয়া পড়িতেছে। আবার মোসলমান এখনও আত্মরক্ষণে সমর্থ; তুমিও কি সে অহঙ্কার কর? বোধ হয় না।

হিন্দু! তোমাকে আর কি বলিব? বলিলেও তুমি বুঝিবে না। তোমার আচার ব্যবহারে অন্যায় অত্যাচারে মোসলমানের হৃদয়ে যে কষ্ট, যে দুঃখ, যে প্রতিহিংসা প্রজ্জলিত করিয়া দিয়াছ, আমি দীন ভাবে বুঝাইতে গিয়া তাহার শতাংশও

প্রকাশ হইতে দিলাম না। হিন্দু! কি বলিব, অহোরাত্র-ব্যাপী যুদ্ধেও ধৈর্য্য স্থির অটল, আমার সেই মোসলমানের ধৈর্য্য, তাহাও তোমার ব্যবহারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তোমাকে তোমার নিজকৃত দুর্ব্ব্যবহারের বিবেচনা, অনুশোচনা, ও মোসলমান সমাজকে সতর্ক এবং সভ্য জগৎকে সাক্ষী করিবার জন্য এই অগ্নিকুক্কুট—আগুনের নুড়া প্রস্তুত করিলাম। যদি আবশ্যক হয়, ইহার পর কালানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিব।

পুনশ্চ, এস্‌লাম অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালানল স্বরূপ। যখনই কেহ ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইতে সংকল্প করিয়াছে, তখনই এই পবিত্র তেজের জিহ্বা বাহির হইয়া, তাহাকে ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে। অগ্নি কুক্কুট আর কিছুই নহে, ইহা সেই পবিত্র ইস্‌লামের তেজ মস্তকে ধারণ করিয়া বাহির হইল।

হিন্দুদিগের প্ররোচনায় দুই এক জন আত্মতত্ত্ব বিহীন ধর্ম্ম শাস্ত্রানভিজ্ঞ, অদূরদর্শী মোসলমানও আজ কাল গরু কোরবানি ও গোমাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন। আজ আর তাহাদিগকে কিছু বলিব না, কেবল তাহাদের অবগতির জন্য পবিত্র মহাকোরাণের একটী প্রবচন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ওয়া মান্ ইয়ুশাক্কেকের্‌রসুলা মেন্ বাহদে মা তাবায়্যানা লাহল্‌হোদা, ওয়া ইত্যাবেহ গায়্‌রা সবিলেল মোহমেনিনা নোয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নোস্‌লিহি জাহান্নামা ওয়া সাহাৎ মসিরা। পবিত্র মহা কোরাণ; সুরা নেসা।

যে সত্য পথ প্রকাশ হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হয়, এবং বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধ পথে চলে, যে বিষয়ে সে সমুৎ-

সুক, আমি তাহাকে সেই দিকের পরিবর্ত্তনেই উন্নত করিব, আর তাহাকে নরকে আনয়ন করিব, উহা কুস্থান।

হাদ্দাসানা আবু হামের অল হোসেন বিন হোরেয়সিন্ হাদ্দসানাল্ ফোযেল বিন্ মুসা হানেল হোসেন বিন্ অল ওয়াকেদিন্ হান্ ইলিয়া বিন্ আহ মরা হান হাকরামাতা হান এব্‌নে আব্বাসিন্ কালা কোন্না মাহ রসুলোল্লাহে সাল্লোল্লাহে হালায়হে ওয়া সাল্লাম ফি সফরিন্ ফাহাযারা আযহা, ফাশতারাকনা ফেল বকরাতে সাব্‌হাতোন্, ওয়া ফেল বেহিরে আশ্‌রাতোন্।

হাদ্দাসানা কোতায়বাতো হাদ্দাসানা মালেক বিন্ আনিসিন্ হান্ আবি অল জোবেয়রে হান জাবেরিন্ কালা নহর্‌না মাহ রসুলোল্লাহে সাল্লোল্লাহে হালায়হে ওয়াসাল্লাম বেল্ হেদায় বিয়াতে অল্ বাদনাতা হান্ সাবহাতিন্ ওয়াল্ বক্করাতা হান্ সাবহাতিন্, হাযা হাদিসোন্ হাসানোন্ সহিহোন্ ওয়াল হামালো হালা হাযা হেন্দা আহ্‌লেল হেলমে, মিন আস্‌হাবে অল্ নবি সাল্লোল্লাহে হালায়হে ওয়া সাল্লামা, ওয়া গায়্‌রিহিন্ ওয়া হুয়া কওলে সুফিয়ান অল সৌরি, ওয়া এব্‌নে অল্ মোবারকে, ওয়া অল শাফিয়ে, ওয়া আহমদা, ওয়া এস্‌হাকা। জামেহ তেরমজি।

মোসলমান সাবধান! গোমাংস ভক্ষণ আল্লা তাআলার অভিপ্রেত, গোরু কোরবানী করা তাঁহার একরূপ আদেশ, উপরে যে দুই হাদিস দেখাইলাম, উহাতে দেখ, গরু কোরবানী করা হজরত রসুল সাল্লোল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুষ্ঠান, সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব কালীন সমুদায় মোসলমান এ কার্য্য এক মতে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, ইহার বিরুদ্ধ পথে চলিয়া জাহান্নামে যাইয়া পড়িও না, উহা কাফেরদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। যাহারা তোমাদিগকে এ সমস্ত কথা বুঝাইয়া,

তোমাদিগকে নরকের দিকে উন্মুখ করিয়াছে, তাঁহারা শয়তান। 'লায়নতাল্লাহেল কাবেবিন' বলিয়া তাহাদের মুখে ও বুদ্ধিতে থু থু দাও।

ভারতবর্ষীয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট! তুমি কি অন্ধ? হিন্দু কর্তৃক মোসলমানের প্রতি এই যে দেশব্যাপী অসহ্য অন্যায় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে মোসলমানের কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কি তোমার সে উৎপীড়ন চেষ্টার মূলোচ্ছেদ করা উচিত নহে? সত্য বটে তোমার আইন আছে, বিচারালয় আছে, দক্ষ বিচারক আছে, শান্তি রক্ষক আছে; কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি দেশব্যাপী অত্যাচার আইন ও বিচারক দ্বারা নিবারিত হওয়া অপেক্ষা রাজকীয় শক্তি দ্বারা নিবারিত হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। কারণ উৎপীড়িতদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন লোকই এমন, যাহারা আইন-আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট! তুমি প্রজাসাধারণের ধর্ম্ম সম্বন্ধেই Neutrality—নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছ, জানি। এখন কি আবার অত্যাচার সম্বন্ধেও সেই নিরপেক্ষতা গ্রহণ করিলে? তোমার কৌশলে না হউক—অন্ততঃ তোমার আলস্য ও উদাসীনতায় ভারতবর্ষীয় মোসলমানেরা রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত, শক্তি বিরহিত সুতরাং জাতি সাধারণের দ্বারা উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হইতেছিলেন, কয়েকদিন হইল, তোমার সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এখন চক্ষু মার্জ্জন ও দেশের চারি দিকে গূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ, মোসলমানেরা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে যে অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে কি না? ঘটনা ও সুযোগ কখনও

মানুষের আয়ত্ত নহে, বরং ঘটনা ও সুযোগই মানবকে অনুকূল কার্য্য সাধারণের যন্ত্রস্বরূপ প্রস্তুত করিয়া লয়। হিন্দুদিগের এই অন্যায় অত্যাচারে প্রচুর রূপে কর্ষিত দেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রে হিন্দুর অনধিকার চর্চ্চা ও নির্য্যাতন যে শত সহস্র তিতু মিরের বিদ্রোহের বীজ বপন করিতেছে এবং অহোরাত্র যত্ন চেষ্টায় সহস্র সহস্র তিতু মির নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতেছে, যদি তৎসমস্ত দেখিতে পাও, তবে চক্ষুষ্মাণ, নতুবা তুমি সর্ব্বথা অন্ধ। আজ না হয় কাল তোমার সে ঘুম ভাঙ্গিবে, কিন্তু চক্ষু মুছিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে যখন অপরাধী বিবেচনায় তোমাকে শত সহস্র মোসল-মানের প্রাণবধ করিতে হইবে, তখন অকিঞ্চন আরতুল্লা-বিন্-এস্মাইলের এই শেষ নিবেদনটী একবার স্মরণ করিও, এই প্রার্থনা।